



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
স্বাস্থ্য ও গৃহায়ন সেক্টর
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report)

পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত)
শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ



প্রণয়নে

MRConsultants এম আর কম্পালট্যান্টস্

রোড-৮, বাড়ী-৬ (৩য় তলা), ব্লক-এফ, নীকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

জুন' ২০১৭

Acronyms and Abbreviations

ACV	:	Aggregate Crushing Value
ADP	:	Annual Development Programme
BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
DCIs	:	Data Collection Instruments
DCC	:	Dhaka City Corporation
DCP	:	Dynamic Cone Penetrometer
DPP	:	Development Project Proposal
DWASA	:	Dhaka Water Supply and Sewerage Authority
FGD	:	Focus Group Discussion
GOB	:	Government of Bangladesh
HBRI	:	Housing and Building Research Institute
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
LTM	:	Limited Tendering Method
M&E	:	Monitoring & Evaluation
MOF	:	Ministry of Finance
MRC	:	MR Consultants
PCR	:	Project Completion Report
PD	:	Project Director
PIC	:	Project Implementation Committee
PIU	:	Project Implementation Unit
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
PMC	:	Project Management Committee
PRA	:	Participatory Rural Appraisal
PSC	:	Project Steering Committee
PWD	:	Public Works Department
QA/QC	:	Quality Assurance and Quality Control
RFQ	:	Request for Quotation
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
SC	:	Steering Committee
SRS	:	Simple Random Sampling
TC	:	Technical Committee
TFV	:	Ten Percent Fine Value
TOR	:	Terms of Reference
TQM	:	Total Quality Management

UDD : Urban Development Directorate

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “পূর্বাচল নতুন শহর” প্রকল্পটি আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত দেশের সবচেয়ে বড় পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্প। ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন টাউনশিপ গড়ে তুলে ঢাকার বিদ্যমান বিশাল জনগোষ্ঠির আবাসন চাপ কমানোই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় ৬২৭৭.৩৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ অংশে ৪৫৭৭.৩৬ একর এবং গাজীপুর অংশে ১৫০০ একর যা ৩০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে বাকী ১৫০ একরে ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানায় কুড়িল ফ্লাইওভার এবং লিংক রোড নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকল্পটিতে বিভিন্ন আকারের সর্বমোট ২৭,১৭১টি (আবাসিক-২৫,০১৬টি, প্রাতিষ্ঠানিক-৪২৩টি, ডিপ্লোমেটিক-৬৩টি, বাণিজ্যিক-১০৩০টি, প্রশাসনিক-৪৭৩টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৬৬টি) প্লট এবং ৬২,০০০টি অ্যাপার্টমেন্টের সুযোগ রয়েছে।

প্রকল্পটির সর্বশেষ সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৭৮২১৪.৫৭ লক্ষ টাকা যার সম্পূর্ণটাই রাজউকের নিজস্ব অর্থ। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ১৯৯৫ ইং থেকে জুন ২০১৩ ইং পর্যন্ত ছিল যা পরবর্তীতে কেবল মাত্র সময় সংশোধিত হয়ে জুন ২০১৮ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগসমূহ হলো ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, লিংক রোড নির্মাণ, কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ, লেক ও জলাধার উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, ব্রীজ নির্মাণ, স্কুল ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ, ইত্যাদি। প্রকল্পটির এপ্রিল-২০১৭ ইং পর্যন্ত আর্থিক ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি ৩৫% (টাকা-২৭৩৮.৪৮কোটি) এবং ভৌত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি প্রায় ৫৭%। উল্লেখ্য যে, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত সময়ে ভৌত ও আর্থিক ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি ৯৫% হওয়ার কথা ছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রকল্পের আরডিপিপিতে পাওয়ার প্ল্যান্ট ও বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, ডেনেজ, কমন্স ইউটিলিটি ডাক্ট, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি খাতে সংস্থানকৃত অর্থ (যার পরিমাণ প্রায় টাঃ ২৩৫০ কোটি মাত্র) বাদ রেখে (যেহেতু সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর পরিকল্পনা পরিবর্তন জনিত কারণে কাজ/খরচ করতে পারছেন না) হিসাব করা হলে প্রকল্পের সামগ্রিকভাবে ক্রমপূঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৫০.৪১% (প্রায়) এবং যার তুলনায় প্রকল্পের হালনাগাদ বাস্তব ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি দাঁড়ায় ৭০.০০% (প্রায়)।

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবীক্ষণকৃত ২৮টি প্যাকেজের ৫৬টি উপাদান বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, কার্যাদেশে যে সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করার কথা ছিল তা যথাসময়ে সমাপ্ত না করে অতিরিক্ত সময়ে সম্পন্ন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে কার্যাদেশ প্রদান করতেও বিলম্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, নমুনা প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর-২০০৩, পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যার বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনের চতুর্থ অধ্যায় এ উল্লেখ করা হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হলেও প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় ঢাকা জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক পরিশোধ করা হয়েছে বলে রাজউক উল্লেখ করেছে। বাস্তবে রূপগঞ্জ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত জটিলতা কম পরিলক্ষিত হলেও কালিগঞ্জ ব্যাপক জটিলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের সংঘাত লেগেই রয়েছে। রাজউক কালিগঞ্জ অংশের ভৌত অবকাঠামো বাস্তবায়নে সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে পারেনি। ভূমি উন্নয়নে বাস্তব অগ্রগতি ৮০% দেখানো হয়েছে বাকী ২০% কাজ জুন-২০১৭ ইং সালের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত সময় নির্ধারিত হলেও ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত জটিলতায় তা কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে নিশ্চিত নয়। লেক ও খালের উন্নয়ন কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩০% দেখানো হয়েছে। বাস্তবে লেকাংশের ভূমি উন্নয়ন কাজ ডিজাইন ও চুক্তিমোতাবেক শেষ না হওয়ায় বর্তমানে বাস্তবতার নিরীখে সেখানকার লেক উন্নয়ন ও রক্ষাকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

কর্তৃক প্রণীত সংশোধিত ড্রয়িং-ডিজাইন ও এস্টিমেট অনুযায়ী কাজ চলছে। বাকী ৭০% কাজ জুন-২০১৭ ইং সময়ের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত সময়সীমা থাকলেও তা জুন-২০১৮ ইং সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে নিশ্চিত নয়।

কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ চুক্তি অনুযায়ী ২ বছরে সম্পাদনের পরিকল্পনা থাকলেও প্রায় ৩ বৎসর দেড়ীতে ৩১-০৩-২০১৫ ইং তারিখে ৯৭% কাজ সম্পন্ন হয়ে ফ্লাইওভারটি চালু হয়েছে। সৌন্দর্য্য বর্ধণ ও ফুটওভারব্রীজ নির্মাণ কাজ অর্থাৎ ৩% কাজ বাকী রয়েছে যা এখনও প্রক্রিয়াধীন। এমতাবস্থায়, ফ্লাইওভারের কাজ কবে নাগাদ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হবে তা রাজউক নিশ্চিত করতে পারেনি। পূর্বাচল লিংক রোডের কাজ নির্মাণ চুক্তি অনুযায়ী ২ বছরে সম্পাদনের পরিকল্পনা থাকলেও তা ১ বছর বর্ধিত করা হলেও নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ২০% কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে রাজউক তা নিশ্চিত করতে পারেনি।

অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% দেখানো হয়েছে। বাকী ৫০% নির্মাণ কাজ জুন-২০১৮ ইং সালের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ থাকলেও তা সম্পন্ন হবে বলে নিশ্চিত নয়। ড্রেন ও ক্রস ড্রেন নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% দেখানো হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০% নির্মাণ কাজ জুন-২০১৮ ইং সময়ের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত সময়সীমা থাকলেও তা সম্পন্ন হবে নিশ্চিত নয়। ব্রীজ নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% দেখানো হলেও মোট ৬১টি ব্রীজের মধ্যে ৩২টি সমাপ্ত হয়েছে, ৮টি চলমান রয়েছে এবং ২১টির এখনও কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। গাজীপুর অংশের ১৫টি ব্রীজ, ৫১ কিঃমিঃ রাস্তা ও প্লট পিলার নির্মাণের কাজ নৌবাহিনীকে দেয়া হয়েছে যা বাস্তবায়ন শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

ভূমি উন্নয়নের পরীক্ষনের জন্য ৮টি প্যাকেজের বিভিন্ন স্পটের আরএল টেস্ট করা হয়। এর মধ্য ৬টি প্যাকেজের ফলাফল সঠিক পাওয়া যায় অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের মধ্যে কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের নির্মিত/নির্মাণাধীন মোট ৪৬টি প্রধানসহ অন্যান্য tertiary এবং access রাস্তার মধ্যে ৫টি রাস্তার ডিসিপি (Dynamic Cone Penetrometer) টেস্ট করে রাস্তার বেজ টাইপের কম্পেকশন যাচাই করা হয় যাদের ৫ টির মধ্যে ৩টির গুণগতমান আশানুরূপ পাওয়া যায় এবং ২ টির ফলাফলে কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। লিংক রোড ও অভ্যন্তরীণ ১ টি রাস্তার বিটুমিনাস লেয়ারের এক্সট্রাকশন টেস্ট এলজিইডি ল্যাবরেটরীতে করা হয় এবং ফলাফল কাঙ্ক্ষিত পাওয়া যায়। রাস্তার কাজে ব্যবহৃত খোয়া, স্টোন চিপস, বালি, ইত্যাদির ACV (Aggregate Crushing Value) ও TFCV (Ten Percent Fine Value) পরীক্ষা এলজিইডি ল্যাবরেটরীতে করা হয় এবং ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মান কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। Gradation এবং Proportion টেস্টের ফলাফলেও কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। নির্মিত ২ টি সেতু এবং কুড়িল ফ্লাইওভারের ক্ষেত্রে হ্যামার টেস্ট এর মাধ্যমে কংক্রিটের স্ট্রেন্থ পরীক্ষা করা হয় এবং গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অনুযায়ী পাওয়া যায়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ছিলনা। স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পন্ন না করেই প্রকল্পের প্লট বিতরণ ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসী ও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘাত ঘটেছে। বর্তমান সরকার এ প্রকল্প বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কিছুটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে এবং বিভিন্ন অঙ্গের উন্নয়ন কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ফলে প্রকল্পকে কেন্দ্র করে প্রকল্প এলাকায় বিশাল আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড শুরু হয়েছে।

যদিও এ প্রকল্পটি ১৯৯ ৫ ইং সালে শুরু করার কথা ছিল কিন্তু তা অনুমোদনে ২০০৫ ইং সাল পর্যন্ত লেগে যায়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ১৯৯৫ ইং থেকে জুন ২০১৩ ইং পর্যন্ত ছিল যা পরবর্তীতে কেবল মাত্র সময় সংশোধিত হয়ে জুন ২০১৮ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ ২৩ বৎসরেও সমাপ্ত না হওয়ার বিলম্বের প্রধান কারণগুলো তুলে ধরা হলো- নির্ধারিত সময়ে ভূমির অধিগ্রহণ, দখল ও প্লট বরাদ্দের কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হওয়া; ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সমূহ যথা- গাজীপুর অংশের (প্রায় ২৫%) জমি অধিগ্রহণ ও দখল যথাসময়ে বুঝে না পাওয়ায়

(২০১২ ইং সনে পাওয়া যায়) প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিলম্বিত হওয়া; ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, দখল, প্লট বরাদ্দ ইত্যাদি কার্যক্রমে রাজউকের এস্টেট ও ভূমি শাখার আওতাধীন থাকায় প্রকল্প পরিচালক স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে ও স্বাধীনভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা; ক্ষতিগ্রস্থদের মামলার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম আদালতের আদেশে স্থগিত থাকা এবং পরিবেশ ছাড়পত্র সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত থাকা; প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে রাজউকের চেয়ারম্যান ও বোর্ডের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীলতা; আর্থিক Disbursement ক্ষমতা না থাকায় প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে না পারা; ১/১১ সময়কালীন সময়ে মালামাল পরিবহন ও অন্যান্য সমস্যার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ থাকা; ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে বার বার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার ফলে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ এবং ভূমি মালিকদের সাথে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সংঘর্ষ এবং মামলা মোকদ্দমার জট থাকা; প্রকল্পের শুরুর পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে অসম্মতি প্রদান করায় এ অঞ্জের বাস্তবায়ন বেশিরভাগ অসম্পন্ন; প্রকল্প কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কারিগরী জনবলের অপ্রতুলতা।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী পূর্বাচলের অধিবাসী সকল ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিক যেন পূর্বাচলে বসবাস করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আন্দোলন, হামলা ও মামলার কারণে প্রকল্প এলাকায় জরিপকারীরা সঠিক তথ্য নির্ভর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনি। ক্ষতিগ্রস্থরা এখন যেহেতু উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তাই রাজউক সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ কার্যক্রম পুনরায় পরিচালনা করা ও এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রকৃত তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। ক্ষতিগ্রস্থ প্লট প্রাপ্তদের প্লটের কাঠা প্রতি জমির মূল্য আরও কম হওয়া উচিত বলে ক্ষতিগ্রস্থরা দাবী করেছেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ন্যূনতম ৩১ শতক ভূমি অধিগ্রহণে জমির ক্ষতিগ্রস্থ মালিককে ৩ কাঠার প্লট দেয়া হলেও ক্ষতিগ্রস্থ যাদের ১০০ বিঘা জমি ছিল এমন ১০ সন্তানসহ বাবা-মাকে ১টি ৩ কাঠার প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজউকের পূর্নবিবেচনার জোড় দাবী রাখে।

সাধারণ ক্যাটেগরীতে প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত মালিককে প্লট বিক্রি করতে কোন জরিমানা দিতে হয় না অথচ ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকেরা তাদের বরাদ্দকৃত প্লট বিক্রি করতে গেলে কাঠা প্রতি ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়। এ বৈষম্য নিরসন করা দরকার। ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকগণের যাদের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ৩১ শতাংশের কম মালিকদের প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়নি। তারা রাজউকের নিয়ম অনুযায়ী প্লট বরাদ্দ লাভের অনুপযুক্ত হওয়ায় তাদের বহুতল ফ্ল্যাট করে সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্ল্যাট এর মালিকানা প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থরা প্রথমে আন্দোলন, মামলা ও হামলায় লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অনেকেই রাজউকের নির্ধারিত সময়ে প্লটের জন্য আবেদন করতে পারেননি বিধায় তাদেরকে পুনরায় আবেদনের সুযোগ করে দেয়া। ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আলাদা আলাদা জমির মালিকানার ক্ষেত্রে যদি পৃথকভাবে ৩১ শতাংশ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ হয়ে থাকলে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের নামেই আলাদা আলাদা প্লট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্থদের বরাদ্দ প্রাপ্ত সুবিধাজনক প্লটের আইডি পরিবর্তন করে কিছু সুবিধাভোগীদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলে ভুক্তভোগীদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বসত ভিটা ও অন্যান্য আবাদী/ অনাবাদী জমির মূল্য অধিগ্রহণকালীন সময় একই বাজার দর অনুযায়ী পরিশোধ করা হয় যা ক্ষতিগ্রস্থরা যৌক্তিক ও ন্যায্য হয়েছে বলে মনে করেন না। বসত ভিটা জমির মূল্য বৃদ্ধি করে তা পরিশোধ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থরা দাবী করেছেন। রাজউকের এস্টেট ও ভূমি শাখায় জমির আইডি, কিস্তি প্রদান, রেজিস্ট্রেশন, প্লট হস্তান্তর ইত্যাদি কর্মকান্ডে রাজউকের এক শ্রেণীর কর্মচারী ও দালাল চক্রের কাছে প্রায় সকল ধরনের প্লট মালিকগণ হয়রানির স্বীকার হয়েছেন বা প্রতিনিয়ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে রাজউকের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে হয়রানি বন্ধ করা দরকার। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত কবরস্থান, মসজিদ, প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদির ব্যাপারে রাজউকের দ্রুত এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক, এস্টেট ও ভূমি শাখা, রাজউকের চেয়ারম্যানের মধ্যে স্বার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন করা। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালককে প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ কর্তৃত্ব ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকল্প এলাকায় দ্রুত নাগরিক সুযোগ সুবিধাসমূহ (Utility Services) প্রদানপূর্বক মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়া (Township) শুরু হয়। প্রকল্পে পানি ও পয়ঃব্যবস্থার জন্য ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রথমে সম্মতি এবং পরবর্তীতে অপারগতা প্রকাশ করায় প্রাথমিকভাবে গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত কমন ইউটিলিটি ডাস্ট নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহে প্রচলিত বিদ্যুৎ খাম/পুলের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হলে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিস যথা-টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা। প্লট মালিকেরা পূর্বাচলে বসবাস শুরু করলে অচিরেই গভীর নলকূপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির ঘাটতি দেখা দিবে। তাই অতি দ্রুত ভূ-উপরিভাগ পানির শোধন ব্যবস্থা করে তা সরবরাহের প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা।

রাজউক প্রধানত: আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিভূক্ত। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি প্রচলিত আবাসন প্রকল্প থেকে ভিন্নতর। তাই পূর্বাচলের মত নতুন শহর প্রকল্প চয়ন ও বাস্তবায়নে বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বর্তমান সরকার প্রকল্পটিতে নতুন কারিগরী প্রযুক্তি সম্বলিত আধুনিক নগরায়ন সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। প্রস্তাবিত কমন ইউটিলিটি ডাস্ট নির্মাণ প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটিতে উন্নয়নের নতুন মাত্রা যুক্ত হতে যাচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম রাজউক পরিকল্পিত মেয়াদ জুন ২০১৮ ইং সালের মধ্যে সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। তবে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে রাজউকের সমন্বয় ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার। এমতাবস্থায়, রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে Exit Plan হিসেবে Master Plan তৈরী করে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বাস্তবভিত্তিক প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন কর্মসূচী প্রনয়নের মাধ্যমে রাজউকের সদস্য (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে প্রধান প্রকৌশলীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে Master Plan অনুযায়ী তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ও সমাপ্তকৃত কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যাতে প্রকল্প এলাকায় যথাশীঘ্র বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রথম অধ্যায় প্রকল্পের পটভূমি, বিবরণ ও উদ্দেশ্য

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

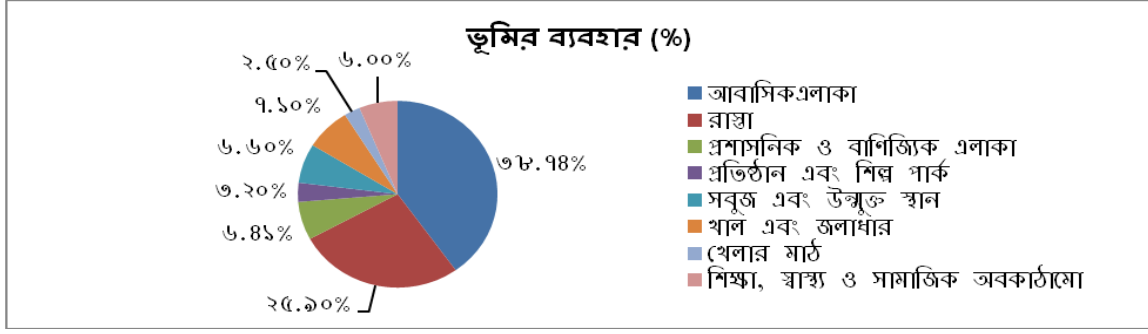
ঢাকা একটি মেট্রোপলিটন সিটি যা ব্যস্ততম ও অত্যাধিক জনবহুল মেগা শহরে পরিণত হয়েছে। বিবিএস ২০১১ এর তথ্য অনুসারে প্রায় ১.৫ কোটি (১,৪৫,৪৩,১২৪ জন) মানুষ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে চাকুরী, ব্যবসা, শিক্ষা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। এই বিশাল জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় ঢাকা শহরে আবাসন সুবিধা সম্পন্ন ভূমির পরিমাণ অপ্রতুল। ফলস্বরূপ, ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক স্থান দিনে দিনে অতিমাত্রায় জনাকীর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং সেইসাথে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। ঢাকা শহরের পাশ্ববর্তী এলাকায় পরিকল্পিত এবং স্থায়ী আবাসন সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে ঢাকার বিদ্যমান অপ্রতুল বাসভূমি উপর এই বিশাল জনগোষ্ঠির চাপ কমানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্যেই রাজউক কর্তৃক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ক) ঢাকা শহরের পাশের এলাকায় নতুন আবাসিক এলাকা সৃষ্টি করা।
- খ) পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- গ) পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ঘ) বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধান করা এবং
- ঙ) নতুন শহর উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করা।

১.৩ প্রকল্পের বিবরণ

পূর্বাচল নতুন শহর আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত দেশের সবচেয়ে বড় পরিকল্পিত আবাসন এলাকায় পরিণত হতে চলেছে। মূল প্রকল্প এলাকা ঢাকার উত্তর-পূর্ব দিকে ৬০৭৭.৩৬ একর জায়গা জুড়ে শীতলক্ষ্যা এবং বালু নদীর মধ্যবর্তী নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ থানা এবং গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। প্রকল্পের অংশ ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানায় কুড়িল ফ্লাইওভার এবং লিংক রোড নির্মাণ পূর্বক টাউনশিপ টিকে এয়ারপোর্ট রোড প্রগতি স্বরণী ক্রসিং থেকে ৮ (আট) লেন প্রসঙ্গ এক্সপ্রেস রাস্তার মাধ্যমে সংযুক্ত করেছে যার দূরত্ব মাত্র ৬.৮০ কি.মি. এবং এর আয়তন ১৫০ একর। সেখানে বিভিন্ন আকারের ২৬,০০০ টি আবাসিক প্লট, সব প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধাসহ ৬২,০০০টি অ্যাপার্টমেন্টের সুযোগ থাকছে। রাজউকের প্রচেষ্টা এলাকাটিকে পরিকল্পিত এবং সবধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন টাউনশিপ এলাকায় পরিণত করা। এতে প্রকল্প এলাকার ৩৮.৭৪% জমি আবাসিকের জন্য (সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ০.৫৩% সহ), ২৫.৯০% রাস্তার জন্য, ৬.৪১% প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিকের জন্য, ৩.২০% প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প পার্কের জন্য, ৬.৬০% সবুজ এবং উন্মুক্ত স্থানের জন্য, ৭.১০% খাল এবং জলাধারের জন্য, ২.৫০% খেলাধুলার জন্য এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবকাঠামো (মসজিদ-১৩.৯৮ একর, মন্দির-১.৪৫ একর, বুদ্ধমন্দির-০.৩৬ একর, মাজার-০.০৮ একর, কবরস্থান-১৭.০৫ একর, শ্মশান-০.৭৪ একর ইত্যাদি সহ) জন্য ৬.০০% ভূমি বরাদ্দের সংস্থান রয়েছে। ভূমির ব্যবহার নিম্নে পাই ছকে দেখানো হয়েছে।

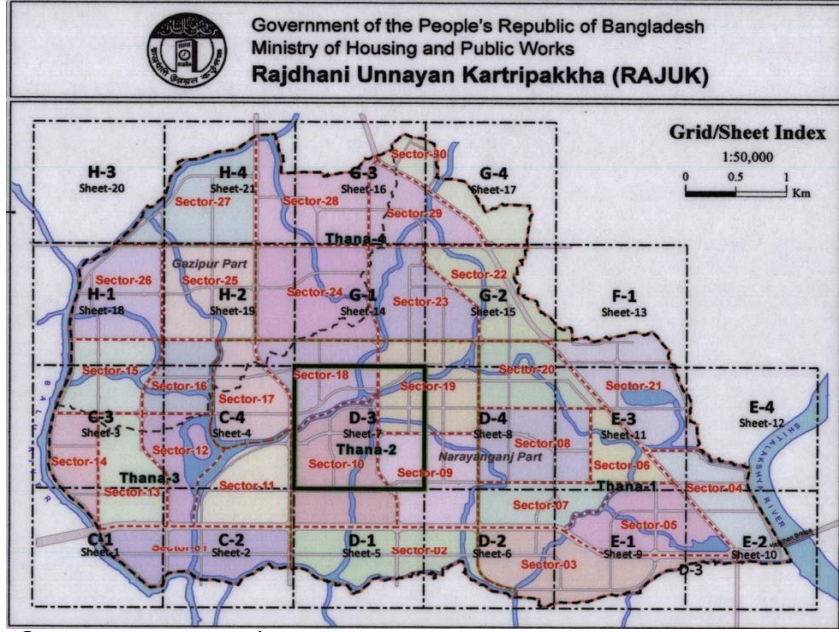


১.৪ প্রকল্প এলাকা

“পূর্বাচল নিউ টাউন প্রকল্প” ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে ১৬ কিমি দূরত্বে বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা এবং গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানায় অবস্থিত। সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নের সংশোধিত সময়সীমা জুলাই, ১৯৯৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৫। প্রকল্পের মোট জমির পরিমাণ ৬২৭৭.৩৬ একর। এর মধ্যে ৬০৭৭.৩৬ একর ৩০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ অংশে ভূমি উন্নয়ন কাজ ৪৫৭৭.৩৬ একর ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে এবং গাজীপুর অংশে অবশিষ্ট ১৫০০ একর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে শুরু হয়েছে। বাকী ১৫০ একরে ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানায় কুড়িল ফ্লাইওভার এবং লিংক রোড নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে।



চিত্র-১ : বাংলাদেশের আঞ্চলিক প্রকল্প এলাকা পূর্বাচল নতুন শহরের অবস্থান।



চিত্র-২: প্রকল্প এলাকা পূর্বাচল নতুন শহর

১.৫ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা

ডিটেইল ডিজাইন, ব্যয় নিরূপন, রোট রিশিডিউলিং ও অন্যান্য পরির্তনের কারণে প্রকল্পে (আরডিপিপি'তে) বর্ণিত প্রায় সকল অংশের পরিমাণ ও ব্যয় পরিবর্তিত হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা নিচের সারণীতে দেখানো হলো।

প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা :

অনুমোদন পর্যায় ও (অনুমোদন তারিখ)	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)		অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়)		
			মূল ডিপিপি তুলনায়	সর্বশেষ অনুমোদনের তুলনায়	জিওবি	প্র:সা:	রাজউকের নিজস্ব অর্থ
মূল অনুমোদন (তারিখঃ ২২/০২/২০০৫)	জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০১০	৩৩১১৭৪.৫০			-	-	৩৩১১৭৪.৫০
১ম সংশোধন (তারিখঃ ১৪/০৯/২০১০)	জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০১৩	৭৭৮২১৪.৫৭	১৩৪.৯৮%		-	-	৭৭৮২১৪.৫৭
১ম ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	জুলাই, ১৯৯৫ হতে জুন, ২০১৮	৭৭৮২১৪.৫৭	০%		-	-	

উৎস: TOR, ২০১৬

১.৬ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান কার্যক্রম

অংগ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প ব্যয়ের %
ভূমি অধিগ্রহণ	৫১,২৬৪.৩৬	৩.৬২%
ভূমি উন্নয়ন	৭০,৫৪৬.৬৯	৯.০০%
লেক ও জলাধার উন্নয়ন	১৮,৩৯০.৮৫	২.৪০%
রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, ব্রীজ নির্মাণ, স্কুল নির্মাণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	১,৩১,২৫২.২৬	১৬.৮৬%
লিংক রোড স্থাপন	৪৮,৫৬৬.৭০	৬.২০%
কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ	১৯,৪০১.০৭	২.৫%
বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ	৮৪,১৬২.০২	১০.৮১%

১.৭ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি এবং আরডিপিপি অনুযায়ী)

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে দেয়া হলো:

বাজেট হেড/অর্থনৈতিক কোড	কোড বর্ণনা	একক	অরিজিনাল ডিপিপি		রিভাইজড ডিপিপি	
			ফিজিকাল পরিমাণ/একক	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ফিজিকাল পরিমাণ/একক	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
				রাজউকের নিজস্ব ফান্ড		রাজউকের নিজস্ব ফান্ড
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব উপাদান						
৪৮৭৪	জরিপ, পরিকল্পনা ও পরামর্শক	LS	LS	৭০০.০০	LS	৩,০৮৮.৫৯
৪৫০০	মানবশক্তি			২৬৪.৪২		১,৬৯২.১০
৪৮৪০	প্রশিক্ষন (লোকাল ও বাহির)	LS	LS	০.০০	LS	৫০০
৪৮০০	কন্টিজেন্সি			১,০০০.০০		১৬,১৫৪.৪৫
৪৮৪৮	ওভারহেড			৪,৩৯৫.৫৮		৩২,৩০৮.৯০
				৬,৩৬০.০০		৫৩,৭৪৪.০৪
(খ) মূলধন উপাদান						
৬৯০১	জমি অধিগ্রহণ ও স্ট্রাকচার ক্ষতিপূরণ	একর	৬১৮৬.২৭	৪৫,৯৬৪.৯৮	৬২১৩.৫৩	৫১,২৬৪.৩৬
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি. (লক্ষ)	৫১৬.৮৬	৮০,৫০৫.৮৩	৪৫৩.৩০	৭০,৫৪৬.৬৯
৭০৪১	হ্রদ ও খাল উন্নয়ন	একর	৪৮১.০৬	২,৫৭২.২৭	৪৭৭.২০	১৮,৩৯০.৮৫
৭০২১	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩৯২.১০	৪৯,৯৯৭.৪৬	৩১৯.২৮	১৭০,৫৮৮.৯৬
৭০২১	পূর্বাচল সংযোগ সড়ক নির্মাণের	কিঃমিঃ	৬.৪৮	২,৬১২.৭৭	১৩.৩৩	৪৮,৫৬৬.৭০
৭০২৬	কুড়িল ফ্লাইওভারের নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩.১০	৩০,০০০.০০	৩.১০	১৯,৪০১.০৭
৭০৪১	পৃষ্ঠ ডেন এবং ক্রস ডেন নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩০৫.৭৫	৩০,৯৭১.১৫	৩১৯.২৮	২৯,৯৮৫.৮২
৭০২১	কেন্দ্রীয় দ্বীপের নির্মাণ	কিঃমিঃ	৮৮.৪০	২,৪৩৩.৯০	১৫২.৬১	৫,৩৪৬.৮৫
৭০২১	ফুটপাথ নির্মাণ	কিঃমিঃ	৫৯৬.৩১	৪,৩৯৯.৪৯	৩০৫.২২	২৪,৭০৭.৪৫
৭০৮১	সীমান্ত্ত নির্মাণ	৫ টি	৬৫০.০০	২৯.০৮	২৫০০.০০	৯৪.৬৮
৭০৮১	চক্রান্ত স্তম্ভটির নির্মাণ	৫ টি	২১২৬৭.০০	৫০.৭৭	৭৫০০০.০০	১,৫০৯.৭৫
৭০২৬	সেতু নির্মাণ	৫ টি	৩৫.০০	১৬,৯৭৬.১৪	৬২.০০	৪৪,৭৫৫.৩৫
৭০২৬	গ্রেড আসন নির্মাণ	৫ টি	০.০০	০.০০	৩.০০	৫,২১৮.০২
৭০২৬	আন্ডারপাস নির্মাণের	৫ টি	১৬.০০	৪,৬৫৩.০২	৯.০০	১,০০৪.৫৮
৭০৪১	স্লুইস গেট নির্মাণ	৫ টি	৯.০০	১,৩৫০.০০	৭.০০	১,৯৮৪.৩৪
৭০৮১	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	কিঃমিঃ	৪.৫০	৩,৫৪০.৫৪	৫.২০	৩,৪০৬.৪৬
৬৮৪৫	বৈজ্ঞানিক প্রথায বৃক্ষগুল্যাদির চাষ	৫ টি	১২২০৩৪.০০	২১৮.৩৯	২০০০০০.০০	৮২৪.৪
৭০০৬	অফিস নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	৪০০.২১	১৭৮.২৯	২৪০৯.৬৮	৫৪৯.৮৪
৭০১৬	পুলিশ ও আনসার বারাক নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	০.০০	০.০০	২৬৭৬.৬০	৪৬৮.১
৭০১১	স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	৩৯০৩.৩৪	৮৯৪.৫৩	৩৯০৩.৩৪	৭,৩৭৫.৯৮
৭০১৬	মসজিদ নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	৯২১.৯৩	২৯২.২০	১১৫২.৪২	৩৬৬.৫২
৭০১৬	স্কুল নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	০.০০	০.০০	৬৬৯১.৫০	১,৩০০.২৭
৭০৫৬	রাস্তার আলো ইনস্টলেশন	কিঃমিঃ	৪২০.৭১	৪,২৮৭.৩৬	৩২৬.১৯	১৩,৭০৯.৭৭
৭০৫৬	বৈদ্যুতিকরণ	LS	বিস্তারিত অনুমান	৬,৮০২.১৬	বিস্তারিত	১৬,৫৫৪.৫৩

বাজেট হেড/অর্থনৈতিক কোড	কোড বর্ণনা	একক	অরিজিনাল ডিপিপি		রিভাইজড ডিপিপি	
			ফিজিকাল পরিমাণ/একক	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ফিজিকাল পরিমাণ/একক	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
				রাজউকের নিজস্ব ফান্ড		রাজউকের নিজস্ব ফান্ড
			বর্ণনা		অনুমান বর্ণনা	
৭০৫৬	বিদ্যুৎকেন্দ্র ইনস্টলেশন	MW		০.০০		০
৭০৪৬	পানি সরবরাহ সিস্টেম ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	১৩,০৯৮.২৭	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	১৩,০৯৮.২৭
৭০৪৬	নর্দমা সিস্টেম ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	০.০০	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	০
৭০৪১	ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	০.০০	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	২৪,৭৯০.০০
৭০৮১	গ্যাস সরবরাহ সিস্টেম ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	৪,৯১৭.৮৯	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	২৯,৭১৯.২২
৭০৫১	টেলিযোগাযোগ	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	০.০০	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	০
৭০৪১	উপযোগ সেবা নালী নির্মাণ	কিঃমিঃ		০.০০		৬৯,৭৮৫.০০
৬৮১৯	যানবাহন ও সরঞ্জাম	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	৪৮৩.৪০	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	৯,১৪৭.৮০
৬৮২১	অফিসের আসবাবপত্র	LS	LS	৭৫.০০	LS	২০০
৭০৮১	সড়ক ও কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার	LS	LS	০.০০	LS	৭,৫০০.০০
	আইডিসি			৯,৭৪৮.২৫		০
সাব-টোটাল (মূলধন উপাদান)				৩১৭,০৫৩.১৪		৬৯২,১৬১.৬৩
(গ) ফিজিকাল কন্ট্রোল				০.০০		১২,৯২৩.৫৬
(ঘ) মূল্য কন্ট্রোল				৭,৭৬১.৩৬		১৯,৩৮৫.৩৪
				৩৩১,১৭৪.৫০		৭৭৮,২১৪.৫৭

উৎস: পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের RDPP, ২০১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি ও কার্যপদ্ধতি

২.১ ভূমিকা (Introduction)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থার তথ্য পাওয়া যায়। কোন চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়নজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে আইএমইডি তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করে এবং সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা পরিবীক্ষণের মাধ্যমে আইএমইডি প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগতমান এবং ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে।

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি অর্থবছর আইএমইডি পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজউক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প (১ম সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আইএমইডি'র এ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এম আর কনসালট্যান্টস্ (MRC) কে বর্ণিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক ফার্ম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করার লক্ষ্যে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পরিচিতি সভা এবং একই তারিখে প্রধান (শিল্প ও শক্তি সেক্টর) এবং পরিচালক (পূর্ত) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭-এর সাথে পরামর্শক ফার্ম এম আর কনসালট্যান্টস্ এর ০৪ (চার) মাস মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি সম্পাদনের পর পরামর্শক ফার্মের সমীক্ষা টিম চুক্তি মোতাবেক কাজের পরিধি, উদ্দেশ্য ও বর্ণিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত ও তা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শিল্প ও শক্তি সেক্টরের প্রধান, পরিচালক (পূর্ত), সহকারী পরিচালকসহ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হন। উক্ত সভার পর প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে সমীক্ষা টিমকে ডিপিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়। আইএমইডি এবং প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে সমীক্ষা টিম উল্লিখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য অনুসরণীয় কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী ও চেকলিস্ট (সংযুক্তি -২) স্তর অনুযায়ী সম্পন্ন করে প্রতিবেদনটির শেষাংশে পরিশিষ্ট আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য (Objective)

- ক) অনুমোদিত RDPP অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনার মাধ্যমে যাচাই করা;
- খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে কিনা তা প্রকল্পের কার্যাবলী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা; এবং
- গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি (TOR)

- ✓ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসংগিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

- ✓ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ , সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;
- ✓ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য , কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর , উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য , কার্য ও সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ✓ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব , পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ , পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
- ✓ প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
- ✓ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
- ✓ আইসিটি সেবা সারাদেশে সম্প্রসারিত করে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যে আইসিটি সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা পর্যালোচনা কিনা তা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
- ✓ প্রকল্পের সম্ভাব্য Exit Plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ✓ পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
- ✓ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের পদ্ধতি

২.৪.১ কারিগরী পদ্ধতি (Technical Approach)

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য সকল কার্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও টার্মস অফ রেফারেন্স-এ উল্লিখিত কর্মপরিধির আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সমীক্ষার কারিগরী পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় সমীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয় যথাঃ

- (১) বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;
- (২) জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ;
- (৩) সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;

২.৪.২ বিশ্লেষণগত ফ্রেমওয়ার্ক (Analytical Framework)

নিবিড় পরিবীক্ষণে নির্দিষ্টকৃত নির্দেশকসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের Input-Output Framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যাগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় | প্রাপ্ত তথ্যসমূহ

SPSS ও MS Excel ডাটাবেস এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ।

২.৪.৩ সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)

সমীক্ষা কাজটি সম্পাদনের জন্য টার্মস অব রেফারেন্স-এ প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহীত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ও ক্রমানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কার্যক্রম যুগোপভাবে সম্পাদিত হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নিম্নে বর্ণিত হয়েছে এবং চিত্র-৩-এ দেখানো হয়েছে।

প্রথম ধাপঃ

এ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সমীক্ষা সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশক নির্বাচন, তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, সমীক্ষা এলাকায় নমুনা নির্ধারণ ও বিভিন্ন প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপঃ

এই ধাপে মাঠ পর্যায়ের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ও তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলি ও ছকের উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রদত্ত মতামত/পরামর্শ অনুসরণে প্রশ্নাবলি ও ছক চূড়ান্তকরণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

তৃতীয় ধাপঃ

এই ধাপে তথ্য সংগ্রহকারীগণ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। পরামর্শক সমীক্ষা টিম কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের তদারকি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে দৈবচয়নের (Random) ভিত্তিতে নির্বাচিত স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং রাজউক হতে সুনির্দিষ্ট তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

চতুর্থ ধাপঃ

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত সংশোধনের পর সেগুলো সাংকেতিক নাম্বার প্রদান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কম্পিউটারে ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ এবং প্রাপ্ত ফলাফল টেবিল আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম ধাপঃ

এই ধাপে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং পর্যালোচনার জন্য আইএমইডির নিকট দাখিল করা হয়। খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটি, স্ট্রিয়ারিং কমিটি-এর সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হবে। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/ পরামর্শ/ সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হবে।

তথ্যাদি পর্যালোচনা

- প্রকল্প দলিল (আরডিপিপি) ও অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনা
- মূল্যায়ণ ও অন্যান্য বাস্তবায়নাত্মক সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা
- বাস্তবায়িত/কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রস্তুতিমূলক কাজ

- তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুতকরণ
- তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- নমুনা সমীক্ষা এলাকা ও তথ্য প্রদানকারী নির্বাচন
- আইএমইডি'র মতামত/পরামর্শ অনুসরণে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছক চূড়ান্তকরণ ও মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ
- কর্মপদ্ধতি চূড়ান্তকরণ

তথ্য সংগ্রহ ও অবকাঠামো যাচাইকরণ

- মাঠ পর্যায়ে হতে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছকের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অবকাঠামো যাচাইকরণ
- সমীক্ষা পরিবীক্ষণের/ তথ্য সংগ্রহ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করণে সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনকরণ এবং সংগৃহীত তথ্য সম্পাদনাকরণ/ যাচাইকরণ

সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ

- সংগৃহীত তথ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন
- কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি ও সংকলন
- তথ্যের ভুলত্রুটি সংশোধনকরণ
- তথ্যের বিশ্লেষণ ও ডাটা-টেবিলে উপস্থাপন

প্রতিবেদন প্রণয়ন

- খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- খসড়া প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি-র টেকনিক্যাল কমিটি-এর মতামত গ্রহণ
- টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- ২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনকরণ
- কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ অনুসরণে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও দাখিলকরণ।

চিত্র-৩: নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজের ধারণা

২.৫ কর্মপদ্ধতি (Methodology)

এ অধ্যায়ে সমীক্ষার নমুনা এলাকা নির্দিষ্টকরণ, নির্দেশক নির্বাচন, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা নির্বাচন, সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা ও ছক তৈরী ও প্রশ্নমালা ও ছক ব্যবহারের কৌশলগত পদ্ধতি, সমীক্ষা পরিকল্পনা, সংগৃহীত তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

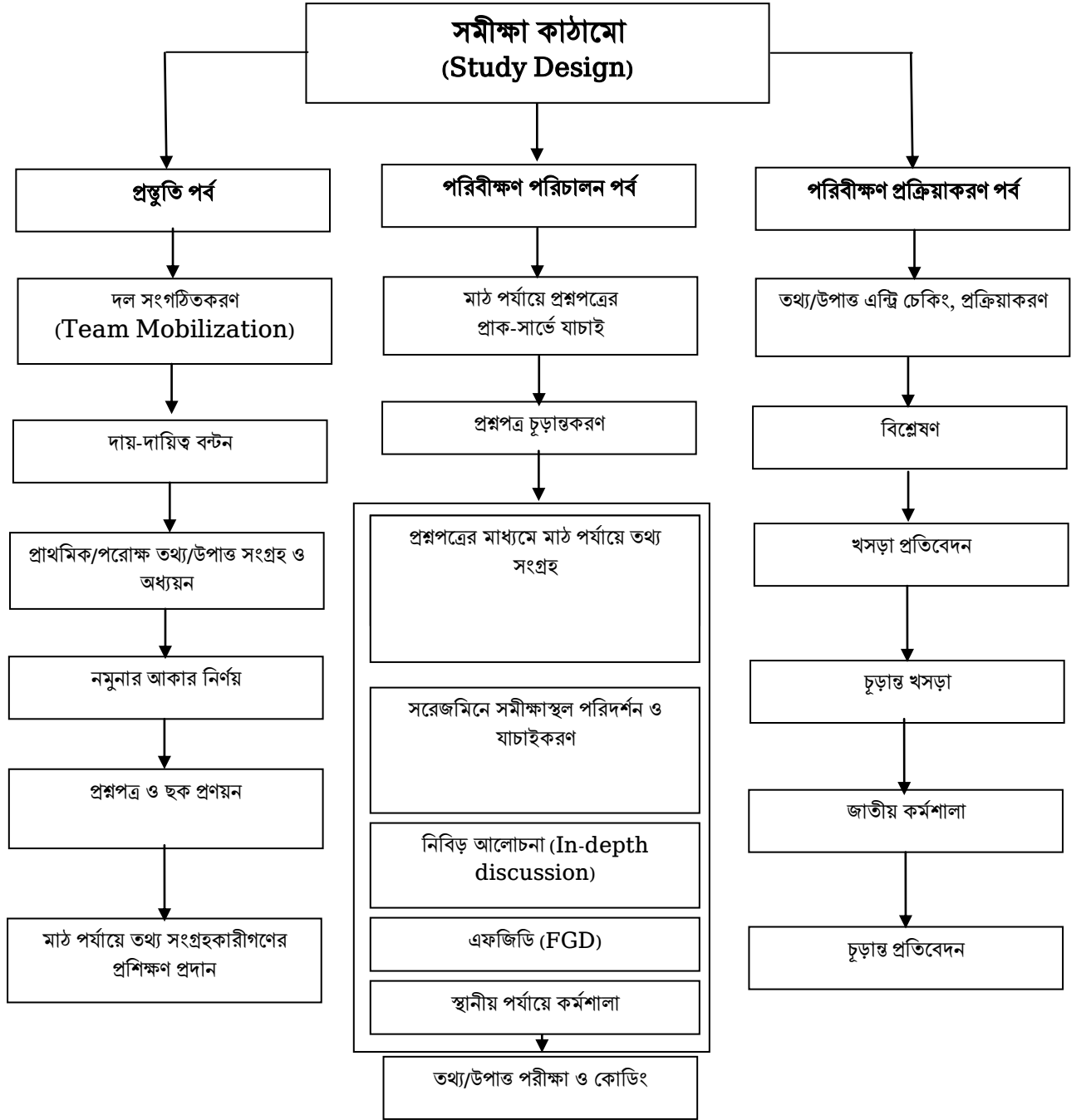
২.৫.১ প্রকল্পে দলিলাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত এবং প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারী তথ্যের জন্য প্রকল্পের দলিলাদি ও কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়। ফার্মের সমীক্ষা টিম কর্তৃক প্রকল্পের ডিপিপি ও অন্যান্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া রাজউক হতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে যা নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের শেষ সময় পর্যন্ত চলমান থাকবে।

২.৫.২ সমীক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি সম্পাদনের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা (Questionnaire), ছক, সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা/চেকলিষ্ট Key Informants Interview (KII) ও এফজিডি এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন (Physical Observation) করে পরামর্শক টিম প্রকল্পের অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। সমীক্ষা কাজ মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যাতে বিভিন্ন কাজের বর্ণনা ও সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সূচির উল্লেখ করা হয়।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম মোট তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বের অধিনস্থ ধাপগুলো চিত্র-৪ এর মাধ্যমে পরের পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।



চিত্র-৪: সমীক্ষা কাঠামো

২.৫.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভূমিকার সঙ্গে তার কাঠামো/পরিকল্পনা তথা ডিপিপিতে বর্ণিত বিষয়সমূহের চলক (Variable) ও নির্দেশকের (Indicator) মান তুলনার মাধ্যমে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সফলতা ও তার উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নির্ভর করে বাস্তবায়ন সফলতার উপর। সমীক্ষার শর্তাবলী (TOR) পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত দুইটি পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়ঃ

পরিবীক্ষণের প্রকৃতি	পরীক্ষণীয় বিষয়/চলক/নির্দেশক	উৎস	পদ্ধতি
প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের নিবিড় পরিবীক্ষণ	ক) প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ সমূহ বাস্তবায়নের সময় ও অবস্থা	রাজউক ও আইএমইডি	প্রতিবেদন পর্যালোচনা
	খ) পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের উপকরণসহ যাবতীয় মালামাল, জনবল, সেবাসহ অন্যান্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়মত সংগৃহীত হয়েছে কিনা	রাজউক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	কেআইআই
	গ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত PPR ও প্রযোজ্য গাইড লাইন প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা	রাজউক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	কেআইআই
	ঘ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য, জনবল ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা	রাজউক, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	কেআইআই ও পর্যবেক্ষণ
	ঙ) প্রকল্পের অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা, এবং কাজের গুণগত মান ও অনুসরণযোগ্য উপাদান	রাজউক ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	কেআইআই ও পর্যবেক্ষণ
	চ) প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ	স্টেক হোল্ডারগণ	কর্মশালা, কেআইআই, এফজিডি ও খানা জরিপ
	প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ	১. জমি অধিগ্রহণ	রাজউক ও জেলা প্রশাসন
২. ক্ষতিপূরণ		রাজউক	কর্মশালা, কেআইআই, এফজিডি ও খানাজরিপ
৩. প্লটের সংখ্যা		রাজউক	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদন
৪. প্লট হস্তান্তর		রাজউক	কেআইআই, এফজিডি, কর্মশালা ও জরিপ, সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদন
৫. প্লট বিতরণ প্রক্রিয়া		রাজউক	কেআইআই, এফজিডি, কর্মশালা ও জরিপ, সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদন
৬. প্লট সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা		রাজউক	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদন
৭. ভূমি উন্নয়ন		রাজউক, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ
৮. লেক ও খাল উন্নয়ন		রাজউক, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ
৯. রাস্তা নির্মাণ, ডেন নির্মাণ, ব্রীজ নির্মাণ, স্কুল নির্মাণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ		রাজউক, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদন ও পর্যবেক্ষণ
১০. লিংক রোড স্থাপন		রাজউক, মাঠ	কেআইআই ও পর্যবেক্ষণ

পরীক্ষণের প্রকৃতি	পরীক্ষণীয় বিষয়/চলক/নির্দেশক	উৎস	পদ্ধতি
		পর্যায় পর্যবেক্ষণ	
	১১. কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং	রাজউক, মাঠ পর্যায় পর্যবেক্ষণ	কেআইআই ও পর্যবেক্ষণ
	১২. বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ ও	রাজউক, মাঠ পর্যায় পর্যবেক্ষণ	কেআইআই ও পর্যবেক্ষণ
	১৩. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ	রাজউক, মাঠ পর্যায় পর্যবেক্ষণ	কেআইআই ও পর্যবেক্ষণ

উপরে বর্ণিত পরীক্ষণীয় বিষয়/চলক/নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ ও যথাযথ বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা ডিপিপি/আরডিপিপিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে তুলনার মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরীক্ষণ করা হয়।

২.৫.৪ নিবিড় পরীক্ষণের জন্য প্রশ্নমালা ও ছক

প্রকল্পের কার্যক্রম, নিবিড় পরীক্ষণের উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশকের ওপর ভিত্তি করে নিবিড় পরীক্ষণের জন্য পরামর্শক দল কর্তৃক নিম্নে লিখিত প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুত করা হয় (সংযুক্তি-২)।

- ✓ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইড লাইন
- ✓ নিবিড় আলোচনা (KII) প্রশ্নমালা
- ✓ খানা জরিপ প্রশ্নমালা
- ✓ অঙ্গাভিত্তিক পরীক্ষণ ছক
- ✓ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষণ ছক
- ✓ ভৌত ও অন্যান্য কাজের অগ্রগতি পরীক্ষণ ছক

প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষার কাজ তথ্য সংগ্রহকারী দ্বারা প্রশ্নমালা ও ছক পূরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নমালা ও ছকে প্রকল্পের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও নির্দেশক অনুযায়ী বিভিন্ন সেকশন রয়েছে। রাজউক হতে সংগৃহীত প্লট মালিকদের তালিকা হতে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নমুনা সংখ্যক প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রকল্পের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও নির্দেশক অনুসারে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনের (Physical Observation/ Verification) মাধ্যমে পরামর্শক টিম কর্তৃক প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়।

২.৫.৫ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি এবং নমুনা সংখ্যা

২.৫.৫.১ পরিমাণগত পদ্ধতি

নমুনার আকার নির্ধারণ :

খানা জরিপের জন্য ন্যূনতম খানার সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বহুল ব্যবহৃত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

$$n = p(1 - p) \left(\frac{Z}{e} \right)^2$$

n= নির্ণিত নমুনার আকার

p= প্রকল্প এলাকার সুবিধা ভোগীর অনুপাত (proportion)

Z= ৯৫% দৃঢ়তার মাধ্যম (level of confidence) পরিমিত স্বাভাবিক চলকের (standard normal variable) মান।

e= গ্রহণযোগ্য ভুলের পরিমাণ।

সাধারণভাবে বিভিন্ন সমীক্ষার ক্ষেত্রে $e=5\% = 0.05$ ধরায় $z=1.96$ ধরা হয়। এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তার সাথে আলাপ করে p এর ব্যাপারে ধারণা পাওয়া গেছে যে মোটামুটি বেশিরভাগ লোকই প্লট বুঝে পেয়েছেন। সুতরাং নমুনার আকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে $p=0.95$ ধরা হয়েছে।

সুতরাং p, z এবং e এর মান বসিয়ে আমরা পাই

$$n = 0.95(1 - 0.95) \left(\frac{1.96}{0.05}\right)^2$$

$$= 288$$

এক্ষেত্রে পরিমাণগত সমীক্ষার জন্য ৩০০ টি খানা নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করে জরিপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

স্তরিত দৈব নমুনায়নের (stratified sampling) মাধ্যমে খানা পরিবার বাছাই করা হয়েছে। স্তরিকরণের (stratification) ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকায় প্লট প্রাপ্তদের ও ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

ছক: নমুনা সংখ্যার বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস

স্তর	মোট সংখ্যা	নমুনা সংখ্যা	নমুনা সংখ্যা/মোট সংখ্যা (%)	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ
অবাসিক প্লট মালিক	১৮৩৪২	১৫০	৫০.০০%	কাঠামোগত খানা জরীপ প্রশ্নমালা
স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক	৫৬৯৪	৯০	৩০.০০%	
সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক	৯৮০	২০	৭.০০%	
স্থানীয় ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক, যারা প্লট নেননি বা পাননি	২৩৪৬	৪০	১৩.০০%	
সর্বমোট	২৭৩৬২	৩০০	১০০.০০%	

২.৫.৫.২ গুণগত পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণে গুণগত সমীক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ে নমুনা নির্বাচন করা হয়। খানাভিত্তিক নমুনা ছাড়াও নীচের উত্তরদাতাবৃন্দের নিকট থেকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় যা নীচের টেবিলে প্রদর্শিত হল :

ক্র:নং	পদ্ধতি	পরিমাণ	উত্তরদাতা
১	প্রতিবেদন পর্যালোচনা	প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট	ডিপিপি, বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, বিভিন্ন রিপোর্ট, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন ইত্যাদি
২	নিবিড় আলোচনা (কেআইআই)	৮	পিডি, এপিডি, পিএম, এস্টেট, রাজউক
		৩	পূর্বাচল সাইট অফিস
		৬	ডিওয়াসা, পিডিবি, তিতাস, বিটিসিএল ইত্যাদি
		১২	প্রকল্প পরামর্শক ও ঠিকাদার
		১১	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ
৩	এফজিডি	৫	প্লট মালিক, সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক, স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক, ক্ষতিগ্রস্ত (যারা প্লট পায়নি/নেয়নি) এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার
৪	পর্যবেক্ষণ	৫৬	মাঠ পর্যায়ে অঙ্গভিত্তিক কাজের পর্যবেক্ষণ
৫	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১	প্লট মালিক, ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক, স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক, ক্ষতিগ্রস্ত (যারা প্লট পায়নি/নেয়নি) এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডার
৬	জাতীয় পর্যায়ে	১	আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণ

কর্মশালা		
----------	--	--

২.৫.৬ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ

তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগঃ পরামর্শক সংস্থাকে সহায়তা ও প্রকল্প থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী আবশ্যিক হওয়ায় পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত ৮(আট) জন অভিজ্ঞ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয়। যারা তথ্য সংগ্রহকারী (Enumerator) হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন তারা সবাই তথ্য সংগ্রহকাজে দক্ষ।

তথ্য সংগ্রহকারী প্রশিক্ষণঃ তথ্য সংগ্রহের কাজ যেন নির্ভুল/ত্রুটিমুক্ত হয় সে লক্ষ্যে নির্বাচিত তথ্য সংগ্রহকারীগণকে পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক ২ (দুই) দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় (১দিন মাঠে অনুশীলনসহ)। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য- নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের বিষয় এবং প্রশ্নপত্র ও গাইডলাইনে ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে একই ধারণা প্রদান করা।

তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়ঃ

- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি এবং উদ্দেশ্য
- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি (TOR)
- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের পন্থা ও পদ্ধতি (Approach & Methodology)
- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের প্রশ্নপত্র, ছক ও গাইডলাইন (Questionnaire & Guideline)
- ✓ উত্তরদাতার শ্রেণীবিন্যাস
- ✓ নমুনায়ন
- ✓ উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করার ধরন
- ✓ তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি এবং ধরন
- ✓ উত্তর লিপিবদ্ধকরণ

২.৫.৭ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ

প্রশ্নপত্র, ছকপূরণ ও সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ক) প্রশ্নপত্র সমীক্ষা/সংখ্যাগত তথ্য (Sample Household Survey / Quantitative Data)

প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ও সুবিধাভোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণের দ্বারা নমুনা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়। সর্বমোট ১৫৭ জন স্থানীয় ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক এবং ১৫১ জন লটারীতে প্লট প্রাপ্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণ করে নমুনা জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

খ) সাক্ষাৎকার (KII)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটির জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পিডি, ডিপিডি, পিএম, এস্টেট শাখা, পূর্বাচল সাইট অফিস, ডিওয়াসা, পিডিবি, তিতাস, বিটিসিএল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প পরামর্শক, ঠিকাদার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এর সাথে মোট ৪০ টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নিবিড় আলোচনা করা হয়।

গ) এফজিডি (FGD)

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে স্থানীয় ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক, লটারীতে প্লট প্রাপ্তদের এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মোট ৫টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রতি এফজিডিতে ১০ থেকে ১২ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। প্রতি টিমে ১ জন সঞ্চালক এবং ১ জন রিপোর্টার ছিলেন।

ঘ) অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ছক ব্যবহার করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জরিপের প্রকৃতি ও ধরণ চিহ্নিত করে বিভিন্ন চেকলিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালক ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অফিস ও সহযোগী সংস্থার অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ঙ) অঙ্গাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ (Physical Verification/Monitoring)

প্রকল্পের ৩০টি সেক্টরের ১৫টি সেক্টরে তথা ৫০% এলাকার অঙ্গসমূহের কার্যাদি মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এর কথা থাকলেও পরামর্শক টিম কর্তৃক সর্বমোট ২২টি সেক্টরে তথা প্রকল্পের ৭৩ .৩% এলাকার অঙ্গসমূহের কার্যাদি মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। উল্লেখিত প্রধান অঙ্গসমূহ এবং অন্যান্য অংগ থেকে সর্বমোট ৫৬ টি অবস্থানে মাঠ পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য কাজের পরিবীক্ষণসহ বিভিন্ন অংগের ১৮টি ল্যাব টেস্ট এবং ভূমি উন্নয়নের ৮টি প্যাকেজের RL চেক করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কাজ পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর পরামর্শকদল কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় (পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে)।

- হ্যামার টেস্টের মাধ্যমে কংক্রিটের (পায়ার ও গার্ডার) Strength পরীক্ষা;
- ডিসিপি টেস্টের মাধ্যমে বিটুমিনাস রাস্তার কম্প্যাকশন পরীক্ষা;
- এছাড়াও এক্সট্রাকশন টেস্ট ও Gradation টেস্টের মাধ্যমে ব্যবহৃত মালামালের শ্রেণী ও মান যাচাই;
- ACV টেস্ট ও TFV টেস্টের মাধ্যমে রাস্তায় ব্যবহৃত মালামালের গুণাগুণ যাচাই;
- Proportion টেস্টের মাধ্যমে রাস্তায় ব্যবহৃত মালামালের অনুপাত যাচাই;
- RL পরীক্ষার মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কাজ এর পরিমাপ ও যাচাই;

দৈবচয়নের ভিত্তিতে অঙ্গসমূহ থেকে নিম্নলিখিত ৫৬ টি অবস্থানে কাজের পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিবীক্ষণ/ পরীক্ষণ সংখ্যা
১	ভূমি উন্নয়ন	৮
২	লেক ও খাল	২
৩	রাস্তা, ডেন এবং রোড আইল্যান্ড	১৫
৪	ব্রীজ	১১
৫	স্কুল	১
৬	লিংক রোড, আন্ডারপাস ও স্কেইস গেট	৫
৭	কুড়িল ফ্লাইওভার	৬
৮	বিদ্যুৎ সরবরাহ	৪
৯	প্লট পিলার ও রোড ডিমার্কেশন পিলার	২
১০	সাইট অফিস	১
১১	নদী তীর উন্নয়ন	১
	মোট	৫৬

২.৫.৮ সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরামর্শক দল কর্তৃক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল , প্রকল্পের সংকলিত প্রতিবেদন , অগ্রগতি প্রতিবেদন ও পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন প্রকল্প অফিস থেকে সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়।

২.৫.৮.১ ক্রয় কার্যক্রম পরিবীক্ষণঃ

প্রকল্পের পূর্তকাজ, মালামাল এবং সেবা ক্রয় বিষয়ে পরিকল্পনা ও তদানুযায়ী প্রকৃত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়। ক্রয় সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ পূর্বক পর্যালোচনা করে মতামত প্রণয়ন করা হয় (বিস্তারিত ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে)।

২.৫.৯ সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

জরিপের তথ্যাবলী যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে কারণে তথ্য সংগ্রহের প্রতিটি পর্যায়ে যেমন- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন , তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, মাঠ ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সমীক্ষা দল কর্তৃক প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পরে আইএমইডি 'র সাথে আলোচনা ও মাঠ পর্যায়ে প্রাক-যাচাই করণের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই তাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, দক্ষ মাঠ ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

২.৫.১০ সংগৃহীত তথ্যের ব্যবস্থাপনা এবং পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পর তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মাঠ পর্যায়েই সংগৃহীত তথ্যসমূহের প্রয়োজনীয় ভুল-ত্রুটি (যদি থাকে) সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে পুরণকৃত প্রশ্নপত্রসমূহ ও অন্যান্য তথ্যাদি পরামর্শকের নিকট প্রদান করা হয়। পরামর্শক সমীক্ষা টিম কর্তৃক পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের মধ্যে হতে দৈবচয়নের (Random) ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করা হয়। প্রশ্নপত্রে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে তা তথ্য সংগ্রহকারীদের সংশোধনের জন্য দেয়া হয় এবং প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে হতে পুনরায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এভাবে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সংগৃহীত তথ্যাদি SPSS ও MS Excel ডাটাবেস এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয় এবং SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। সংগৃহীত তথ্যাদির পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ শেষে প্রাপ্ত ফলাফল টেবিল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২.৫.১১ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা প্রকল্পের সাইট অফিস (সেক্টর-৪) আয়োজন করা হয় যাতে আইএমইডি, রাজউক ও প্রকল্পের প্রতিনিধি এবং প্লট মালিক, ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক, স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক, ক্ষতিগ্রস্ত (যারা প্লট পায়নি/নেয়নি), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সকল স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত করার পরে , আইএমইডি, প্রকল্প কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আইএমইডিতে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হবে যাতে তাদের চূড়ান্ত ফিডব্যাক গ্রহণ করা যায়। আইএমইডি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালাটির আয়োজন ও অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। কর্মশালার পরে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হবে এবং মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হবে। মুদ্রণ শেষে তা যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া হবে।

২.৬ প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের উদ্দেশ্যে কার্যপরিধি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি, সময়কাল এবং প্রকল্পের কার্যাবলীর সঙ্গে সমন্বয় করে বাস্তবমুখী একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। কার্য-পরিকল্পনা প্রকল্পের মূল কার্যাবলী সমূহের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন- প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন সমূহ/ম্যাপ সংগ্রহ, প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ভৌত কাজসমূহের (বাস্তব এবং আর্থিক) অগ্রগতি এবং গুণাগুন, প্রকল্পের আওতাধীন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পর্যালোচনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর পর্যালোচনা, সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত বিষয়াদি নিরুপণ, লব্ধ তথ্য, উপাত্ত ও মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা এবং মন্তব্য প্রণয়নসহ প্রতিবেদনে যাবতীয় বিষয়াদি আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান সমীক্ষার জন্য প্রধান কার্যাবলীসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- আইএমইডি'র সাথে পরিকল্পনা সভা/বৈঠক
- প্রকল্পের বিভিন্ন প্রতিবেদন, নীতিমালা, বিজ্ঞপ্তি, আইন, অধ্যাদেশ সংগ্রহ ও পর্যালোচনা
- প্রশ্নমালা ও ছক প্রণয়ন এবং চূড়ান্তকরণ
- প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল
- প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি-র টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি-এর মতামত গ্রহণ ও খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ
- মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী দলকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশ্নপত্রের প্রাক-যাচাইকরণ
- মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের গুণাগুণ পরীক্ষা
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায় (বাস্তব এবং আর্থিক অগ্রগতি) পর্যালোচনা
- প্রকল্পের আওতাধীন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পর্যালোচনা
- প্রকল্প ডিজাইন, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও কাজের গুণগতমান পর্যালোচনা
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলী পর্যালোচনা
- স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা আয়োজন
- তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ
- ১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন
- ২য় চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও সংশোধন (স্টিয়ারিং কমিটি)
- জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন (০১ দিন)
- কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও মুদ্রণ
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল

তৃতীয় অধ্যায়
প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

৩.১ আরডিপিপি অনুসারে খাত ভিত্তিক প্রকিউরমেন্ট এর পরিকল্পনা (ইনডিকেটিভ তারিখ)

সারণী- ৩.১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (মালামাল ক্রয়)

ক্রমিক নং	ক্রয়ের বর্ণনা (মালামাল ক্রয়)	এক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	ক্রয়কারী সংস্থা	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	পরিচায়ক তারিখ (Indicative Dates)		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	যানবাহন ও সরঞ্জাম	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	৯১৪৭.৮০	১-নভেম্বর-০১	১৪-নভেম্বর- ১০	১৩-জানুয়ারী- ১১
২	অফিসের আসবাবপত্র	LS	LS	এলটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	২০০.০০	১-নভেম্বর-০২	১৪-নভেম্বর- ১১	১৩-জানুয়ারী- ১২
মোট								৯৩৪৭.৮০			

উৎসঃ পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের RDPP, ২০১০

সারণী- ৩.২ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (কাজ ক্রয়)

ক্রমিক নং	ক্রয়ের বর্ণনা (কাজক্রয়)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	ক্রয়কারী সংস্থা	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	পরিচায়ক তারিখ (Indicative Dates)		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি. (লক্ষ)	৪৫৩.৩০	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	৭০৫৪৬.৬৯	১-জানুয়ারী-০২	১-এপ্রিল-০২	৩১-অক্টো-১১
২	হুদ ও খাল উন্নয়ন	একর	৪৭৭.২০	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	১৮৩৯০.৮৫	১-জানুয়ারী-১০	১-এপ্রিল-১০	১৪-আগস্ট-১১
৩	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩১৯.২৮	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	১৭০৫৮৮.৯৬	১-জানুয়ারী-০২	১-এপ্রিল-০২	১৪-মার্চ-১৩
৪	পূর্বাচল সংযোগ সড়ক নির্মাণের	কিঃমিঃ	১৩.৩৩	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	৪৮৫৬৬.৭০	১-ডিসেম্বর-০৮	১-মার্চ-০৯	২১-ডিসেম্বর- ১০
৫	কুড়িল ফ্লাইওভারের নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩.১০	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	১৯৪০১.০৭	১৪-মে-০৯	১৫-মার্চ-১০	৯-ডিসেম্বর- ১২
৬	পৃষ্ঠ ড্রেন এবং ক্রস ড্রেন নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩১৯.২৮	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	২৯৯৮৫.৮২	১-জানুয়ারী-০৮	১১-মার্চ-১০	১৫-মার্চ-১৩
৭	কেন্দ্রীয় দ্বীপের নির্মাণ	কিঃমিঃ	১৫২.৬১	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	৫৩৪৬.৮৫	১-জানুয়ারী-০৮	১১-মার্চ-১০	১৫-মার্চ-১৩
৮	ফুটপাথ নির্মাণ	কিঃমিঃ	৩০৫.২২	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	২৪৭০৭.৪৫	১-জুন-১০	২৯-	২৫-জুন-১৩

ক্রমিক নং	ক্রয়ের বর্ণনা (কাজক্রয়)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	ক্রয়কারী সংস্থা	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	পরিচায়ক তারিখ (Indicative Dates)		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
										সেপ্টেম্বর-১০	
৯	সীমান্ত স্তম্ভ নির্মাণ	৫ টি	২৫০০.০০	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	৯৪.৬৮	১-জানুয়ারী-০৯	১-এপ্রিল-০৯	১৪-আগস্ট-১০
১০	চক্রান্ত স্তম্ভটির নির্মাণ	৫ টি	৭৫০০০.০০	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	১৫০৯.৭৫	১-জানুয়ারী-০৯	১-এপ্রিল-০৯	১০-মে-১৩
১১	সেতু নির্মাণ	৫ টি	৬২.০০	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	৪৪৭৫৫.৩৫	১-জুন-০৯	৩০-আগস্ট- ০৯	২২-মার্চ-১৩
১২	গ্রেড আসন নির্মাণ	৫ টি	৩.০০	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	৫২১৮.০২	১-আগস্ট-১০	৩০- অক্টোবর-১০	১৬-জুন-১৩
১৩	আন্ডারপাস নির্মাণের	৫ টি	৯.০০	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	১০০৪.৫৮	১-আগস্ট-১০	৩০- অক্টোবর-১০	১৬-জুন-১৩
১৪	স্লুইস গেট নির্মাণ	৫ টি	৭.০০	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	১৯৮৪.৩৪	১-জুন-১২	৩১-জুলাই- ১২	২৭-মে-১৩
১৫	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	কিঃমিঃ	৫.২০	ওটিএম	মন্ত্রনালয়	রাজউক	রাজউক	৩৪০৬.৪৬	১-আগস্ট-০৯	২৮-মে-১০	২৩-মে-১১
১৬	বৈজ্ঞানিক প্রথায বৃক্ষগুল্মাদির চাষ	৫ টি	২,০০,০০০.০০	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	৮২৪.০০	১-জুন-১২	১৬-জুলাই- ১২	১১-জুন-১৩
১৭	অফিস নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	২৪০৯.৬৮	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	৫৪৯.৮৪	১-জানুয়ারী-০২	১-এপ্রিল-০২	১৪-এপ্রিল-১১
১৮	পুলিশ ও আনসার বারাক নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	২৬৭৬.৬০	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	৪৬৮.১০	১-জুন-১০	৩০-আগস্ট- ১০	২১-ফেব্রুয়ারী- ১২
১৯	স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	৩৯০৩.৩৪	ওটিএম	মন্ত্রনালয়	রাজউক	রাজউক	৭৩৭৫.৯৮	১-জুন-১০	৩০-আগস্ট- ১০	২১-ফেব্রুয়ারী- ১২
২০	মসজিদ নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	১১৫২.৪২	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	৩৬৬.৫২	১-জুন-১০	৩০-আগস্ট- ১০	২১-ফেব্রুয়ারী- ১২
২১	স্কুল নির্মাণ	বঃকিঃমিঃ	৬৬৯১.৫০	ওটিএম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	১৩০০.২৭	১-জুন-১১	৩০-আগস্ট- ১১	২০-জুন-১৩
২২	রাস্তার আলো ইনস্টলেশন	কিঃমিঃ	৩২৬.১৯	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	১৩৭০৯.৭৭	১-জানুয়ারী-১২	৩১-মার্চ-১২	২৪-জুন-১৩
২৩	বৈদ্যুতিকরণ	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা			রাজউক	ডেসকো	১৬৫৫৪.৫৩			
২৪	বিদ্যুৎকেন্দ্র ইনস্টলেশন	MW	৫০.০০	ওটিএম/ অন্যান্য	সরকার নিরধারিত						
২৫	পানি সরবরাহ সিস্টেম ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	ওটিএম/ অন্যান্য	সিসিজিপি	রাজউক	ডিওয়াসা	১৩০৯৮.২৭			
২৬	নর্দমা সিস্টেম ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	ওটিএম/ অন্যান্য	সিসিজিপি	রাজউক	ডিওয়াসা				
২৭	ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	ওটিএম/ অন্যান্য	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	২৪৭৯০.০০	১-জানুয়ারী-১১	১-এপ্রিল-১১	

ক্রমিক নং	ক্রয়ের বর্ণনা (কাজক্রয়)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	ক্রয়কারী সংস্থা	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	পরিচায়ক তারিখ (Indicative Dates)		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
২৮	গ্যাস সরবরাহ সিস্টেম ইনস্টলেশন	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা			রাজউক	তিতাস	২৯৭১৯.২২			
২৯	টেলিযোগাযোগ	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা			রাজউক	বিটিসিএল				
৩০	উপযোগ সেবা নালী নির্মাণ	কিঃমিঃ	৪১.০৫	ওটিএম	সিসিজিপি	রাজউক	রাজউক	৬৯৭৮৫.০০	১-জানুয়ারী-১১	১-এপ্রিল-১১	২২-সেপ্টেম্বর- ১২
৩১	সড়ক ও কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার	LS	বিস্তারিত অনুমান বর্ণনা	ওটিএম/এলটি এম	রাজউক	রাজউক	রাজউক	৭৫০০.০০	১-জুন-১০	১-জুলাই-১০	২৭-মার্চ-১৩
মোট								৬৩১,৫৪৯.০৭			

উৎসঃ পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের RDPP, ২০১০

সারণী- ৩.৩ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা ক্রয়)

ক্রমিক নং	ক্রয়ের বর্ণনা (সেবাক্রয়)	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	ক্রয়কারী সংস্থা	আনুমানিক খরচ (লক্ষ টাকা)	পরিচায়ক তারিখ (Indicative Dates)		
									দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	জিআইএস এবং জিপিএস ভিত্তিক স্থান বিবরণ জরিপ ও পরিকল্পনা, মানচিত্র প্রস্তুতি, আনুমানিক হিসাব ইত্যাদি	LS	LS		রাজউক	রাজউক	রাজউক	২০০.০০	১৫-জুন-০২	২৭-আগস্ট- ০২	১৩-নভেম্বর-১০
২	পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন অবকাঠামোগত ও ইউটিলিটি পরিকল্পনা ও উপাদান আনুষঙ্গিক কাজ (যেমন রাস্তা, সেতু, স্লুইস গেটস, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন পদ্ধতি শোধনাগার ইত্যাদি) ডিজাইনিং জন্য পরামর্শকারী সেবা	LS	LS	এফবিএস	মন্ত্রনালয়	রাজউক	রাজউক	৪৮০.০০	১২-ডিসেম্বর- ০৪	১৮-জুলাই- ০৬	৩০-জুন-০৮
৩	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, কুড়িল মোড়ে ফ্লাইওভারের বিস্তারিত নকশা এবং নির্মাণ তদারকি পরামর্শ সেবা	LS	LS	কিউসিবিএস	মন্ত্রনালয়	রাজউক	রাজউক	৪৩০.৫০	২৯-সেপ্টেম্বর- ০৫	২০- ফেব্রুয়ারী-০৭	৩০-জুন-১২
৪	জিআইএস এবং জিপিএস ভিত্তিক কারিগরি সহায়তা সেবা	LS	LS	কিউসিবিএস	রাজউক	রাজউক	রাজউক	১৬০.৫০	২৯-মার্চ-০৫	১-জুলাই-০৭	৪-জুন-১২
৫	এনজিও সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন	LS	LS	কিউসিবিএস	মন্ত্রনালয়	রাজউক	রাজউক	২৭.৫৯	২২-ডিসেম্বর- ০৪	৯-জুলাই-০৬	১৮-সেপ্টেম্বর- ০৮
৬	প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্মাণ, নকশা পর্যালোচনা, পরিমার্জন, বিশেষ কাজ, কাজ এবং অন্যদের তত্ত্বাবধানের জন্য পরামর্শ সেবা.	LS	LS	কিউসিবিএস/এল সিএস/এসএসএস	রাজউক	রাজউক	রাজউক	১৭৯০.০০	১-জুন-০৮	২৬-ফেব্রু-১১	৩০-জুন-১৩
মোট								৩০৮৮.৫৯			

উৎসঃ পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের RDPP, ২০১০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি (RDPP) এর কম্পোনেন্ট অনুসারে কাজের বর্ণনা	আরডিপিপি পরিমাণ (RDPP Quantity)	আরডিপিপি টাকা (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় জুন'১৬ পর্যন্ত	ব্যয় এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত	আর্থিক অগ্রগতি (%) এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত	বাস্তবিক অগ্রগতি (%) এপ্রিল'১৭ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	জরিপ, পরিকল্পনা ও পরামর্শক	L.S	৩,০৮৮.৫৯	১২৪৩.৩৮	১,২৪৩.৩৮	৪০.২৬	৬০
০২	জমি অধিগ্রহণ	৬২১৩.৫৫ একর	৫১,২৬৪.৩৬	৫৪২৭৫.৪৪	৫৪,২৭৫.৪৪	১০৫.৮৭	১০০
০৩	ভূমি উন্নয়ন	৪৫৩.৩০ লক্ষ Cum	৭০,৫৪৬.৬৯	৬৪৭০৮.৩০	৬৫,০১৭.৫৭	৯২.১৬	৮০
০৪	লেক ও খাল উন্নয়ন	৪৩ কি.মি. (৪৭৭.২০ একর)	১৮,৩৯০.৮৫	১৪৭০.২৮	১,৪৭০.২৮	৭.৯৯	৩০
০৫	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৩১৯.২৮ কি.মি	১,৭০,৫৮৮.৯৬	৩২৩০০.৩৮	৩৬,০১১.২২	২১.১১	৬০
০৬	পূর্বাচল সংযোগ সড়ক নির্মাণ	১৩.৩৩ কি.মি	৪৮,৫৬৬.৭০	৩৬১৯৮.০৫	(৩০৭৮৭.৪+৮১২৫.৫) =৩৮,৯১২.৯০	৮০.১২	৯০
০৭	কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ	৩.১০ কি.মি	১৯,৪০১.০০	১৬৬০৬.৯৮	১৭,৩১৪.৬৬	৮৯.২৫	৯৫
০৮	সার্কেস ডেন এবং ক্রস ডেন নির্মাণ.	৩১৯.২৮ কি.মি	২৯,৯৮৫.৮২	১১১৪৯.০৭	১৩,৩৫৮.১১	৪৪.৫৫	৫৫
০৯	সেন্ট্রাল আইল্যান্ড নির্মাণ	১৫২.৬১ কি.মি	৫,৩৪৬.৮৫	--	--	--	৬০
১০	ফুটপাথ নির্মাণ	৩০৫.২২ কি.মি	২৪,৭০৭.৪৫	--	--	--	১০
১১	সীমান্ত স্তম্ভ নির্মাণ (Boundary Pillar)	২৫০০ Nos	৯৪.৬৮	১৫২.৩০	২২২.৩৭	২৩৪.৮৬	৮০
১২	প্লট স্তম্ভ নির্মাণ (Plot Pillar)	৭৫০০০ Nos	১,৫০৯.৭৫	১৪০.৭৫	১৫৫.০৯	১০.২৭	৬০
১৩	সেতু (Bridges) নির্মাণ	৬১ Nos (৫৩৫৮৪ sqm)	৪৪,৭৫৫.৩৫	২৬৪৫৪.৫২	২৮,৭১৮.০৯	৬৪.১৭	৭০
১৪	গ্রেড সেপারেটর নির্মাণ	৩ Nos	৫,২১৮.০২	--	--	--	-
১৫	আন্ডারপাস নির্মাণ	৯ Nos	১,০০৪.৫৮	--	--	--	৬০
১৬	স্লুইচ গেট নির্মাণ	৭ Nos	১৯৮৪.৩৪	--	--	--	১৫
১৭	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	৫.২ কি.মি	৩৪০৬.৪০	১৬৫২.৭৮	১,৬৫২.৭৮	৪৮.৫২	৯০
১৮	বৃক্ষরোপণ (Arboriculture)	২০০০০০ Nos	৮২৪.৪০	৪৬.৬১	৪৬.৬১	৫.৬৫	২০
১৯	অফিস নির্মাণ	৪ Nos (২০০৭.৪৫ sqm)	৪৪৯.৮৪	২৭০.১৪	২৭০.১৪	৬০.০৫	৬০
২০	পুলিশ ও আনসার বেরাক নির্মাণ	৪ Nos (২৬৭৬.৬০ sqm)	৪৬৮.১০	২.০৬	২.০৬	০.৪৪	৪০
২১	স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ	৯৮০৪.৮৩ sqm	৭৩৭.৯৮	--	--	--	--
২২	মসজিদ নির্মাণ	৫ Nos (১১৫২.৪২ sqm)	৩৬৬.৫২	--	--	--	--
২৩	স্কুল নির্মাণ	৫ Nos (৬৬৯১.৫০ sqm)	১,৩০০.২১	৪১৪.৮৫	৪১৪.৮৫	৩১.৯১	৩০
২৪	রাস্তার আলো (Street Light) ইনস্টলেশন	৩২৬.১৯ কি.মি	১৩,৭০৯.৭৭	--	--	--	১০

২৫	বৈদ্যুতিকরণ (Electrification)	Electric.line-৩৩KV- ২৯Km, ১১KV-১৪৯km, Grid sub Stn ১৩২/৩৩/১১ KV- ১Nos, Sub-Stn ৩৩/১১ KV-২ Nos. GIS Sub- Stn- ৩৩/১১ KV-১ Nos.	১৬,৫৫৪.৫৩	৬১৩২.৫১	৬,১৭২.৮৬	৩৭.২৯	৩৫
২৬	বিদ্যুৎকেন্দ্র (Power Plant) ইনস্টলেশন	৫০ Mega watt	৩৫,০০০.০০	--	--	--	--
২৭	পানি সরবরাহ সিস্টেম ইনস্টলেশন	Water Treatment Plant & Distribution works.	১৩,০৯৮.২০	৫.৯১	৫.৯১	০.০৫	--
২৮	নর্দমা সিস্টেম (Sewerage System) ইনস্টলেশন	৩৭২.৫ কি.মি sewerage line, ৭ Nos Lift station & ১ Nos sewerage Treatment Plant	৬১,২২০.০০	--	--	--	--
২৯	ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক সিস্টেম (Drainage Network System) ইনস্টলেশন	১৬৭ কি.মি ৮ Nos Sluice Gate, ৮Nos Pump Hou- se, ২km Box Culvert, ৫km Brick Sewer	২৪,৭৯০.০০	৩৮৯.৩৮	৩৮৯.৩৮	১.৫৭	২
৩০	গ্যাস সরবরাহ সিস্টেম (Gas Supply System) ইনস্টলেশন	২৩ কি.মি	২৯,৭১৯.২২	১৪৪.০০	১৪৪.০০	০.৪৮	০
৩১	টেলিযোগাযোগ (Telecommunication)	8 lane Duct Route, ৩০ Nos manhole, ১ Nos Main and ৩ Nos Remote Switch Unit	১,৯৭০.০০	---	---	--	--
৩২	উপযোগ সেবা নালী (Utility Service Duct) নির্মাণ	৪১.০৫ কি.মি	৬৯,৭৮৫.০০	---	---	--	--
৩৩	যানবাহন ও সরঞ্জাম (Vehicles & Equipments)	Road Roller, Plant , pay loader, Excavator, Chain dozer, Soil Compactor, Truck, Jeep, Micro-bus, Pickup, Motorcycle	৯,১৪৭.৮০	৩৫৩৬.৩৮	৩,৫৪৩.১০	৩৮.৭৩	৪০
৩৪	অফিসের আসবাবপত্র (Office Furniture-L.S)	L.S	২০০.০০	৯.৪৫	৯.৪৫	৪.৭৩	১০
৩৫	প্রশিক্ষণ (লোকাল ও বাহির) (Training Local & Abroad L.S **)	L.S	৫০০.০০	২৪১.৮০	২৫০.৯৫	৫০.১৯	৫০
৩৬	সড়ক ও কাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার (Maintenance and Renova.. of Road and Structures-L.S)	L.S	৭,৫০০.০০	১৫৪.৬৯	১৫৮.২০	২.১১	২
৩৭	মানবশক্তি (Manpower **)	L.S	১,৬৯২.১০	২৮৭২.৮২	৩,১৯৯.৮৯	১৮৯.১১	৪০
৩৮	কন্ট্রিজেন্সি (Contingency @ 2.5% *)	২.৫%	১৬,১৫৪.৪৫	৮১২.৮৯	৮৮৯.৩৪	৫.৫১	৫
৩৯	ওভারহেড (Overhead @ 5% **)	৫%	৩২,৩০৮.৯০	--	--	--	--
৪০	ফিজিকাল কন্ট্রিজেন্সি (Phy.Contingency@2%)	২%	১২,৯২৩.৫৬	---	---	---	---
৪১	মূল্য কন্ট্রিজেন্সি (Price Contingency @3%)	৩%	১৯,৩৮৫.৮৮	---	---	---	---
	মোট		৭,৭৮,২১৪.৫৭	২৬১৩৮৫.৭২	২৭৩,৮৪৮.৬৩	৩৫.১৯	৫৭

উৎসঃ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প (মে, ২০১৭)

৩.২ প্রকল্পের অর্জাভিত্তিক হালনাগাদ অগ্রগতি ও গৃহিত পদক্ষেপ/ কর্মসূচী সমূহ

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা (রাজউক হতে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী):

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত- আর্থিক ৩৫% (টাকা-২৬৬৩.৪৪ কোটি) এবং ভৌত ৫৬% (প্রায়) এবং এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত অর্জাভিত্তিক বাস্তবিক অগ্রগতি ৫৭% ও আর্থিক অগ্রগতি আর্থিক ৩৫.১৯%।

ভূমি অধিগ্রহণ: ৬২২৭.৩৬ একর (টাকা- ১৫০ একর, গাজীপুর- ১৫০০ একর ও নারায়ণগঞ্জ জেলার- ৪৫৭৭.৩৬ একর)

প্রকল্পের প্লট বিন্যাস: ক) আয়তন ভিত্তিক আবাসিক প্লটঃ- মোট ২৫,০১৬ টি (৩ কাঠা-১০০১২ টি, ৫ কাঠা-১০৩৬১ টি, ৭.৫ কাঠা-২৬১৮ টি এবং ১০ কাঠা-২০২৫ টি)।

খ) ব্যবহার ভিত্তিক মোট প্লটঃ- সর্বমোট ২৭,০০৮ টি (আবাসিক-২৫,০১৬ টি, প্রাতিষ্ঠানিক-৪২৩ টি, ডিপ্লোমেটিক-৬৩ টি, বাণিজ্যিক-১০৩০ টি, প্রশাসনিক-৪৭৩ টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-১৬৬ টি ইত্যাদি)।

প্রকল্পের প্লট হস্তান্তরঃ প্রকল্পে প্রায় ২৭,০০০ প্লটের মধ্যে প্রায় ১৩,০০০ প্লট ইতিমধ্যে হস্তান্তর উপযোগী/হস্তান্তর করা হয়েছে এ সকল প্লটে নির্মিতব্য ইমারতের নকশা অনুমোদন ও ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট প্লট সমূহ পর্যায়ক্রমে উন্নয়নমূলক কাজ শেষে জুন-২০১৮ এর মধ্যে হস্তান্তরের কর্মসূচী রয়েছে।

প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন: প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ প্রায় ৮০% সমাপ্ত হয়েছে। অসম্পূর্ণ অবশিষ্ট প্রায় ২০% ভূমি উন্নয়ন কাজের এলাকায় বিদ্যমান স্থানীয় সমস্যা/বাধা ও ঘরবাড়ী/বাজার/স্কুল-কলেজ/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/বাঁধ/গাছপালা ইত্যাদি অপসারণ/নিরসন পূর্বক ২০১৭ সনের মধ্যে প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ পর্যায়ক্রমে সমাপ্ত করার কর্মসূচী রয়েছে।

লিংক রোড ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ : প্রকল্পের ১৩.১৩ কি:মি: দীর্ঘ লিংক রোডের এক্সপেসওয়ে ও সার্ভিস রোড নির্মাণ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের প্রায় ৩১৯.২৮ কি:মি: অভ্যন্তরীণ রাস্তার মধ্যে প্রায় ১৬০ কি:মি: এর কাজ শেষ হয়েছে , প্রায় ১১০ কি:মি: এর কাজ অক্টোবর/২০১৬ হতে শুরু হয়েছে অবশিষ্ট প্রায় ৫০ কি:মি: এর কাজ বিদ্যমান সমস্যা , ঘরবাড়ী/বাঁধ পর্যায়ক্রমে অপসারণ/নিরসন করে জুন-২০১৮ এর মধ্যে শেষ করার কর্মসূচী রয়েছে।

ফ্লাইওভার ও ব্রিজ নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ৩.১০ কি:মি: দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। ৬১টি ব্রিজের মধ্যে ১৮টির কাজ শেষ, ১৬টির কাজ শেষ পর্যায়ে এবং প্রকল্পের গাজীপুর অংশের এবং প্রকল্পের সীমানা সংলগ্ন অবশিষ্ট ব্রিজসমূহ জুন-২০১৮ এর মধ্যে নির্মাণের কর্মসূচি রয়েছে।

প্রকল্পের গাজীপুর অংশের ১৫টি ব্রিজসহ অবশিষ্ট রাস্তা ও লেক উন্নয়ন কাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন ও কার্যক্রম শেষে সহসাই কাজ বাস্তবায়নের আশা করা যায়।

লেক/খাল/নদী তীর উন্নয়ন: প্রকল্পের (৪৩ কি:মি: + ৫.২ কি:মি:) লেক/খাল ও নদীর তীরের মধ্যে প্রায় (২.৫+৫.২) কি:মি: এবং প্যারীফেরিয়াল এর কাজ শেষ , ০৫ কি:মি: এর কাজ চলমান আছে অবশিষ্ট ৩০ কি:মি: এর কাজ জুন-২০১৮ সনের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

গ্যাস সরবরাহ: বাপেক্সকে ৩ (তিন) একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় আবিষ্কৃত গ্যাস হতে প্রকল্পে গ্যাস সরবরাহের জন্য জ্বালানী ও খনিজ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবরে বিগত ২০/০৭/২০১৪ ইং তারিখে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ: প্রকল্পে বিভিন্ন সেক্টরে ডেসকো কর্তৃক বিদ্যুতায়ন কাজ চলমান আছে। অতি সত্ত্বর লিংক রোডের পার্শ্ববর্তী সেক্টর সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করার জন্য ডেসকোকে এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে

অনুরোধ করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ১০/০৮/২০১৬ ইং তারিখে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জানামতে, এ প্রসঙ্গে উভয় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন: প্রকল্প এলাকায় পানি ও পয়ঃ ব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রথমে সম্মতি এবং পরবর্তীতে অপারগতা প্রকাশ করায় PPP পদ্ধতিতে বেসরকারী বিনিয়োগে প্রকল্পে পানি ও পয়ঃ ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- প্রকল্পে PPP পদ্ধতিতে পয়ঃ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়ে CCEA এর ০৪/০৫/২০১৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নীতিগত অনুমোদনের পর বর্তমানে পিপিপিএ কর্তৃক ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে PPPA রাজউক ও International Finance Corporation (IFC) এর সাথে বিগত ১৮/১২/২০১৬ ইং তারিখে একটি Engagement Letter স্বাক্ষরিত হয়। একই দিনে রাজউকের উপস্থিতিতে PPPA এবং IFC এর সাথে Financial Advisory Services Agreement (FASA) স্বাক্ষরিত হয়।
- প্রকল্পে পানির প্রাথমিক চাহিদা মিটাতে প্রতিটি সেক্টরে PPP পদ্ধতিতে ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এপার্টমেন্ট নির্মাণ: প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে ৬২,০০০ ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮টি ব্লকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৩টি ব্লকে ২০,০০০ ফ্ল্যাট পিপিপি পদ্ধতিতে নির্মাণের বিষয়ে CCEA এর নীতিগত অনুমোদনের গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের সুপারিশ করা হয়েছে যা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ১৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখে জারীকৃত পত্র মারফত রাজউক কে জানানো হয়। এদিকে প্রকল্পে হাইরাইজ এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণকল্পে ড্রইং-ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, এন্টিমেট ইত্যাদি পরামর্শক নিয়োজিত করণে (EOI) আহ্বান করা হয়েছে। তাছাড়াও পূর্বাচল প্রকল্পের বিভিন্ন ব্লকে হাইরাইজ এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ বিষয়ে রাজউক কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) ইতোমধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৪ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (নমুনা প্যাকেজের চুক্তি পর্যালোচনা)

ক্রমিক নং	প্যাকেজ / উক্তি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
	মন্তব্য	১	২							
	বেশি/কম %	১	১	১১.৫৯% (কম)		৩৪.৯৮% (কম)		২৫.২৪% (কম)	০.৭৬% (উর্ধ্ব)	
	কার্যাদেশের বিস্তারিত/কন্ট্রোলিং কন্ট্রোলিং	১	১	১৩৫.৪২,০৭,৮৯৯-২৭	৩,৮৮,৫৫,০১৬.৬৪	৩,২২,২৫,৭০৮-২৯	৩,৭৮,৮৪,৮৪০.৬২	১৫,০১,১৪,৭৯১.০৬	১৬-৭৩-১০-৩৫৩.০০	
	চুক্তি সম্পাদনের /	১	১	৩০-০৩-১০	১৯-০১-১৪	০১-০৩-১৬	১৪-০৩-১৩	১২-১০-১৫	১৩-১১-১২	
	কার্যাদেশকৃত দর	১	১	CA-১৫৩,৬৪,৬১,৪২৩.৬৪ RA-১৬৯,০১,০৭,৪২৩.৬৪	CA ৪,২২,৭৫,৬১৪.৭৪ RA ৩,৮৮,৫৬,৯২৮.০০	১০,৪৮,৫২,৫৪৯.৯৩	৫,৯২,৪৯,৩৪৯.৭০	১৫,০৪,৩৯,৬৪০.০৩ RA-১৫০৩৭০৬৪৪	১৭,৫০,১৩,২৬০.৬৪	
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১	১	১৯১,১৭,০৬,০৭৭.৪৪	৩,৭২,৯৯,১২২.১৬	১৬,১২,৫৯,৩৭৬	২৩,২০,৬৫,৯৩৫.৬৫	৫,৮৮,০৩,৬০৫.০০	১৬,৬৮,৪৪,১০৯.১৯	
	Non-Responsive	১	১	:	৫	৫	:	৫	৫	
	Responsive	১	১	৬	৭	৫	৫	১	১	
	দরপত্র মূল্যায়নের	১	০	১৫-১২-০৯	২৪-০৭-১৩	১২-১০-১৫	১২-১১-১৪	১৮-০৬-১২	২০-০৮-১৪	
	মূল্যায়ন কনিটিতে সংস্থা বর্ধি: তুর্ভ কয়জন এবং কোন	৫		৩জন DCC LGED BWDB	১জন মোঃ রেজাউর রহমান (প্রকল্প পরিচালক, LGED)	মোঃ রেজাউর রহমান প্রকল্প পরিচালক, LGED	মোঃ রেজাউর রহমান রত্নাথ প্রকল্প পরিচালক, LGED	১জন LGED ১জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃ	মোঃ রেজাউর রহমান রত্নাথ প্রকল্প পরিচালক, LGED	
	মূল্যায়ন কনিটিতে মূল্যায়ন কনিটির আধারক /	১		গোলাশ কিবরিয়া সদস্য(উন্নয়ন) রাজউক ও আধারক, দরপত্র মূল্যায়ন কনিটি	সভাপতি ত্রৈলোক্য রায় (প্রধান প্রকৌঃ রাজউক) ও আধারক দরপত্র মূল্যায়ন কনিটি	মোঃ হাফিজুর রহমান রাজউক ও আধারক দরপত্র মূল্যায়ন কনিটি	মুন্সি (প্রধান প্রকৌঃ রাজউক) ও আধারক দরপত্র মূল্যায়ন কনিটি	মোঃ হাফিজুর রহমান রাজউক	১জন তত্ত্বাবধায়ক সাল্লাহউদ্দিন প্রধান প্রকৌঃ রাজউক	
	দরপত্র খোলার তারিখ	৫		০৭-০৭-০৯	০৪-০৬-১৩	১৭-০৮-১৫	২৩-০৯-১৪	১৭-০৫-১২	০৭-০৪-১৪	
	দরপত্র জমার সংখ্যা	১		৬	১	১	১	১	১	
	দরপত্র বিতির সংখ্যা	১		৫	১	১	১	১	১	
	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	১		RAJUK, Cptu web The New Age The Independent যুগান্তর, প্রথম আলো	দৈনিক স্বাক্ষর, কালের কণ্ঠ দৈনিক সন্দেশ, যুগান্তর ইন্ডিয়ান, The New Age RAJUK, Cptu web	দৈনিক কালের কণ্ঠ যায়মায় দিন The New Age RAJUK, Cptu web	দৈনিক ইত্তেফাক The New Age The Daily Star	দৈনিক ইত্তেফাক The Daily Star RAJUK, Cptu web করিজেন্স	দৈনিক ইত্তেফাক The New Age The Daily Star করিজেন্স	
	দরপত্র আধারনের তারিখ	১		১৭-০৮-০৮ ১৮-০৮-০৮ ৩০-০৮-০৮	০৯-০৫-১৩ ০৭-০৫-১৩ ২৫-০৬-১৩	১৮-১২-১৪ ১৮-১২-১৪ ১৮-১২-১৪	১৪-০৮-১৪ ২৫-০৮-১৪ ২০-০৮-১৪	১১-০৪-১২ ০৯-০৪-১২ ০৫-০৫-১২	১৯-০২-১৪ ০৩-০৩-১৪ ০৩-০৩-১৪	
	প্যাকেজ / উক্তি	১		Fly-c-০১, lot-১ (Kuril Flyove r)	HSC-০১, Sector-০১ (School)	LCD-০১, Lot-M (Lake)	PE lake-০১, Lot-০১, sector-০১ (Lake)	RC-০১, Lot-১ (Road)	RDC-১, Lot-১ (Road)	RC-১৩, Lot-১ (Road)
	ক্রমিক নং	১		১	১	১	১	১	১	

মত্বা	৭.৬২% (উর্ক)	১২.৯৩% (উর্ক)	৭২.৪৬% (উর্ক)	২.১১% (উর্ক)	১.২২% (কেশ)	৭.২৭% (কেশ)	৫.৭৬% (উর্ক)	৪.৫২% (উর্ক)
ক্যাঁদেশের বিলকিরে কবিরে	১৫.৯৯,৭৫,৯০৩.৭০	২৮,২৫,৫২,৩৯৭.০৪	৫,৪৯,৩১,৫৯৬.১১	৫৭,২৪,৩৬,২৬৪.৩৩	৮,৩৩,১৩,৭৭৪.৭২	৫,৪৮,৪৫,৬৬৪.৭০	৬,১৯,৯১,৯৭৫.৪৩	৮,৪০,০৯,৪৯৯.০০
চুক্তি সম্পাদনের /	২৬-০২-১৪	২৫-০২-১৪	১১-০৩-০৩	১৯-০৯-১২	২৯-০৯-০৪	২৮-০৯-০৪	১৫-১১-০৫	২৯-০৯-০৪
কার্যাদেশকৃত দর	১৮,৭৫,৭৮,৩৯৬.৮৫	২৮,৩২,৩৪,৬১১.১৫	৫,৪৯,৯৭,০৪৫.৮৩	৬৮,৬৪,৫৮,২১৪.৯৯	৮,৩৩,১৩,৭৭৪.৭২	৫,৪৮,৯০,৬৭৭.২৪	৬,২১,৬৩,০১৮.৭২	৮,৪২,২৭,৯৬৫.৫০
প্রাক্কলিত ব্যয়	১৭,৪৩,২৪,৪৮৪.০০	২৫,০৮,১২,৫৫৪.৫৩	৩,১৮,৯৩,৩২০.১১	৬৭,২৩,০৫,০৬৫.০০	৮,৯৭,৯০,৩৪৭.০০	৫,৯১,৯৫,৪০০.০০	৫,৮৭,৭৮,২৭৮.০০	৮,০৫,৮৬,০৯৯.০০
Non-Responsive	!	!	!	!	!	!	!	!
Responsive	০	১	১	১	১	১	১	১
দরপত্র মূল্যায়নের	২৪-০৭-১৩	২৪-০৭-১৩	২৮-১২-০২	২৩-০২-১২	০১-০৮-০৪	০১-০৮-০৪	০১-০৮-০৪	০১-০৮-০৪
মূল্যায়ন কনিটিতে সংস্থারি : তুর্ক কয়জন এবং কোন	মোঃ রেজাউর রহমান প্রকল্প পরিচালক, LGED	মোঃ রেজাউর রহমান প্রকল্প পরিচালক, LGED	লটারী	জনাব ফারজা সাব্যর উদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃ রাজউক	মুখলেভুর রহমান XEN. বাপাউবো ড.এম রহিকুল উসলাম Asst prof	মুখলেভুর রহমান XEN. (বাপাউবো) ড.এম রহিকুল ইসলাম Asst.prof. BUET	XEN. (বাপাউবো) ড.এম রহিকুল ইসলাম Asst.prof.	XEN. (বাপাউবো) ড.এম রহিকুল ইসলাম Asst prof
দরপত্র খোলার তারিখ	২৭-০৬-১৩	২০-০৬-১৩	১২-১১-০২	২৩-০২-১২	২৮-০৬-০৪	২৮-০৬-০৪	২৮-০৬-০৪	২৮-০৬-০৪
দরপত্র জমার সংখ্যা	০০	১	১	১	১	১	১	১
দরপত্র বিতির সংখ্যা	১	১	১	১	১	১	১	১
দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	দৈনিক ইনকিলাব সকালের খবর The Independent	দৈনিক ইনকিলাব, কথ, সকালের খবর The New Age	দৈনিক ইনকিলাব B. Observer	The New Age দৈনিক ইজেক্টার The Daily Star	দৈনিক ইনকিলাব B. Observer The Daily Independent	দৈনিক ইনকিলাব B. Observer The Daily Independent	দৈনিক ইনকিলাব B. Observer The Daily Independent	দৈনিক ইনকিলাব B. Observer The Independent
দরপত্র আহবানের তারিখ	০৩-০৬-১৩ ১১-০৬-১৩ ১১-০৬-১৩	৩০-০৪-১৩ ২৫-০৬-১৩ ২৫-০৬-১৩	২৮-১০-০২ ২৫-১০-০২	২৪-০২-১২ ২৯-০২-১২ ০২-০২-১২ ৩০-০২-১২	২৭-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ২৬-০৫-০৪	২৭-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ২৬-০৫-০৪	২৭-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ২৬-০৫-০৪	২৭-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ০২-০৬-০৪ ২৬-০৫-০৪
ক্রমিক নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্যাকেজ নং	RDC- ১, Lot- ১ (Road)	RDC- ১, Lot- ১ (Road)	Group- ০৪ (Land) Pitolganj	Packa- ১০, Lot- ১ (Land) Gadga	Packa- ১৫, Group- ১ (Land)	Packa- ১১, Group- ১ (Land)	Packa- ১৪, Group- ১ (Land)	Packa- ১৬, Group- ০৪ (Land)

মতব্বা	১৪.৮৬%(কমা)	৩.২৩৩%(অধ)	১১.৯৫%(উর্ধ)	১৫.৫০%(উর্ধ)	৩.৪৮%(উর্ধ)	৭.৬১%(কমা)	৩.৭৩%(উর্ধ)
বেশি/কমা %	১৪.৮৬%(কমা)	৩.২৩৩%(অধ)	১১.৯৫%(উর্ধ)	১৫.৫০%(উর্ধ)	৩.৪৮%(উর্ধ)	৭.৬১%(কমা)	৩.৭৩%(উর্ধ)
কার্যাদেশের বিস্তারিত কবিরেখা	৪,০৪,১৫,০৮৯.০০	৪৯,৬৭,৩৫,৫৮৮.০৮	১৬,৯৮,০৩,৮১১.৪১	৩০,৪১,২১,৫১০.৮০	৩০,৯২,৪৬,৯৩৬.০০	১১৯,৭৪,৪৯,৭২৮.২৩	৩০,৯২,৪৬,৯৩৬.০০
মুক্তি সম্পাদনের /	২৬-০৬-০৭	২২-০৩-১৩	০৩-০৩-১৪	০১-০১-১৫	১৮-০৬-১১	২৫-০১-১৫	১৮-০৬-১২
কার্যাদেশকৃত দর	৫,০৬,৪২,০৮২.০০	৬৫,৩৬,২৮,৫১৮.২৬	১৮,২৩,৩০,৫৫৬.১০	৩২,৫৭,৯২,৪০১.৮২	৩০,৯৯,৭৭,০৪৫.১৬	১২৬,১০,৮৪,৮১১.০৩	৩০,৯৯,৭৭,০৪৫.১৬
প্রাক্কলিত ব্যয়	৮,৭১,০৪,৩৪৭.৬১	৬১,৫২,৮০,২৩১.০০	১৬,২৮,৬৬,৪৩৩.৫৪	২৮,২০,৫৯,৯০৭.০০	২৯,৮৮,৪৯,৫০০.৫৭	১৩৬,৪৯,৮২,২৪৯.৭২	২,৯৮,৮৪,৪৫০০.৫৭
Non-Responsive	৬১				৬১		৬১
Responsive	১৬১	৬৬১	৯০৬১	৭৬১	৭৬১	৯৬১	৭৬১
দরপত্র মূল্যায়নের	১৯-০৩-০৭	০১-০৭-১২	২৭-০৮-১৩	০৬-০২-১৪	১৫-০১-১২	১৩-০৭-১৩	১৫-০১-১২
মূল্যায়ন কনিটিতে সংস্থা বর্ধি : তুর্ভ কয়জন এবং কোন	(Director) BWB Exn DCC	২জন LGED তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃ	২জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃ (BEDB) নির্বাহী প্রকৌঃ (LGED)	মৌঃ রেজিউর রওয়ান প্রকল্প পরিচালক, LGED	১জন PD SRIIP LGED	১জন BEDB (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌঃ) LGED (নির্বাহী প্রকৌঃ)	১জন PD SRIIP LGED
মূল্যায়ন কনিটিতে মূল্যায়ন কনিটির আবস্থায়ক /	জনার মৌঃ নাসির উদ্দিন (সদস্য উয়মন) রাজউক	জনার খন্দকার সাল্লাহউদ্দিন প্রধান প্রকৌঃ রাজউক	মৌঃ এমদাদুল ইসলাম প্রধান প্রকৌঃ বাত্তাবয়ন রাজউক	মৌঃ এমদাদুল ইসলাম প্রধান প্রকৌঃ বাত্তাবয়ন রাজউক	জনার খন্দকার সাল্লাহউদ্দিন প্রধান প্রকৌঃ রাজউক	মৌঃ এমদাদুল ইসলাম প্রধান প্রকৌঃ বাত্তাবয়ন রাজউক	জনার খন্দকার সাল্লাহউদ্দিন প্রধান প্রকৌঃ রাজউক
দরপত্র খোলায় তারিখ	২৯-০১-০৭	১৫-০৫-১২	১৬-০৭-১৩	১০-০৩-১৪	১৫-১২-১১	১৭-০৬-১৪	১৫-১২-১১
দরপত্র জমায় সংখ্যা	১৬১	৬৬১	৯০৬১	৭৬১	৭৬১	৯৬১	৭৬১
দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	৭৬৬১	৮৬৬১	৭৬৬১	১৬৬১	৬৬৬১	৭০৬১	৬৬৬১
দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	The Independent নয়াদিপত্ত দৈনিক ইত্তেফাক	দৈনিক যুগান্তর দৈনিক ইত্তেফাক The Daily Star	দৈনিক কালের কন্ঠ দৈনিক সকারের খবর The Independent	যায়যায়দিন সাকাল The Daily Star	যায়যায়দিন The New Age The Independent	দৈনিক যুগান্তর The New Age RAJUK. Cptu web	যায়যায় দিন The New age The Independent
দরপত্র আহবানের তারিখ	০৪-০১-০৭ ০৪-০১-০৭ ০৫-০১-০৭ ০৭-০১-০৭	২৫-০৪-১২ ২৮-০৪-১২ ২৯-০৪-১২	২৬-০৫-১৩ ০২-০৬-১৩ ০১-০৬-১৩ ৩১-০৫-১৩	২২-০২-১৪ ২৩-০২-১৪ ২৪-০২-১৪	১০-১১-১১ ১০-১১-১১ ০৫-১১-১১ ০৪-১১-১১	০৪-০৫-১৪ ০৮-০৫-১৪ ০৭-০৫-১৪	১০-১১-১১ ১০-১১-১১ ৫-১১-১১ ৪-১১-১১
প্যাকেজ ক্রমিক নং	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
	Package-৪০, Group D (Land)	Package-৫৩, Lot-০৪ (Land)	BRC- ০৫, Lot-০১ (Bridge)	Package-০১, Lot-০১ (Bridge)	Package, BR Lot-০৬ Bridge No- ০১,০২,০৩,০৪	Package-০১, Lot-০১ (Link Road)	BRC-৪, Lot-০১

মন্তব্য					
বেশি/ কম %	১৮.৯৪% (কম)	৩৫.১৩% (কম)	৪.৬৩% (উঁচ)	২.৬৩% (উঁচ)	১৭.৫১% কম
কার্যাগততার	১২০,৮৮,৫৩,৮৫৭.৭	৯,২০,৪৩,০৬৩.২৮	২৩,৪৩,০৩৩.৯২	২৭,৭৮,৭৭৮.৯১	টাকা ৮০,৪৪,৮২৫/-
বিস্তারিত ক্রিয়াকর্ম					
মুক্তি সম্পাদনের /	১৭-১২-১৩	২০-০২-১১	২৩-০৭-১৩	১৫-০৫-১১	২২-১০-২০১৪ (তারিখ আবেদন)
কার্যাগততার	১৩৪,৭৭,৫৮,৬০৭.০০	৯,৭৯,৫১,০১০.১৭	২৪,৯২,০২৪.৯৭	২৮,৩৫,৩৯৩.০০	সংশোধিত টাকা ৯০,৪০,০০০
প্রাক্কলিত ব্যয়	১৬৬,২৬,৩৭,৮৩৫.০	১৫,০৯,৯৫,৩৪৪.০০	২৩,৮১,৬৫৯.২৭	২৭,৬২,৬৬০.৫২	টাকা ৯০,৪০,০০০ (জিটি ও আইটিসিসি)
Non-Responsive	৯	৯	৯		৯
Responsive	০৯	১৯	১৯	৩৯	০১৯
দরপত্র মূল্যায়নের	৩১-১০-১৩	৩০-০৩-১০	২৬-০২-১৩	২৩-০৩-১১	১৯-০৩-২০১৪
মূল্যায়ন কনিট্রিতে	মোঃ রেজাউর রহমান প্রকল্প পরিচালক, LGED	মোঃ সার্বাস্বত হোসেন খান XEN, BWDB মঞ্জুর করেছেন চেয়ারম্যান	০	১ জন কাজী মোঃ বোরহান উদ্দিন XEN, DCC	২ (দুই) জন BUET, RHD
মূল্যায়ন কনিট্রিতে	মোঃ এমাদুল ইসলাম প্রধান প্রকৌঃ বাত্তাবান রাজউক	এম মাহবুব আলম সদস্য (উন্নয়ন) রাজউক	মোঃ এমাদুল ইসলাম প্রধান প্রকৌঃ বাত্তাবান রাজউক	মোঃ আনোয়ার হোসেন PD, PNTP, RAJUK	নাইম আহমেদ খান সদস্য (উন্নয়ন), রাজউক
দরপত্র খোলার তারিখ	২৪-১০-১৩	২৪-১১-০৯	১৬-০১-১৩	১৪-০৩-১১	২৭-১১-২০১৩
দরপত্র জমার সংখ্যা	৬৯	১১৯	৯৯	৩৯	০৩৯
দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	৯৯	১১৯	৯৯	১০৯	-----
দরপত্র প্রকাশিত	RAJUK. Cpu web দৈনিক ইতিহাস The New Nation Bangladesh Today	RAJUK. Cpu web The New age দৈনিক ইতিহাস দৈনিক জনকণ্ঠ	LTM	RAJUK. Cpu web দৈনিক মুগ্ধর The New age	দৈনিক ইনকিলাব ২৫-১০- ২০১৩ ইং ও দৈনিক নিউ নেশন ২৭-১০-২০১৩
দরপত্র আহবানের	২২-০৯-১৩ ১৮-০৯-১৩ ১৮-০৯-১৩	২০-১০-০৯ ২১-১০-০৯ ১৯-১০-০৯	১৮-১২-১২	১৫-০২-১১ ২৩-০২-১১ ২১-০২-১১	২১-১০-২০১৩
ক্রমিক নং	১৩	১০	১৬	১৩	১৮
প্যাকেজিং	Package-০১, Lot-০১ (Link Road)	Package-০১, Lot-০১ (River Bank Protec- tion)	Plot Pillar ১, Road Demar- kation Pillar sector- ০৯, ১৯ (Part)	Construction of site office in sector (Site Office)	পূর্বাচল লিংক রোডের সুপারভি- শন কাজের পরামর্শক নিয়োগ

মত্বা	
বেশি/ কম %	০.৪০% কম
কার্যা দেশের বিস্তারিত ক্রমিকক্রমিক	১৪.৮৪.৯৯/১৮
মুক্তি সম্পাদনের /	১৬-১১-২০১৫ ইং
কার্যা দেশকৃত দর	১৪.৯৩.২৬/৯৬
প্রাক্কলিত ব্যয়	১৬.১১.৯০৩/- ৯.৫% সহ
Non- Responsive	৯৮
Responsive	০০
দরপত্র মূল্যায়নের	১৯-০৬-২০১৫
মূল্যায়ন ক্রমিকক্রমিক সংস্থা বর্ষ : তুর্ত কয়জন এবং কোন	০১ জন পিডবিডি, ঢাকা
মূল্যায়ন ক্রমিকক্রমিক মূল্যায়ন ক্রমিকক্রমিক আবধায়ক /	জনাব নূরুল ইসলাম তআবধায়ক প্রকল্প, রাজউক
দরপত্র খোলার তারিখ	১০-০৬-২০১৫
দরপত্র জমার সংখ্যা	০০
দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	০০
দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	LTM এ দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ০৪-০৬-২০১৫ ইং রাজউক ওয়েব সাইটে প্রকাশিত
দরপত্র আহবানের তারিখ	১৯-০৫-২০১৫
ক্রমিক নং	পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৪নং সেক্টরের সাইট অফিস ভবনের চারদিকে সিকিউরিটি বাতি সরবরাহ ও স্থাপন করণ এবং কার পার্কিং সেভে বেদ্যুতিক করণ।

পঞ্চম অধ্যায়

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং স্পেসিফিকেশন মোতাবেক নির্মাণ কাজের পরিমাণ ও গুণগতমান পরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ

৫.১ ভৌত কাজ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এম আর কন্সালট্যান্টস্ এর সমীক্ষা টিম কর্তৃক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৩০টি সেক্টরের মধ্যে ২২টি সেক্টরের ২৮টি প্যাকেজের বিভিন্ন উপাদানের সর্বমোট ৫৬ টি অবস্থানে অবকাঠামোর ভৌত অবস্থা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, ভৌত পরিমাপ, ডিজাইন পর্যবেক্ষণসহ বিভিন্ন অংগের ১৮টির মাঠ ও ল্যাব টেস্ট এবং ভূমি উন্নয়নের ৮টি প্যাকেজের বিভিন্ন স্পটের বিদ্যমান RL পরিবীক্ষণ করা হয়। অবকাঠামোর অংগ ভিত্তিক উপাদান সমূহের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, ভৌত পরিমাপ এবং এর সংখ্যা নিম্নের উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	অংগ	মোট নথি পর্যালোচনা সংখ্যা	পরিবীক্ষণের আইটেম	সংখ্যা
১	ভূমি উন্নয়ন	৮	ভূমির RL পরীক্ষা	৮
২	কুড়িল ফ্লাইওভার	১	বিভিন্ন উপাদানসমূহ	৬
			মূল ফ্লাইওভার পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	১
			ফুটওভার ব্রিজ পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	১
			ফুটপাত পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	১
			লাইটিং পরিদর্শন	১
			পিয়ার এন্ড গার্ডার টেস্ট	২
৩	ব্রিজ	৩	বিভিন্ন উপাদানসমূহ	১১
			মূল সেতু পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	৩
			গার্ডার টেস্ট	২
			প্রোটেকশন ওয়ার্ক	৩
			এপ্রোচ রোড পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	৩
৪	রাস্তা, সারফেস ও ক্রস ডেন, এবং রোড আইল্যান্ড	৫	বিভিন্ন উপাদানসমূহ	১৫
			ইন্টারনাল রোডের টেস্ট	৫
			রোডের পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	১০
			ডেনের পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	১০
৫	লিংক রোড, আন্ডারপাস ও স্লুইস গেট	২	বিভিন্ন উপাদানসমূহ	৫
			লিংক রোডের পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	২
			লিংক রোডের টেস্ট	১
			আন্ডারপাস ও স্লুইস গেট পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	২
৬	স্কুল	১	স্কুল পরিমাপ ও পরিদর্শন	১
৭	লেক ও খাল	২	লেক ও খাল পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	২
৮	বিদ্যুৎ সরবরাহ	১	বিদ্যুৎ লাইন পরিদর্শন	৪
			বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি পরিদর্শন	৩
			বিদ্যুৎের সাব স্টেশন পরিদর্শন	১
৯	প্লট পিলার ও রোড ডিমার্কেশন পিলার	১	পিলার পরিদর্শন ও পরিক্ষণ	২

১০	সাইট অফিস	১	সাইট অফিস পরিদর্শন ও পরিষ্কার	১
১১	নদী তীর উন্নয়ন	১	নদী তীর পরিদর্শন	১
১২	পূর্বাচল লিংক রোডের সুপারভিশন কাজের পরামর্শক নিয়োগ	১	-	
১৩	পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ৪নং সেক্টরের সাইট অফিস ভবনের চারদিকে সিকিউরিটি বাতি সরবরাহ ও স্থাপন করণ এবং কার পার্কিং সেডে বৈদ্যুতিক করণ।	১	-	
মোট		২৮		৫৬

৫.২ নির্মাণ কাজের গুণগত মান যাচাই

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের সময় নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাই এর জন্য নির্মিত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কিছু অংশের/ উপাদান সমূহের পরীক্ষা করা হয়। যেমন রাস্তার ক্ষেত্রে ডিসিপি টেস্ট করে বেজ টাইপের কম্প্যাকশন যাচাই করা হয়। স্লাইওভার এবং ব্রীজের ক্ষেত্রে হ্যামার টেস্ট এর মাধ্যমে কংক্রিটের স্ট্রেন্থ (strength) যাচাই করা হয়। এছাড়াও ACV টেস্ট, TFV টেস্টের মাধ্যমে রাস্তায় ব্যবহৃত মালামালের গুণাগুণ যাচাই করা হয়। Proportion ও Gradation টেস্টের মাধ্যমে রাস্তায় ব্যবহৃত মালামালের অনুপাত ও গুণাগুণ এলজিইডির ল্যাবে টেস্ট/ যাচাইকরা হয়। এছাড়াও ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অবকাঠামো সমূহের ভৌত পরিমাপগুলো সঠিক রয়েছে কিনা তা মাঠ পর্যায়ে পরিমাপ ও পরীক্ষণ করে দেখা হয়। যাহা নিম্নে আলোকচিত্রসহ দেখানো হলোঃ

অংশের নামঃ ভূমি উন্নয়ন

প্যাকেজ নং: 50, Lot -Ga-01, Sector-16

ভৌত পরিমাপঃ ৩০,৪১,৫১৭.৬৩ ঘন মিটার (সেক্টর ১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮, ২৪, ২৫ & ২৬ এর অংশ সহ)

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ১৮/০৩/২০১৪ ইং



পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ভূমির RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেভেলঃ- RL ৭.৪৬৬ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd
পরীক্ষার স্থানঃ Lot -Ga-01, Sector-16 এর ৪টি স্পট লেভেলের গড়।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	
	
চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	


প্যাকেজ নং: 21, Group-09, Sector-14

ভৌত পরিমাপঃ ২৫,৮০৯.৮৫ ঘন মিটার

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত
কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২৭/১১/২০০৫ ইং
পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেভেলঃ- RL ৭.৪৬৪ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd
পরীক্ষার স্থানঃ প্যাকেজ নং: 21, Group-09, Sector-14 এর ৪টি স্পট লেভেলের গড় ।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	
	
চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	

প্যাকেজ নং: 25, Group-13, Sector-13
ভৌত পরিমাপঃ ৪৪১,৯৩৬.০০ ঘন মিটার
কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত
কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২৮/০৯/২০০৫ ইং
পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ভূমির RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেভেলঃ- RL ৭.৩৯৪ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd
পরীক্ষার স্থানঃ প্যাকেজ নং: 25, Group-13, Sector-13 এর ৪টি স্পট লেভেলের গড় ।	
পর্যবেক্ষণঃ কাংখিত ফলাফল পাওয়া যায়নি কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে।	
	



চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ

প্যাকেজ নং: 53, Lot Ga-04, Sector-24

ভৌত পরিমাপঃ ২২,২৩,৪৮১.৮৬ ঘন মিটার (both filling and cutting)

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ চলমান (অগ্রগতি ৭৮%)

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ভূমির RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেভেলঃ- RL ৭.৭৯৩ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd
পরীক্ষার স্থানঃ প্যাকেজ নং: 53, Lot Ga-04, Sector-24, এর ৪টি স্পট লেভেলের গড়।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ চলছে।	
	
চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	

প্যাকেজ নং: 40, Group-D, Sector-18

ভৌত পরিমাপঃ ৩৬০৫০২.৩৯ ঘন মিটার **filling** এবং ২৯১৮৩৬.৮৬ ঘন মিটার **cutting**

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ চলমান (অগ্রগতি ৮৬% ৩০.০৬.২০১২ পর্যন্ত) বর্তমানে কাজ বন্ধ আছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে।

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ভূমির RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেভেলঃ- RL ৭.৪৪ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd
পরীক্ষার স্থানঃ প্যাকেজ নং: 40, Group-D, Sector-18 এর ৪টি স্পট লেভেলের গড়।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	



চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ

প্যাকেজ নং: PNTP Pitolganj , Group-04, Sector-05

ভৌত পরিমাপঃ ৩২৬,৬৮৩.৮৯ ঘন মিটার

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ৩১/০৫/২০০৭ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ভূমির RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেভেলঃ- RL ৭.৩৯৭ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd
পরীক্ষার স্থানঃ প্যাকেজ নং: PNTP Pitolganj , Group-04, Sector-05 এর ৪টি স্পট লেভেলের গড় ।	

পর্যবেক্ষণঃ কাংখিত ফলাফল পাওয়া যায়নি কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে।



চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ

প্যাকেজ নং: 14 Group -02, Sector-01



ভৌত পরিমাপঃ ৩৩১,৫০৭.৮৯ ঘন মিটার

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২৯/১২/২০০৫ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ভূমির RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেভেলঃ- RL ৭.৪৪৭ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd

পরীক্ষার স্থানঃ প্যাকেজ নং: 14, Group -02 , Sector-01 এর ৪টি স্পটের লেভেলের গড় ।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	
	
চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	



প্যাকেজ নং: 16, Group -04, Sector-01

ভৌত পরিমাপঃ ৪৫৪,১০৫.৪০ ঘন মিটার

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ৩০/১২/২০০৫ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ভূমির RL পরীক্ষণ	
পরীক্ষার বর্তমান লেভেলঃ- RL ৭.৪২৫ m pwd	কাংখিত লেভেল/ ফর্মেশন লেভেলঃ- RL ৭.৫ m pwd
পরীক্ষার স্থানঃ প্যাকেজ নং: 16, Group -04 , Sector-01 এর ৪টি স্পট লেভেলের গড় ।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	
	
চিত্রঃ ভূমি উন্নয়নের RL পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ	

অংশের নামঃ রাস্তা নির্মান

স্কিমের নাম: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain)

প্যাকেজ নং: RDC-01, Lot -01, Sector-01

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ৩.১৭৬ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৩০ ফুট ও ৭৫ ফুট

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত
কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২৫/০৫/২০১৫ ইং
পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ DCP Test	
পরীক্ষার ফলাফলঃ- CBR Value ৬৯.৯% পাওয়া গেছে।	কাংখিত ফলাফলঃ- Base type এর CBR Value ৫০%-৮০% থাকা দরকার।
পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডির কারিগরি টিম কর্তৃক মাঠে/ল্যাবে পরিক্ষা।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে। রাস্তার ও ড্রেনের অবস্থা ভাল।	
	
চিত্রঃ রাস্তার DCP Test ও রাস্তা পরিবীক্ষণ	

স্কিমের নাম: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain)

প্যাকেজ নং: RC-02, Lot -02, Sector-03

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ২.১১ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৩০ ফুট ও ৭৫ ফুট

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ০৫/০৭/২০১৪ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ DCP Test	
পরীক্ষার ফলাফলঃ- CBR Value ৪৭.৯% পাওয়া গেছে।	কাংখিত ফলাফলঃ- Base type এর CBR Value ৫০%-৮০% থাকা দরকার।
পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডির কারিগরি টিম কর্তৃক মাঠে/ল্যাবে পরিক্ষা।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে। রাস্তার অবস্থা মোটামুটি ভাল।	



চিত্রঃ রাস্তার DCP Test ও রাস্তা পরিবীক্ষণ

স্কীমের নাম: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain

প্যাকেজ নং: RDC-17, Lot -02, Sector-17(Part)

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্যঃ ৯.৯৮৯ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৩০ ফুট ও ১৫০ ফুট

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ০৬/১২/২০১৬ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ DCP Test

পরীক্ষার ফলাফলঃ- CBR Value ৪৮.০% পাওয়া গেছে।

কাংখিত ফলাফলঃ- Base type এর CBR Value ৫০%-৮০% থাকা দরকার।

পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডির কারিগরি টিম কর্তৃক মাঠে/ল্যাবে পরিক্ষা।

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে। রাস্তার অবস্থা মোটামুটি ভাল।



চিত্রঃ রাস্তার DCP Test ও রাস্তা পরিবীক্ষণ

স্কীমের নাম: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain



প্যাকেজ নং: RC-13, Lot -02, Sector-29

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ৪.৮২৫ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৩০ ফুট ও ১৫০ ফুট

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ৩১/০৩/২০১৫ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ DCP Test	
পরীক্ষার ফলাফলঃ- CBR Value ৬৪.৯% পাওয়া গেছে।	কাংখিত ফলাফলঃ- Base type এর CBR Value ৫০%-৮০% থাকা দরকার।
পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডির কারিগরি টিম কর্তৃক মাঠে/ল্যাবে পরিক্ষা	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে। রাস্তার অবস্থা ভাল।	
	
চিত্রঃ রাস্তার DCP Test ও রাস্তা পরিবীক্ষণ	

স্কিমের নাম: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain

প্যাকেজ নং: RDC-13, Lot -01, Sector-13

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ১০.৬৭২ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৩০ ফুট ও ১০০ ফুট

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ১৪/০২/২০১৫ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ DCP Test	
পরীক্ষার ফলাফলঃ- CBR Value ৫৩.০% পাওয়া গেছে।	কাংখিত Base type এর CBR Value ৫০%-৮০% থাকা দরকার।
পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডির কারিগরি টিম কর্তৃক মাঠে/ল্যাবে পরিক্ষা	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	



চিত্রঃ রাস্তার DCP Test ও রাস্তা পরিবীক্ষণ

স্কীমের নাম: Construction of Interior Road(Flexible Pavement)/ Surface Drain

প্যাকেজ নং: RDC-10, Lot -01, Sector-10

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ৫.০৭৮ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৩০ ফুট ও ১০০ ফুট

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ চলমান (অগ্রগতি ৫০%)

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ১৪/০২/২০১৫ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ ACV and AFV Test

পরীক্ষার ফলাফলঃ-

Sub base-এ ACV-৩৯% এবং TFV-৫৩.৬ KN
Base type-1-এ ACV-<২৮% এবং TFV-১১৫ KN

কাংখিত ফলাফলঃ-

Sub base-এ ACV-৩৮% এবং TFV->৭৫ KN
Base type-1-এ ACV-<৩০% এবং TFV->১২৫ KN

পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডি ল্যাব।

পর্যবেক্ষণঃ গুনগত মানে কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে।





চিত্রঃ রাস্তার DCP Test এবং রাস্তা ও ডেন পরিবীক্ষণ

অংশের নামঃ ব্রীজ নির্মাণ

স্কীমের নাম: Construction of RCC Bridge ৩৪

প্যাকেজ নং: BRC-05, Lot -03, Sector-22 & 29

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ৫১.৬২৫মিঃ এবং প্রস্থ ৩৬.৫০ মিঃ

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ চলমান (অগ্রগতি ৮৯.৫০%)

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ Rebound Hammer Test (Girder No- 32, Angle-0°)

পরীক্ষার ফলাফলঃ- Strength ৪৪.৭ – ৫৮.৩ mpa
পাওয়া গেছে। গড়-৫০.৮ mpa

কাঙ্খিত ফলাফলঃ কমপক্ষে ৩৫ mpa থাকা দরকার

পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডি র কারিগরি টিম কর্তৃক
মাঠে/ল্যাবে পরিক্ষা ।

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে। ব্রীজ ও সংযোগ রাস্তার অবস্থা ভাল





স্কিমের নাম: Construction of RCC Prestressed Girder Bridge -৪১

প্যাকেজ নং: BRC-07, Lot -01, Sector-18 & 19

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ২৫.০৮মিঃ ও ৩০.৮মিঃ এবং প্রস্থ ১৬.৭৫মিঃ ও ২৭.৮০মিঃ

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ১৫/০৭/২০১৬ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ Rebound Hammer Test (Girder No- ৩০ Walkway, Angle +90°)	
পরীক্ষার ফলাফলঃ- Strength ২৪.৩ – ৩৬.৭ mpa পাওয়া গেছে। গড়- ৪১.৬ mpa	কাংখিত ফলাফলঃ কমপক্ষে ৩৫ mpa থাকা দরকার ।
পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডি র কারিগরি টিম কর্তৃক মাঠে/ল্যাবে পরিক্ষা ।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে। ব্রিজ ও সংযোগ রাস্তার অবস্থা ভাল	



চিত্রঃ হ্যামার Test ও ব্রীজ পরিবীক্ষণ

স্কীমের নাম: Construction of RCC Girder Bridge

প্যাকেজ নং: BRC-04, Lot -03, Sector-18, 19 & 23

ভৌত পরিমাপঃ Bridge-৩৮(দৈর্ঘ্য ২০.০৮মিঃ ও প্রস্থ ১৩.৪ মিঃ), Bridge-৩৯(দৈর্ঘ্য ৩০.০৮মিঃ ও প্রস্থ ১৩.৪ মিঃ)
Bridge-৪০(দৈর্ঘ্য ২৫.০৮মিঃ ও প্রস্থ ১৬.৭৫ মিঃ)

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ১৯/০৩/২০১৬ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে এবং ব্রীজের ভৌত অবস্থা ভাল কিন্তু এপ্রোচ রোডের কিছু কিছু জায়গা ভেংগে গেছে।



অঙ্গের নামঃ কুড়িল ফ্লাইওভার

স্কীমের নাম: Construction of Kuril Fly Over

প্যাকেজ নং: Package# FLY-C-01, Lot -01

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ৩.১ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ৯.২; ৭.৭; ৬.৭ মিটার

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ চলমান অগ্রগতি ৯৮%

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ মূল ফ্লাইওভার ৩১ মার্চ ২০১৫

অবশিষ্ট কাজঃ শোভাবর্ধন ও ফুটওভার ব্রীজ ১টি

অংগ-০১: Pier এর Strength Test

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ Rebound Hammer Test (Pier No- 12, Loop-04, Angle-0°, Height 1.3 meter from Ground Level)

পরীক্ষার ফলাফলঃ- Strength ৩৭.৯ – ৫১.১ mpa পাওয়া গেছে। গড়-৪৬.৫ mpa

কাংখিত ফলাফলঃ কমপক্ষে ৩০ mpa থাকা দরকার

পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডির কারিগরি টিম কর্তৃক পরিক্ষা ।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	
	
চিত্রঃ কুড়িল ফ্লাইওভারের Pier এর Hemar Test	

স্কিমের নাম/ প্যাকেজ নং: Construction of Kuril Fly Over / Package# FLY-C – 01, Lot -01

অংগ-০২: Girder এর Strength Test

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ Rebound Hammer Test (Loop 4, Progati Sarani East Site Girder , Angle +90°, Chainage 9.3 meter from Pear)	
পরীক্ষার ফলাফলঃ- Strength ফলাফলঃ ৪৩.৭ – ৫৭.৩ mpa পাওয়া গেছে। গড়-৫৪.২ mpa	কাংখিত ফলাফলঃ কমপক্ষে ৩৫ mpa থাকা দরকার
পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডির কারিগরি টিম কর্তৃক পরিক্ষা ।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	
	
চিত্রঃ কুড়িল ফ্লাইওভারের Progati Sarani East Site Girder এর Loop 4 এর Hemar Test	

স্কিমের নাম/ প্যাকেজ নং: Construction of Kuril Fly Over / Package# FLY-C – 01, Lot -01

অন্যান্য অংগঃ মূল ফ্লাইওভার, ফুটওভার ব্রীজ, লাইটিং পরিদর্শন ও পরিক্ষণ
ভৌত অবস্থাঃ ভৌত অবস্থা ভাল তবে কিছু কিছু লেম্প পোস্টে লাইট ভাংগা/ নেই



চিত্রঃ কুড়িল ফ্লাইওভারের বিভিন্ন অংগ পরিদর্শন ও পরিষ্কণ

অংশের নামঃ লিংক রোড, সুইস গেট ও আভারপাস



স্কীমের নাম/ প্যাকেজ নং: Construction of Link Road Package -01, Lot-02 (Ch.6+380 to 11+476 Kilo meter Balu Bridge to Kuril Fly Over)

ভৌত পরিমাপঃ ৫.০৯৬ মিটার X ৩০০ মিটার ভৌত অবস্থাঃ ভালো।

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ ভৌত অগ্রগতি ৯২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৬৯%

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ৩০ মে মার্চ ২০১৭

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৪/০৫/২০১৭ ইং

পরীক্ষার নামঃ Extraction Test / Gradation Test Ch. ১০.৮৫ Kilo meter from the east site	
পরীক্ষার ফলাফলঃ- Wearing Course-এ Extraction ৬.৫% এবং Binder Course- এ Extraction ৬.৬% পাওয়া গেছে।	কাংখিত ফলাফলঃ- Wearing Course-এ Extraction ৫.৫% Binder Course- এ Extraction ৫.৫% থাকা দরকার।
পরীক্ষার স্থানঃ এলজিইডি ল্যাব।	
পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে।	
	
চিত্রঃ Link Road এর sample collection ও বিভিন্ন অংগ পরিদর্শন ও পরিষ্কণ	

স্কীমের নাম: Construction of Link Road

প্যাকেজ নং: Package -01, Lot-01 (Ch. 0+000 to 6+380 meter Kanchan to Balu Bridge)

ভৌত পরিমাপঃ ৬.৩৮০ মিটার X ৩০০ মিটার ভৌত অবস্থাঃ ভালো।

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ ভৌত অগ্রগতি ৯২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৩%

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ চলমান

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে এবং ভৌত অবস্থা ভাল।



অংশের নাম: লিংক রোডের শ্বইচগেই

ভৌত পরিমাপঃ ৭৫ মিটার X ৫.৭ মিটার ভৌত অবস্থাঃ ভালো।
 কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ ভৌত অগ্রগতি ৯২% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৭%
 কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ চলমান
 পরিদর্শনের তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ চলমান আছে।



অংশের নামঃ লিংক রোডের আন্ডারপাস ব্রীজ নং ৪৬

ভৌত পরিমাপঃ ৩৫ মিটার X ১০ মিটার ভৌত অবস্থাঃ ভালো।
 কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত
 কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২০১৫
 পরিদর্শনের তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে তবে দুপাশের রাস্তা আন্ডারপাস থেকে কিছুটা উচু হওয়ায় পানি জমে আছে।



অংশের নাম: **স্কুল নির্মান** প্যাকেজ নং: Pack. HSC -01 Sector -01

ভৌত পরিমাপঃ ২৫৩.০৮ ফুট X দৈর্ঘ্য ৪৩.৩৪ ফুট সর্বমোট ১০৬৮.৪১ বর্গমিটার ভৌত অবস্থাঃ ভালো।

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ১৪ এপ্রিল ২০১৫

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে তবে সিড়িকোঠায় কিছুটা ফাটল দেখা গেছে।



চিত্রঃ ১ নং সেবুস্টারের স্কুল পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

অংশের নামঃ **River Bank Protection (শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পাড়)**

প্যাকেজ নং: PW-01 Lot -02

ভৌত পরিমাপঃ ২৬,৭৯৬ বর্গ মিটার ভৌত অবস্থাঃ ভালো।

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ১৯ এপ্রিল ২০১২

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে র্লকের অবস্থা ভাল



চিত্রঃ River Bank Protection কাজ পরিদর্শন ও পরিষ্কণ

অংশের নামঃ **প্লট পিলার ও রোড ডিমার্কেশন পিলার**

প্যাকেজ নং: LDM Method Sector -9(Part) and Sector -19(Part)

ভৌত অবস্থাঃ ভালো।

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২২ জুলাই ২০১৪

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে



চিত্রঃ প্লট পিলার ও রোড ডিমার্কেশন পিলার পরিদর্শন ও পরিষ্কণ

অংশের নামঃ সাইট অফিস নির্মান

প্যাকেজ নংঃ ১নং সেক্টরে একটি সাইট অফিস নির্মান

ভৌত পরিমাপঃ ২৪০০ বর্গফুট ভৌত অবস্থাঃ ভালো।

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ৮ ডিসেম্বর ২০১২

পরিদর্শনের তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে অবকঠামোর অবস্থা ভাল, দেয়ালে দু একটি স্থানে সামান্য ফাটল দেখা গিয়েছে।



চিত্রঃ ১ নং সেক্টরের অফিস পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

অংশের নামঃ লেক উন্নয়ন

প্যাকেজ নং: PE Lake-01, Lot-02, সেক্টর-05

ভৌত পরিমাপঃ দৈর্ঘ্য ১৪৪৫ মিটার, প্রস্থ ২৪-২০৪ মিটার এবং উচ্চতা ১.৬৮ মিটার

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ চলমান

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২৩/০৬/২০১৭ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ চলছে, প্রটেকশন কাজে ব্যবহৃত কিছু কিছু ব্লক নিম্ন মানের দেখা গিয়েছে।



চিত্রঃ লেক উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত ব্লক পরিদর্শন ও পরিষ্কণ

অংশের নামঃ লেক উন্নয়ন

প্যাকেজ নং: LCD-01, Lot-M, সেক্টর-12(Part), 16(Part), 17(Part)

ভৌত পরিমাপঃ মোট দৈর্ঘ্য ১০৮৭ মিটার

কাজটির বর্তমান অবস্থাঃ চলমান

কাজটির সমাপ্তির তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৭ ইং

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৭ ইং

পর্যবেক্ষণঃ ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ চলছে, প্রটেকশন কাজে ব্যবহৃত কিছু কিছু ব্লক নিম্ন মানের পাওয়া গিয়েছে।



চিত্রঃ লেক উন্নয়ন কাজ ও ব্যবহৃত ব্লক পরিদর্শন ও পরিষ্করণ

অন্যান্য অঙ্গ পরিবীক্ষণ:

বিদ্যুৎ সরবরাহঃ

ডেসকো কর্তৃক প্রকল্পে বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রকল্পে বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন ও ওয়ারিং কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ রাখায় অতিসত্বর লিংক রোডের পার্শ্ববর্তী সেক্টর সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করার জন্য ডেসকোকে এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবরে ১০/০৮/২০১৬ তারিখে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়। এবং সে অনুসারে ২৪/০৯/২০১৬ তারিখে ডেসকোর বরাবরে পুনরায় অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০৩/১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমন ইউটিলিটি ডাক্ত স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত ইতিমধ্যে স্থাপিত ওভারহেড লাইন পদ্ধতিতে প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।



স্ট্রিট লাইট স্থাপন

প্রকল্পের এই অঞ্জের আওতায় কুড়িল ফ্লাইওভার/ ইন্টারসেকশন প্রায় ৫ কিঃমিঃ রাস্তার পার্শ্বে স্ট্রিট লাইট স্থাপন কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। কুড়িল-কাঞ্চন লিংক রোডে স্ট্রিট লাইট স্থাপন কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ জুন-২০১৮ সালের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে



ইন্টারনাল রোড :

সরজমিনে পর্যবেক্ষনে কিছু কিছু ইন্টারনাল রোডের বেহাল অবস্থা দেখা যায়। কিছু রাস্তার পাশে পানি জমে থাকতে দেখা যায়।




গ্যাস সরবরাহঃ

গ্যাস সরবরাহ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে ৩(তিন) একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় আবিষ্কৃত গ্যাস হতে প্রকল্পে গ্যাস সরবরাহের জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবরে বিগত ২০/০৭/২০১৪ তারিখে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন করতে ইতোমধ্যে DWASA কর্তৃক প্রথমে সম্মতি এবং পরে

<p>অপারগতা/ অনিহা প্রকাশ করায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে PPP পদ্ধতিতে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে CCEA হতে নীতিগত অনুমোদন হয়েছে এবং গত ০৮-০২-২০১৭ ইং তারিখে kick off মিটিং এর মাধ্যমে Mott Macdonald কাজ শুরু করেছে।</p>		
<p>উটিলিটি সার্ভিস ডাক্ট</p> <p>পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে Utility Service Duct নির্মাণসহ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং অন্যান্য Utility Service এর ব্যবস্থাকরণ কাজ PPP পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এবং গত ২২-০৩-২০১৭ ইং তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Mott MacDonald তাদের মতামত উপস্থাপন করে।</p>		
<p>টেলিকমিউনিকেশন</p> <p>টেলিকমিউনিকেশন স্থাপন কাজটি প্রকল্পের ইউটিলিটি সার্ভিস ডাক্টের সহিত সংশ্লিষ্ট বিধায় কমন ইউটিলিটি সার্ভিস ডাক্ট এর বিস্তারিত ডিজাইন-ড্রইং প্রণয়নের পর ২০১৭ সালের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে।</p>		
<p>গ্রেড সেপারেটর</p> <p>প্রকল্পের এ অঞ্চের গ্রেড সেপারেটর/ ওভারপাস নির্মাণকল্পে ড্রইং-ডিজাইন এন্টিমেট, বিওকিউ, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়নের কাজ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিআরটিসি, বুয়েট কর্তৃক ডিসেম্বর-২০১৬ শুরু হয়েছে এবং জুন-২০১৮ সালের মধ্যে শেষ করা হবে ধারণা করা হচ্ছে।</p>		
<p>Arboriculture</p> <p>কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোড সহ প্রকল্পের কয়েকটি অভ্যন্তরীণ সড়কের আইল্যান্ড এ গাছ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে এবং এ যাবৎ ১২,০০০ টি (প্রায় ৬%) গাছ লাগানো শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ১,৮০,০০০ টি (প্রায় ৯০%) গাছ পর্যায়ক্রমে জুন-২০১৮ এর মধ্যে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।</p>		
<p>সার্ফেজ ড্রেন</p>		 
<p>ফুটপাথ</p> <p>ক) কুড়িল ফ্লাইওভার (ইন্টারচেঞ্জ) এর নীচে ১৫ কিঃমিঃ (প্রায় ৫%) সংলগ্ন ফুটপাথ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে খ) অবশিষ্ট ২৯০ কিঃমিঃ ফুটপাথ নির্মাণ কাজ প্রকল্পের ইউটিলিটি সার্ভিস ডাক্টের সহিত সংশ্লিষ্ট বিধায় STP, WTP এর বিস্তারিত ডিজাইন-ড্রইং প্রণয়নের পর PPP পদ্ধতিতে ২০২০ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।</p>		
<p>সেন্ট্রাল আইল্যান্ড</p> <p>প্রকল্পের বড় (চওড়া) রোডের মাঝে ৩৮ কিঃমিঃ (প্রায় ২৫%) আইল্যান্ড নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সড়কের ২৩ কিঃমিঃ (প্রায় ১৫%) রোডের আইল্যান্ড কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ৯২ কিঃমিঃ (প্রায় ৬০%) আইল্যান্ড নির্মাণ কাজ পর্যায়ক্রমে ডিসেম্বর-২০১৭ মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।</p>		

<p>বাউন্ডারী পিলার নির্মাণ</p>	<p>প্রকল্পের সীমানা বরাবর এ যাবৎ ১৩৭৫ টি (প্রায় ৫৫%) বাউন্ডারী পিলার ইতিপূর্বে নির্মিত হয়েছে।</p>	
<p>স্টাফ কোয়ার্টার</p> <p>পরামর্শক প্রতিষ্ঠানঃ শহিদুল্লাহ্ & অ্যাসোসিয়েটস্ লিঃ কর্তৃক ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিজাইন অনুমোদনের জন্য রাজউক এর চেয়ারম্যান এর নিকট পাঠানো হয়েছে।</p>		
<p>সেন্ট্রাল মসজিদ</p> <p>ডিজাইনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের (শহিদুল্লাহ্ & অ্যাসোসিয়েটস্ লিঃ) কাজ করছে, সময়সীমা ৩০/০৯/২০১৭ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।</p>		

ভূমি উন্নয়ন কাজের পরীক্ষণ ও পরিবীক্ষণ

ক্রমিক নং	কাজের নাম/ প্যাকেজ নং	পরীক্ষণে প্রাপ্ত Spot Level (m pwd)	প্রাপ্ত ফলাফল (m pwd)	কাঙ্ক্ষিত ফলাফল (m pwd)	মন্তব্য
০১	প্যাকেজ নং: 50, Lot -Ga-01, Sector-16	৭.৫৫১ ৭.৫০০ ৭.৩৮৯ ৭.৪২৫	৭.৪৬৬	৭.৫	ফলাফল সঠিক পাওয়া গিয়েছে
০২	প্যাকেজ নং: 21, Group-09, Sector-14	৭.৪২৬ ৭.৩৯৮ ৭.৩৬৫ ৭.৬৭০	৭.৪৬৪	৭.৫	ফলাফল সঠিক পাওয়া গিয়েছে
০৩	প্যাকেজ নং: 25, Group-13, Sector-13	৭.৪১২ ৭.৪৩৯ ৭.২৪৭ ৭.৪৭৯	৭.৩৯৪	৭.৫	ফলাফল সঠিক পাওয়া যায়নি
০৪	প্যাকেজ নং: 53, Lot Ga-04, Sector-24(both filling and cutting)	৭.৬৪১ ৭.৪৭২ ৭.৭২২ ৮.৩৩৮	৭.৭৯৩	৭.৫	ফলাফল সঠিক পাওয়া গিয়েছে
০৫	প্যাকেজ নং: 40, Group-D, Sector-18(both filling and cutting)	৭.৫১৪ ৭.৫১০ ৭.৪৭৭ ৭.২৬০	৭.৪৪০	৭.৫	ফলাফল সঠিক পাওয়া গিয়েছে
০৬	প্যাকেজ নং: PNTF Pitolganj , Group-04, Sector-05	৭.৪৭৪ ৭.৪৫০ ৭.৪১৪ ৭.২৫০	৭.৩৯৭	৭.৫	ফলাফল সঠিক পাওয়া যায়নি
০৭	প্যাকেজ নং: 14 Group -02 ,	৭.৩৫০	৭.৪৪৭	৭.৫	ফলাফল

	Sector-01	৭.৫৩৭ ৭.৪৪৭ ৭.৪৫৪			সঠিক পাওয়া গিয়েছে
০৮	প্যাকেজ নং: 16, Group -04 , Sector-01	৭.৪৪৩ ৭.৪০৯ ৭.৩৪৬ ৭.৫০৫	৭.৪২৫	৭.৫	ফলাফল সঠিক পাওয়া গিয়েছে

বিভিন্ন উপাদানের/ অংগের মাঠ ও ল্যাব পরীক্ষার ফলাফলঃ

ক্রমিক নং	কাজের নাম/ প্যাকেজ নং	নমুনার বিবরণ/ নাম	পরীক্ষার নাম	কাঙ্খিত ফলাফল	পরীক্ষার ফলাফল	মন্তব্য
০১	Construction of Interior Road প্যাকেজ নং: RDC-01, Lot -01, Sector-01	Base type	DCP Test	৫০%-৮০%	CBR Value ৬৯.৯%	ফলাফল সঠিক
০২	Construction of Interior Road প্যাকেজ নং: RDC-17, Lot -02, Sector-17(Part)	Base type	DCP Test	৫০%-৮০%	CBR Value ৪৮.০%	সামান্য বিচ্যুতি
০৩	Construction of Interior Road প্যাকেজ নং: RC-13, Lot -02, Sector-29	Base type	DCP Test	৫০%-৮০%	CBR Value ৬৪.৯%	ফলাফল সঠিক
০৪	Construction of Interior Road প্যাকেজ নং: RDC-13, Lot -01, Sector-13	Base type	DCP Test	৫০%-৮০%	CBR Value ৫৩.০%	ফলাফল সঠিক
০৫	Construction of Interior Road প্যাকেজ নং: RC-02, Lot -02, Sector-03	Base type	DCP Test	৫০%-৮০%	CBR Value ৪৭.৯%	সামান্য বিচ্যুতি
০৬		Base Course	Extraction Test	৪%-৬%	৪.৫%	
০৭			Gradation Test	Not well graded See the attached result sheet		
০৮	Construction of Interior Road প্যাকেজ নং: RDC-10, Lot -01, Sector-10	Sub base	ACV Test	৩৮%	৩৯%	সামান্য বিচ্যুতি
০৯			TFV Test	>৭৫ KN	৫৩.৬ KN	
১০		Base type-1	ACV Test	<৩০%	২৮%	সঠিক
১১			TFV Test	>১২৫KN	১১৫KN	সামান্য বিচ্যুতি
			Proportion Test	Not Ok Sheet attached		
১২	Construction of Link Road Package -01, Lot-02	Wearing Course	Extraction Test	৫.৫%	৬.৫%	ফলাফল সঠিক
১৩			Gradation Test	Not well graded result sheet attached		
১৪		Binder Course	Extraction Test	৫.৫%	৬.৬%	ফলাফল সঠিক
১৫			Gradation Test	Not well graded (Result Sheet attached)		
১৬	Construction of Kuril Fly Over প্যাকেজ নং: Package# FLY-C-01, Lot -01	Pier No-12, Loop-04, Angle-0°, Height 1.3 meter G. Level	Rebound Hammer Test	৩০ mpa	৩৭.৯ – ৫১.১ mpa (গড় ৪৬.৫ mpa)	ফলাফল সঠিক
১৭		Girder test (Loop 4, Progati Sarani East Site Girder, Angle+90°, Chainage	Rebound Hammer Test	৩৫ mpa	৪৩.৭ – ৫৭.৩ mpa (গড় ৫৪.২ mpa)	ফলাফল সঠিক

		9.3 meter from Pear)				
১৮	Construction of RCC Bridge- ৩৪ প্যাকেজ নং: BRC-05, Lot -03, Sector-22 & 29	Girder No-32, Angle-0°	Rebound Hammer Test	৩০ mpa	88.৭ – ৫৮.৩ mpa (গড় ৫০.৮ mpa)	ফলাফল সঠিক
১৯	Construction of RCC Prestressed Girder Bridge প্যাকেজ নং: BRC-07, Lot -01, Sector-18 & 19	Girder No-25, Angle +90°	Rebound Hammer Test	৩৫ mpa	২৪.৩ – ৩৬.৭ Mpa (গড় ৪১.৬ mpa)	ফলাফল সঠিক

উপসংহারঃ

কাজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য প্রকল্প এলাকা থেকে সর্বমোট ২৬টি ল্যাবে ও মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বিটুমিনাস পেভমেন্ট রাস্তার ডিসিপি টেস্ট (৫টি), ব্রিজ এবং ফ্লাইওভার রিবাউন্ড হ্যামার টেস্ট (৪টি)। অবশিষ্ট ১৭টি টেস্টের মধ্যে এক্সট্রাকশন ৩টি, Gradation ৩টি, ACV ২ টি, TFV ২টি, এবং Proportion টেস্ট ১টি এলজিইডি-এর ল্যাবে করা হয়। এছাড়াও ভূমি উন্নয়নের পরীক্ষনের জন্য ৮টি প্যাকেজে ৮টি আরএল টেস্ট করা হয়।

ভূমি উন্নয়নের পরীক্ষনের জন্য ৮টি প্যাকেজের বিভিন্ন স্পটের আরএল টেস্ট করা হয়। এর মধ্যে ৬টি প্যাকেজের ফলাফল সঠিক পাওয়া যায় অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের মধ্যে কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। প্রকল্পের নির্মিত/নির্মানাধীন মোট ৪৬টি প্রধানসহ অন্যান্য tertiary এবং access রাস্তার মধ্যে ৫টি রাস্তার ডিসিপি (Dynamic Cone Penetrometer) টেস্ট করে রাস্তার বেজ টাইপের কম্পেকশন যাচাই করা হয় যাদের ৫ টির মধ্যে ৩টির গুণগতমান আশানুরূপ পাওয়া যায় এবং ২ টির ফলাফলে কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। লিংক রোড ও অভ্যন্তরীণ ১ টি রাস্তার বিটুমিনাস লেয়ারের এক্সট্রাকশন টেস্ট এলজিইডি ল্যাবরেটরীতে করা হয় এবং ফলাফল কাঙ্ক্ষিত পাওয়া যায়। রাস্তার কাজে ব্যবহৃত খোয়া, স্টোন চিপস, বালি, ইত্যাদির ACV (Aggregate Crushing Value) ও TFV (Ten Percent Fine Value) পরীক্ষা এলজিইডি ল্যাবরেটরীতে করা হয় এবং ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মানে কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় এবং Gradation এবং Proportion টেস্টের ফলাফলেও কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। নির্মিত ২ টি সেতু এবং কুড়িল ফ্লাইওভারের ক্ষেত্রে হ্যামার টেস্ট এর মাধ্যমে কংক্রিটের স্ট্রেন্থ পরীক্ষা করা হয় এবং গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অনুযায়ী পাওয়া যায়। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অবকাঠামোসমূহের (রাস্তা, আইল্যান্ড, ব্রিজ, ফ্লাইওভার ইত্যাদি) ভৌত পরিমাপগুলো সঠিক রয়েছে কিনা তা মাঠ পর্যায়ে পরিমাপ করে দেখা হয় এবং তাদের আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়।

রাস্তার পাশ দিয়ে ডেন নির্মিত হলেও ডেনেজ নেটওয়ার্ক অনুযায়ী সংযোগ স্থাপিত না হওয়ায় জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়নি। কিছু কিছু ডেনে পানি জমে তা উপচে পরে রাস্তাগুলোতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে রাস্তাগুলোর স্থায়িত্বের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। সর্বপরি সময়ের তুলনায় পূর্ত কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। প্রকল্পের আওতাধিন কিছু অঞ্জোর বাস্তবায়ন কাজ এখনও শুরু হয়নি। এর মধ্যে গ্রেড সেপারেটর, স্টাফ কোয়ার্টার, মসজিদ, পাওয়ার প্লান্ট, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্যাস সরবরাহ, সোয়ারেজ সিস্টেম, টেলিকমিউনিকেশন এবং কমন ইউটিলিটি সার্ভিস ডাক্ট অন্যতম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ এর আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়নের ফলাফল সমূহ

এ অধ্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে নমুনা খানা পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উপস্থাপন ও মূল্যায়নের জন্য পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক ৩ (তিন) ধরনের সর্বমোট ৩০৮ জন উত্তরদাতা যথা; লটারীতে প্রাপ্ত প্লট মালিক, স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পেয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পায়নি/নেয়নি তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য ও ফলাফল সমূহকে নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬.১: উত্তর দাতার লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজন

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের নমুনা খানা জরিপে যে ৩ (তিন) ধরনের উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাদের মধ্যে লটারীতে প্রাপ্ত প্লট মালিকের সংখ্যা বেশি ১৫১ জন (৪৯.০%), স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পেয়েছে তাদের সংখ্যা ১১৫ জন (৩৭.৩%) এবং ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পায়নি/নেয়নি ৪২ জন (১৩.৭%)। মোট উত্তরদাতাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ। পুরুষ এবং মহিলার অনুপাত যথাক্রমে ৯২.৫% এবং ৭.৫%। খানা জরিপের বিভিন্ন ক্যাটেগরির উত্তরদাতাদের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের সারণি-৬.১ দেয়া হলো-

সারণি-৬.১: লিঙ্গ ভিত্তিক উত্তর দাতার শ্রেণী বিন্যাস

উত্তর দাতার ধরণ	পুরুষ		মহিলা		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
লটারী প্রাপ্ত প্লট মালিক	১৩৮	৯১.৪	১৩	৮.৬	১৫১	৪৯.০
স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পেয়েছে	১০৮	৯৩.৯	৭	৬.১	১১৫	৩৭.৩
ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পায়নি/নেয়নি	৩৯	৯২.৯	৩	৭.১	৪২	১৩.৭
মোট	২৮৫	৯২.৫	২৩	৭.৫	৩০৮	১০০.০

৬.২: উত্তর দাতাদের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

নমুনা খানা জরিপের উত্তরদাতাদের বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ লোকের বয়স ৬০ বছরের উর্দে (৩৩.৪%)। বাকি উত্তরদাতাদের বয়স যথাক্রমে ৩০ বছরের মধ্যে ৪.৫%, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ১২.৭%, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ২১.১% এবং ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ২৮.২%। উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৫৪.৩ বছর এবং Standard deviation ১৩ বছর। অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্লট মালিকদের বয়স বেশি কারণ প্রকল্পটি ইতিমধ্যে ২২ বছর অতিক্রম করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃত প্লট মালিক/ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের জীবিত পাওয়া যায়নি।

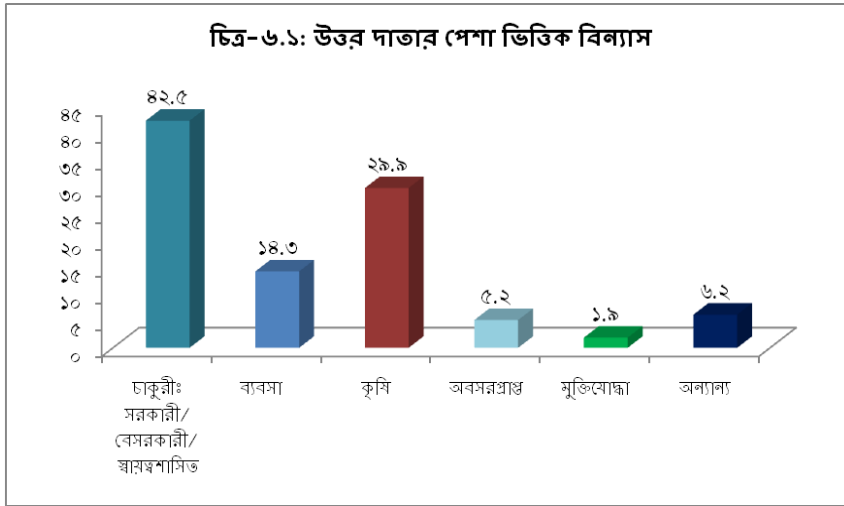
সারণি-৬.২: উত্তর দাতাদের বয়স ভিত্তিক বিন্যাস

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
৩০ বছর পর্যন্ত	১৪	৪.৫
৩১-৪০ বছর	৩৯	১২.৭
৪১-৫০ বছর	৬৫	২১.১
৫১-৬০ বছর	৮৭	২৮.২
৬০ বছরের উপরে	১০৩	৩৩.৪
মোট	৩০৮	১০০.০

গড় বয়স	Standard deviation (বছর)
৫৪.৩	১৩.০

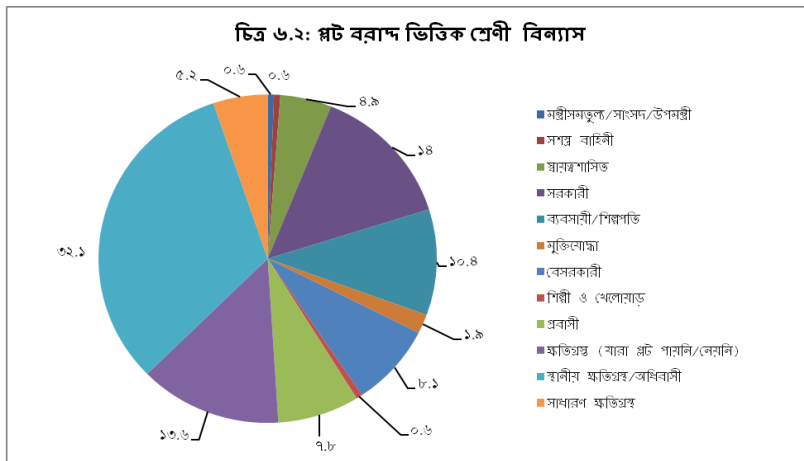
৬.৩: উত্তর দাতার পেশা ভিত্তিক বিন্যাস

নমুনা খানা জরিপে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সর্বমোট ৩০৮ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে চাকুরিজীবীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৩১ জন (৪২.৫%) এবং মুক্তিযোদ্ধা সবচেয়ে কম ৬ জন (০.৬%) পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্যাটেগরির মধ্যে ব্যবসায়ী ১০৪ জন (৩৩.৮%), কৃষি ৩৮ জন (১২.৪%) এবং অবসরপ্রাপ্ত ১৬ জন (৫.২%)। বিস্তারিত নিম্নের চিত্র ৬.১ এর মাধ্যমে দেখানো হলো।



৬.৪: উত্তর দাতাদের প্লট বরাদ্দের শ্রেণী

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ প্রাথমিকভাবে তিনটি শ্রেণীতে প্রদান করা হয় যথা লটারী, সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত, স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে সাধারণক্ষতিগ্রস্ত হলো যাদের প্রকল্প এলাকায় শুধু জমি ছিল। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত হলো যাদের প্রকল্প এলাকায় আগে থেকেই জমি ও ঘরবাড়ি ছিল। লটারীতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, প্রায় সব শ্রেণী পেশার লোক প্লট পেয়েছে। বিভিন্ন পেশার লোক থাকায় এটি একটি পরিপূর্ণ শহরে রূপ নেবে বলে আশা করা যায়। প্লট বরাদ্দে প্রায় ১৫ টি শ্রেণী থাকলেও নমুনা খানা জরিপের ৩০৮ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্লট পেয়েছেন স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত/অধিবাসী ৩২.১%, সরকারী চাকুরিজীবী ১৪.১% ও বেসরকারী চাকুরিজীবী ৮.১%। যদিও উত্তর দাতাদের ১৪.৩% পেশা হিসেবে ব্যবসা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ব্যবসায়ী শ্রেণীতে মাত্র ১০.৪% উত্তর দাতা প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। বিস্তারিত পাই ছকে চিত্র ৬.২ এর মাধ্যমে দেখানো হলো।



৬.৫: প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থদের জমির মালিকানার পরিমাণ এবং বাজার মূল্য

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় যাদের শুধুমাত্র জমি এবং যাদের জমি ও ঘর-বাড়ি উভয়ই ছিল তারা হলেন ক্ষতিগ্রস্থ বা অধিগ্রহণকৃত জমির মালিক। বিশ্লেষণে সারণি-৬.৩-তে দেখা যায়, প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমি ছিল ৪০ শতাংশের উপরে ৭০ জন (৪৪.৬%), ৩১-৪০ শতাংশ ২৫ জন (১৫.৯%), ১-১০ শতাংশ ২৩ জন (১৪.৬%), ১০-২০ শতাংশ ১২ জন (১৪.০%) এবং ২১-৩০ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন ১৭ জন (১০.৮%)। ক্ষতিগ্রস্থ মালিকদের গড় জমির পরিমাণ ছিল-১০৭ শতাংশ।

সারণি-৬.৩: প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত মালিকানাধীন জমির বিন্যাস

জমির পরিমাণ (শতাংশ)	সংখ্যা	শতকরা হার
১-১০	২৩	১৪.৬
১০-২০	১২	১৪.০
২১-৩০	১৭	১০.৮
৩১-৪০	২৫	১৫.৯
৪০ শতাংশের উপরে	৭০	৪৪.৬
মোট	১৫৭	১০০.০
গড় ১০৭ শতাংশ		

৬.৬: প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত মালিকানাধীন জমির প্রাপ্ত মূল্য

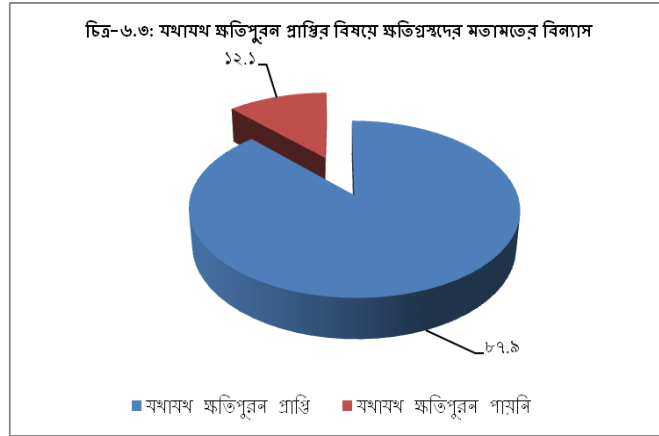
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানা এবং নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ থানার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অবস্থিত হওয়ায় অধিগ্রহণকৃত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ কম বেশি হওয়ায় তাদের প্রাপ্ত মোট মূল্যের পরিমাণ ও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এর মধ্যে অধিগ্রহণকৃত জমির গ্রহণকৃত মূল্য সবচেয়ে বেশি ছিল ১০০,০০০ টাকা র উর্ধ্বে ১১০ জনের (৭০.১%)। ৪০,০০১-৬০,০০০ টাকা পেয়েছিল ১১ জন (৭.০%), ৬০,০০১-৮০,০০০ টাকা ৯ জন (৫.৭%), ৮০,০০১-১০০,০০০ টাকা ১৪ জন (৮.৯%) এবং সবচেয়ে কম ২০০০০ টাকা পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পেয়েছিল ৫ জন (৩.২%)। গড়ে প্রতি ক্ষতিগ্রস্থ মালিক জমির মূল্য বাবদ পেয়েছেন ৪,৪১,৪২০ টাকা।

সারণি-৬.৪: প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত মালিকানাধীন জমির প্রাপ্ত মূল্য

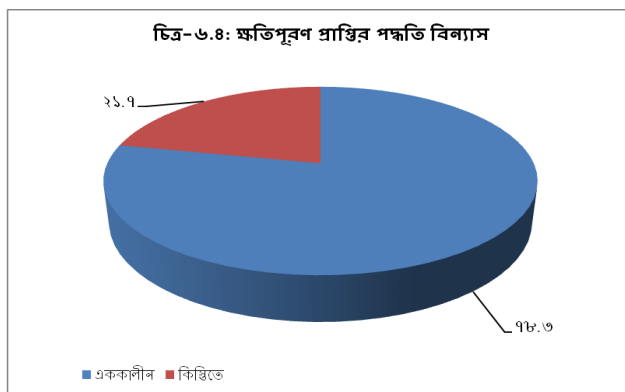
জমির মূল্য(টাকা)	সংখ্যা	শতকরা হার
২০,০০০ টাকা পর্যন্ত	৫	৩.২
২০০০১-৪০০০০	৮	৫.১
৪০০০১-৬০০০০	১১	৭.০
৬০০০১-৮০০০০	৯	৫.৭
৮০০০১-১০০০০০	১৪	৮.৯
১০০০০০ টাকার বেশি	১১০	৭০.১
মোট	১৫৭	১০০.০
গড় টাকা ৪৪৬,৪২০		

৬.৭: অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণ বিষয়ক তথ্য

প্রকল্প শুরুর পর্যায়ে জমির মালিকদেরকে রাজউক থেকে বিভিন্ন অজ্ঞিকার করা হয়েছিল। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে কিন্তু ক্ষতিপূরণের যে অজ্ঞিকার ছিল তা প্রাপ্তির ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মতামত এসেছে। ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের ১২.১ শতাংশই মনে করেন তারা প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পাননি। এ ব্যাপারে তাদের মতামত ছিলো এমন যে বিভিন্ন রকম দালালের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ সংগ্রহ, মালিকানা সমস্যা, জমির জরিপকারীর যথাযথ তথ্য সংগ্রহ না করা, স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যক্তিদের প্রলোভন ইত্যাদির কারণে তারা ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। রাজউকের প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বলা হয় যে, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদান রাজউক এর এস্টেট শাখার মাধ্যমে স্থানীয় উপজেলা ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের অফিস দাবীকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যবস্থা করা হয়। যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মতামতের ভিত্তিতে তাদের বিন্যাস নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো হলো।



পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকেরা রাজউক হতে অজ্ঞিকারকৃত ক্ষতিপূরণের টাকা এককালীন এবং কিস্তি এ দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রহণ করেন। তবে সবচেয়ে বেশি জমির মালিকই ক্ষতিপূরণ এককালীন গ্রহণ করেন ১২৩ জন (৭৮.৩%) এবং কিস্তিতে গ্রহণ করেন ৩৪ জন (২১.৭%)।



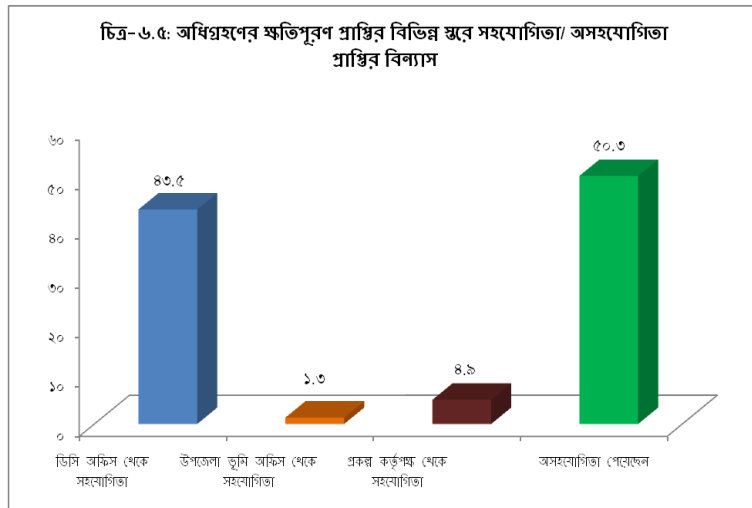
স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের জমির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় রাজউক হতে এককালীন গ্রহণকৃত ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি -২৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে এককালীন পেয়েছেন ৪৮ জন (৩৯.০%) এবং সবচেয়ে কম এককালীন ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত পেয়েছেন ১৩ জন (১০.৬%)। বিস্তারিত নিম্নের সারণি-৬.৫ তে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-৬.৫: এককালীন গ্রহণকৃত টাকার পরিমাণ বিন্যাস

টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার
০ হতে ৫০০০০	১৩	১০.৬
৫০০০১ হতে ১০০০০০	২৩	১৮.৭
১০০০০১ হতে ১৫০০০০	২৪	১৯.৫
১৫০০০১ হতে ২০০০০০	৫	৪.১
২০০০০১ হতে ২৫০০০০	১০	৮.১
২৫০০০০ টাকার বেশি	৪৮	৩৯.০
মোট	১২৩	১০০.০

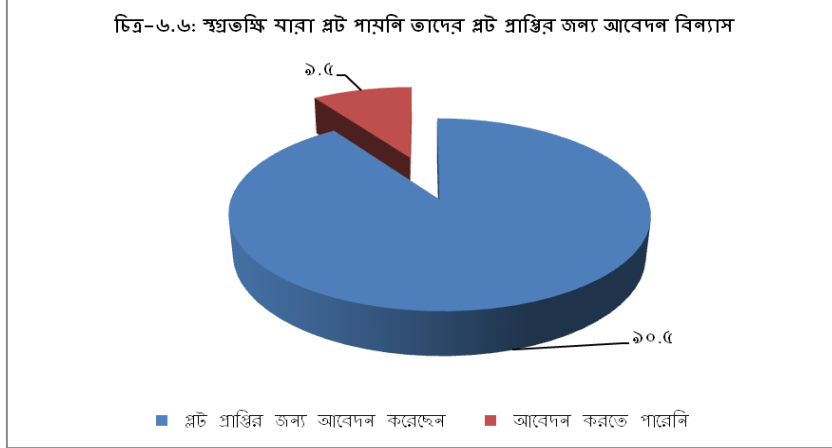
জমির পরিমাণের উপর ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ নির্ভর করে। এখানে রাজউক ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ক্ষতি গ্রন্থদের বিঘাপ্রতি এক লক্ষ টাকা প্রদান করেছিল। ১ম ও শেষ কিস্তির ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ২৫০,০০০ টাকার উর্ধ্বে পেয়েছেন বেশিরভাগ জমির মালিক যথাক্রমে- ৬ জন (২০.৭%) এবং ৭ জন (২৮.০%)। সবচেয়ে কম টাকা ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১ম ও শেষ কিস্তিতে পেয়েছেন যথাক্রমে ৩ জন (১০.৩%) এবং ২ জন (৮.০%) জমির মালিক। বিস্তারিত সংযুক্তি ১ এ সারণি-৬.৬ তে উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদান রাজউক এর এস্টেট শাখার মাধ্যমে করা হয় এবং সেক্ষেত্রে তারা স্থানীয় উপজেলা ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের অফিসের মাধ্যমে দাবীকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদানে ব্যবস্থা করা হয়। জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ ও প্লট মালিকদের প্লট হস্তান্তর পর্যন্ত কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে অনেক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রন্থ জমির মালিক ও প্লট মালিকেরা কয়েক বছর ধরে এ পর্যায়গুলো পার করেছেন। এ সময় পার করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন সহযোগিতা পেয়েছেন/অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছেন। খানা জরীপে সর্বমোট ৩০৮ জনের মধ্যে মাত্র ১৫৩ জন (৪৯.৭%) ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা পেয়েছেন বলে মত দিয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ১৩৪ জন (৪৩.৫%) ডিসি অফিস কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন, উপজেলা ভূমি অফিস থেকে ৪ জন (১.৩%) এবং বাকী ১৫ জন (৪.৯%) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন বলে মতামত দিয়েছেন। বাকি ১৫৫ জন ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতার কথা অস্বীকার করেছেন। বিস্তারিত বিন্যাস নিম্নোক্ত চিত্রে দেখানো হলো।



৬.৮: ক্ষতিগ্রস্থদের প্লটের জন্য আবেদন ও প্লট প্রাপ্তির বিষয়ক তথ্য

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের স্থানীয় ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ যারা প্লট পায়নি অথবা মামলায় লিপ্ত ছিল তারা বেশিরভাগই প্লটের জন্য আবেদন করেছিলেন। চিত্র ৬.৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাধারণ ও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ যারা আবেদন করেও প্লট পাননি এমন সংখ্যাই বেশি ৩৮ জন (৯০.৫%) এবং আবেদন করেননি এমন মালিকের সংখ্যা ৪ জন (৯.৫%)। কিন্তু অনেক স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ আগেই ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রকল্প এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন এবং ঠিকানা না থাকায় তাদের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি।



সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ ও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থগণ প্লটের জন্য আবেদন করেও প্লট না পাওয়ার অনেকগুলো কারণ উল্লেখ করেন। সারণি-৬.৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশি সংখ্যক লোক ৮ জন (২১.১%) প্লট না পাওয়ার কারন সম্পর্কে সদুত্তর দিতে পারেনি। অন্যান্যদের মধ্যে ১৮.৪ শতাংশ মনে করে প্লট প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগত ব্যাপারে তারা সচেতন ছিল না/ গুরুত্ব ছিল না, ১৫.৮ শতাংশ মনে করে সময়মত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করার জন্য, ১৩.২ শতাংশ মনে করে রাজউকের শর্তানুযায়ী বসতিভিটার অতিরিক্ত জমি ছিলনা এবং ১০.৫ শতাংশ মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্লট পায়নি বলে মনে করে। ৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পের জরীপকালীন গাফিলতি/ রাজউক এর ভুলত্রুটি, আবেদনপত্রে ত্রুটির কারণে আবেদন করেও প্লট পায়নি।

সারণি-৬.৭: প্লটের জন্য আবেদন করেও প্লট না পাওয়ার কারণ

কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার
বসতিভিটার অতিরিক্ত জমি ছিলনা	৫	১৩.২
আবেদনপত্রে ত্রুটি ছিল	২	৫.৩
জমির পরিমাণ কম ছিল	২	৫.৩
সময়মত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করার জন্য	৬	১৫.৮
প্রকল্পের জরীপকালীন গাফিলতি/ রাজউক এর ভুল ছিল	২	৫.৩
মামলা সংক্রান্ত জটিলতা	৪	১০.৫
দুর্নীতি হয়েছে	১	২.৬
প্লট প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগত ব্যাপার জানা ছিল না/ কোন গুরুত্ব নেই	৭	১৮.৪
দালালরা ধোকা দিয়েছে	১	২.৬
জানিনা	৮	২১.১
মোট	৩৮	১০০.০

সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যারা প্লটের জন্য আবেদন করনি/ করতে পারেনি এমন মোট ৪ জনের সাথে কথা বলে জানা যায় জমির পরিমাণ কমেব কারণে, এ্যাওয়ার্ড কাগজ হারিয়ে যাওয়ার কারণে, স্থানীয় দালালরা ধোকা দিয়েছে, এবং কাগজপত্র জমা নেয়নি বলে প্লটের জন্য আবেদন করতে পারেননি | বিস্তারিত সংযুক্তি ১ এ সারণি-৬.৮-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে এ প্রকল্পে সর্বপ্রথম ভূমি অধিগ্রহণের কাজ করা হয়। এ প্রকল্পটির এরিয়া প্রায় ৬,১৫০ একর এবং এর চারপাশের সংযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন করতে গিয়ে প্রায় ৬,২২৭ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই বিশাল পরিমাণ ভূমির সাথে অসংখ্য লোকের মালিকানা যুক্ত থাকায় ভূমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য বাস্তবায়ন পর্যায়ে স্থানীয়/সাধারণ জনগণের সাথে রাজউক কর্তৃপক্ষের বিরোধ/সংঘর্ষ হয়। এ সকল সংঘর্ষে পুলিশসহ অনেকের প্রাণহানীও ঘটেছে। এমনকি বিভিন্ন ঠিকাদার ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথেও অনেক সংঘর্ষের ঘটেছে। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পায়নি তাদের মধ্যে ৯০.৫ শতাংশই বলেন জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধ/সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

সারণি-৬.৯: জমি অধিগ্রহণকালীন রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের বিরোধ

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩৮	৯০.৫
না	৪	৯.৫
মোট	৪২	১০০.০

৬.৯: প্লট না পাওয়ায় বা না নেওয়ায় ক্ষতি বা ঝুঁকির সম্মুখিন

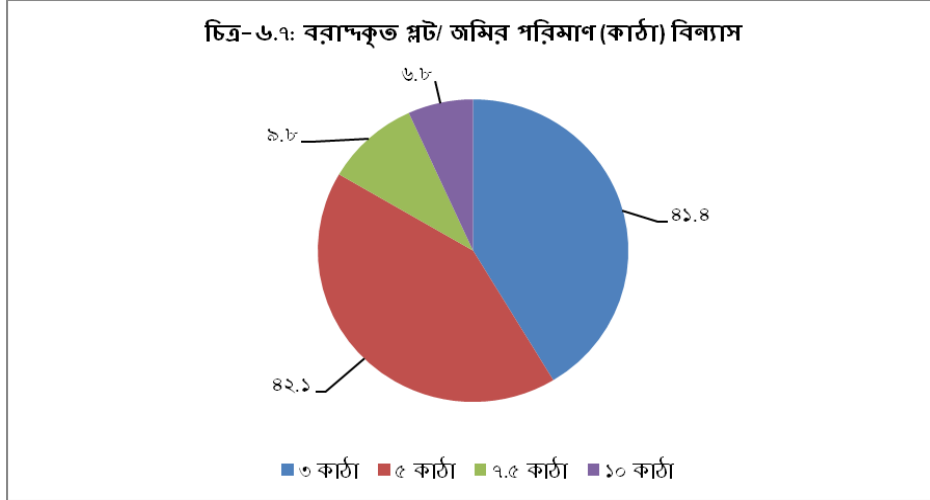
প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায়ে সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত যারা প্লট পায়নি অথবা মামলায় লিপ্ত রয়েছে তাদের বেশিরভাগ উত্তরদাতারই অনেক জায়গা সম্পত্তি ছিল। আজ তারা ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়েছেন। রাজউক হতে অঙ্গিকারকৃত ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় বেশিরভাগ উত্তরদাতা ৯২.৯ শতাংশ মনে করেন প্লট না পাওয়ায় তাদের অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে। ৪.৮ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক বলেছেন তাদের মোটামুটি ক্ষতি হয়েছে এবং মাত্র ২.৪ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত মালিক বলেছেন তাদের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। প্লট না পাওয়ায় বা না নেওয়ায় কোন ক্ষতি বা ঝুঁকির সম্মুখিন হয়নি এমন উত্তরদাতা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সারণি ৬.১০: প্লট না পাওয়ায় বা না নেওয়ায় ক্ষতি বা ঝুঁকির সম্মুখিন

ক্ষতি বা ঝুঁকি সংক্রান্ত মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হয়নি		
সামান্য	১	২.৪
মোটামুটি	২	৪.৮
অনেক	৩৮	৯২.৮
মোট	৪২	১০০.০

৬.১০: বরাদ্দকৃত প্লট/ জমির পরিমাণ(কাঠা) বিন্যাস

প্রকল্পে মোট ভিন্ন ভিন্ন ৪ (চার) আকারের প্লট তৈরী করা হয়েছে। প্লটগুলো যথাক্রমে ৩ কাঠা, ৫ কাঠা, ৭.৫ কাঠা ও ১০ কাঠা আয়তনের। সারণি-৬.১৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, লটারীতে প্রাপ্ত প্লট মালিক ও ক্ষতিগ্রস্থ প্লট মালিকদের মোট ২৬৬ জনের মধ্যে ৫ কাঠা আয়তনের প্লট মালিক সবচেয়ে বেশি ১১২ জন (৪২.১%) এবং ১০ কাঠা আয়তনের প্লট মালিক সবচেয়ে কম ১৮ জন (৬.৮%)। বিস্তারিত চিত্র-৬.৭ তে দেখানো হয়েছে।



৬.১১: পূর্বাচলের প্লটের জন্য আবেদনের সাল ও জমাকৃত অর্থ

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লটের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বিভিন্ন সালে আবেদন করেছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্থ প্লটের জন্য আবেদনই করতে পারেনি। জরীপে দেখা যায় যে প্লটের জন্য আবেদনকারী সর্বমোট ৩০৪ জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন করেছিলেন যথাক্রমে-২০০২ সালে ৮৪ জন (২৭.৬%), ২০০১ সালে ৬২ জন (২০.৪%), ২০০৮ সালে ৫৫ জন (১৮.১%), ২০০৪ সালে ৫২ জন (১৭.১%) এবং ২০০৩ সালে ২৮ জন (৯.২%)। আবেদনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে কম আবেদনের সংখ্যা ছিল ১৯৯৯ সালে ১ জন (০.৪%) করে। বিস্তারিত বিন্যাস সংযুক্তিতে (সারণি-৬.১১ ও ৬.১২) দেওয়া হলো।

৬.১২: আবেদনের সাথে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ(টাকা)

প্রকল্পে প্লটের জন্য আবেদনকৃত বেশিরভাগ উত্তরদাতার (৩৩.৩%) জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩০,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা করে ছিল ২১.০% উত্তরদাতার, ৭৫,০০০ টাকা ছিল ১৪.৮% উত্তরদাতার, ১,০০,০০০ টাকা ছিল ১১.৯% এবং সবচেয়ে কম উত্তরদাতা ১ জন (১.০%) জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ টাকা।

৬.১৩: রাজউক কর্তৃক প্লটের জন্য নির্বাচিতসাল

পূর্বাচল প্রকল্পে বরাদ্দ প্রাপ্ত প্লট মালিকগণ বিভিন্ন সালে প্লটের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সারণি-৬.২৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্লট প্রাপ্ত ২৬৬ জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাজউক কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে-২০০৪ সালে ৬৪ জন (২৪.৪%), ২০০২ সালে ৫৭ জন (২১.৪%), ২০০৩ সালে ৪২ জন (১৫.৮%), ২০০৮ সালে ৩৭ জন (১৩.৯%), ২০০৯ সালে ১৫ জন (৫.৬%)। নমুনা জরীপের প্লট প্রাপ্তদের মধ্যে সবচেয়ে কম সংখ্যক নির্বাচিত হয়েছিলেন ১ জন (০.৪%) ১৯৯৯ সালে। বিস্তারিত বিন্যাস সংযুক্তিতে-১ (সারণি-৬.১৩) দেওয়া হলো।

৬.১৪: নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের সাল

পূর্বাচল প্রকল্পের বিভিন্ন শ্রেণীর প্লট মালিকগণ বিভিন্ন সালে প্লটের মূল্য পরিশোধ করেছেন। সারণি-৬.১৪ (সংযুক্তি ১ এ দেয়া হয়েছে) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্লট প্রাপ্ত ২৬৬ জনের মধ্যে ২৪০ জন প্লটের মূল্য পরিশোধ করেছেন এবং এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্লট মালিক ৩৪ জন (১৪.২%) প্লটের মূল্য পরিশোধ করেছেন ২০০৬ সালে। ২০০৫ সালে মূল্য পরিশোধ করেছেন ৩২ জন (১৩.৩%), ২০১২ সালে ৩১ জন (১২.৯%) এবং ২০১১ সালে ২৫ জন (১০.৪%)। সবচেয়ে কম সংখ্যক প্লট মালিক ১ জন (০.৪%) ২০০১ সালে মূল্য পরিশোধ করেছেন। প্লট প্রাপ্তদের মধ্যে ২৬ জন অদ্যাবধিও তাদের প্লটের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে পারেনি।

৬.১৫: কিস্তি পরিশোধের তারিখ ও টাকার পরিমাণ

প্লট প্রাপ্ত মালিকগণ সাধারণত তিন কিস্তিতে প্লটের জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন। প্লটের মোট মূল্য প্লটের আকারের উপর নির্ভর করে। একজন প্লট মালিক ১ম, ২য় এবং ৩য় কিস্তিতে গড়ে যথাক্রমে-১,৫২,১৭৫ টাকা, ১,৯৪,৪৯২ টাকা এবং ১,৮৭,৭৩৪ টাকা পরিশোধ করেছেন। বিস্তারিত বিন্যাস সংযুক্তিতে -১ সারণি-৬.১৫ এ দেওয়া হলো।

৬.১৬: প্রকল্প এলাকায় কাঠা প্রতি জমির মূল্য বিন্যাস

প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে একটি বড় এলাকা (প্রায় ৬,১৫০ একর) জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এই বিশাল ভূমির কোথাও খাল-বিল, কোথাও বন-জঙ্গল এবং কোথাও কোথাও টিলা ও অনাবাদি জায়গা ছিল তাই স্থান ভেদে জমির মূল্যের তারতম্য অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। মোট ৩০৮ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৬৬ জনের কাছ থেকে উক্ত প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩০০,০০০ ও ২,০০০ টাকা এবং গড় মূল্য ছিল ১,২৫,৩৩৯ টাকা।

সারণি-৬.১৬: কাঠা প্রতি জমির পূর্বের গড় মূল্য বিন্যাস

টাকা	সংখ্যা	শতকরা হার
০-২৫০০	২৫	৯.৪
২৫০১-৫০০০	৬০	২২.৫
৫০০১-৭৫০০	৬	২.৩
৭৫০১-১০০০০	০	০.০
১০০০০ উপরে	১৭৫	৬৫.৮
মোট	২৬৬	১০০.০
গড় মূল্য-১,২৫,৫২৫		

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকাটি একটি অবহেলিত এলাকা ছিল এবং এলাকাটিতে ভাল কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। এলাকার লোকজন তাদের উৎপাদিত পণ্য অনেক কষ্ট করে বাজারজাত করতো এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করতো। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকাটির জমির মূল্য অনেক কম ছিল কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার পর ৩০০ ফুট প্রশস্ত লিংক রোড নির্মাণের ফলে এলাকাটির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির পাশাপাশি এলাকাটি একটি পরিকল্পিত নগরায়নে রূপ নিচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে ফলে প্রকল্প এলাকার জমির চাহিদা এবং মূল্য অনেক অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে। জরিপে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় কাঠা প্রতি জমির বর্তমান বাজার গড় মূল্য দাঁড়ায় ৩৮,৫৪,৩২৭ টাকা।

সারণি-৬.১৭: কাঠা প্রতি বর্তমান বাজার মূল্য বিন্যাস

টাকা	সংখ্যা	শতকরা হার
০-৫০০০০	২২	৮.৩
৫০০০০-১০০০০০	০	০.০
১০০০০১-১৫০০০০	২	০.৮
১৫০০০১-২০০০০০	৬	২.৩
২০০০০১-২৫০০০০	১০	৩.৮
২৫০০০১-৩০০০০০	৭৯	২৯.৭
৩০০০০০ উপরে	১৪৭	৫৫.৩
মোট	২৬৬	১০০.০
গড় মূল্য-৩৮,০৪,৩২৩		

৬.১৭: প্লটের মালিকানা হস্তান্তর বিষয়ক তথ্য

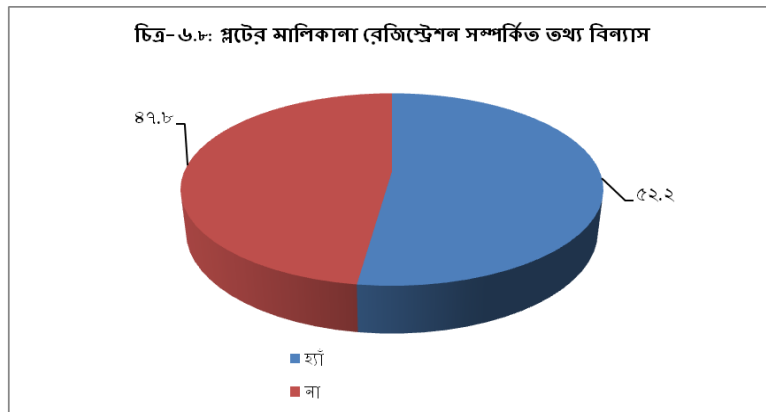
সমীক্ষায় দেখা যায় যে, স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ ও লটারীতে প্লট প্রাপ্তদের ২৬৬ জনের মধ্যে প্লটের মালিকানা বুঝে পেয়েছেন ১৩৮ জন (৫১.৯%) এবং ১২৮ জন (৪৮.১%) বিভিন্ন কারণে এখনো প্লট বুঝে পায়নি।

সারণি-৬.১৮: প্লটের মালিকানা বিষয়ক তথ্য বিন্যাস

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
প্লটের মালিকানা বুঝে পেয়েছেন	১৩৮	৫১.৯
মালিকানা বুঝে পায়নি	১২৮	৪৮.১
মোট	২৬৬	১০০.০

প্রকল্পের বিভিন্ন শ্রেণীর প্লট মালিকগণ বিভিন্ন সালে প্লটের মালিকানা বুঝে পেয়েছেন। জরীপে দেখা যায় যে, প্লট প্রাপ্ত ২৬৬ জনের মধ্যে যে ১৩৮ জন মালিকানা বুঝে পেয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৫ জন (২৫.৪%) প্লটের মালিকানা বুঝে পেয়েছেন ২০১৬ সালে। ২০১৭ সালে প্লটের মালিকানা বুঝে পেয়েছেন ১৮ জন (১৩.০%), ২০১২ সালে ১৫ জন (১০.৯%), ২০১৫ সালে ১১ জন (৮.০%) এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক ১ জন (০.৭%) প্লটের মালিকানা বুঝে পেয়েছেন ২০০৫ সালে। বিস্তারিত সংযুক্তি ১ এ সারণি-৬.১৯ তে দেয়া হলো।

নমুনা খানা জরীপে দেখা যায় যে, প্লটের মালিকানা প্রাপ্ত ১৩৮ জনের মধ্যে প্লটের মালিকানা রেজিস্ট্রেশন করেছেন ৭২ জন (৫২.২%) এবং ৬৬ জন (৪৭.৮%) বিভিন্ন কারণে এখনো রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারেননি বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিস্তারিত চিত্র-৬.৯ তে দেখানো হয়েছে।



পূর্বাচল প্রকল্পে রাজউক কর্তৃক প্লট হস্তান্তরের সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্লট মালিকদের জমির পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে। নিম্নের সারণি-৬.২০ তে দেখা যায় যে, জরিপকৃত মোট ২৬৬ জন প্লট মালিকদের মধ্যে ২১৬ জন (৯৫.২%) প্লট মালিকদের জমির পরিমাণ কোন হ্রাস/বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেনি এবং খুব কম সংখ্যক ১১ জন (৪.৮%) প্লট মালিকদের জমির পরিমাণ হ্রাস/ বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে।

সারণি-৬.২০: প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় প্রকৃত জমির পরিমাণহ্রাস/ বৃদ্ধির ঘটনা বিন্যাস

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
প্লট হস্তান্তরে জমি হ্রাস/ বৃদ্ধি ঘটেছে	১১	৪.৮
প্লট হস্তান্তরে জমি হ্রাস/ বৃদ্ধি ঘটেনি	২১৬	৯৫.২
মোট	২২৭	১০০.০

রাজউক কর্তৃক প্লট হস্তান্তরের সময় হ্রাস/বৃদ্ধির ঘটনায় জরিপকৃত মোট ১১ জন প্লট মালিকদের মধ্যে ৭ জনের (৬৩.৬%) জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং ৪ জনের (৩৬.৪%) জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-৬.২১: হ্যাঁ হলে প্রকৃত জমির পরিমাণ কোনটি ঘটেছে

জমির পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্রাস	৭	৬৩.৬
বৃদ্ধি	৪	৩৬.৪
মোট	১১	১০০.০

রাজউক কর্তৃক পূর্বাচল প্রকল্পে প্লট হস্তান্তরের সময় জরিপকৃত যে ৭ জনের জমি হ্রাস পেয়েছে তার মধ্যে মাত্র ১ জন (১৪.৩%) জমির মূল্য ফেরত পেয়েছেন এবং বাকি ৬ জন (৮৫.৭%) বিভিন্ন কারণে এখনো হ্রাসকৃত জমির মূল্য ফেরত পায়নি।

সারণি-৬.২২: প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় প্রকৃত জমির পরিমাণহ্রাস হয়ে থাকলে হ্রাসকৃত জমির মূল্য ফেরত

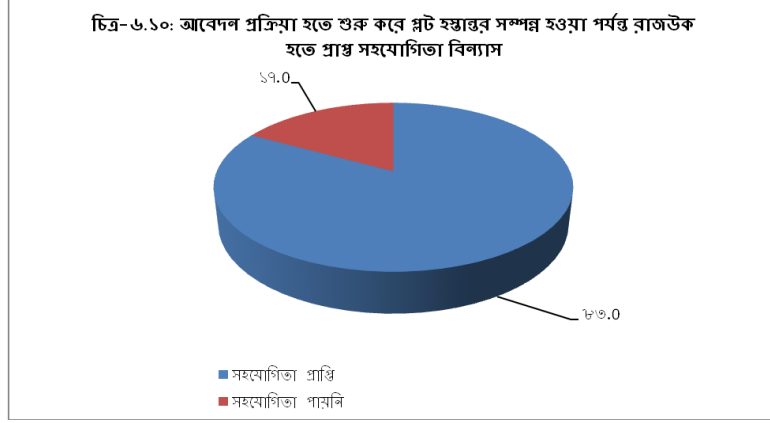
মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১	১৪.৩
না	৬	৮৫.৭
মোট	৭	১০০.০

রাজউক কর্তৃক প্লট হস্তান্তরের সময় জরিপকৃত প্লট মালিকদের মধ্যে মাত্র ৪ জনের জমি বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে ২ জন (৫০.০%) জমির মূল্য পরিশোধ করেছেন এবং বাকি ২ জন (৫০.০%) বিভিন্ন কারণে এখনো বর্ধিত জমির মূল্য পরিশোধ করতে পারেননি।

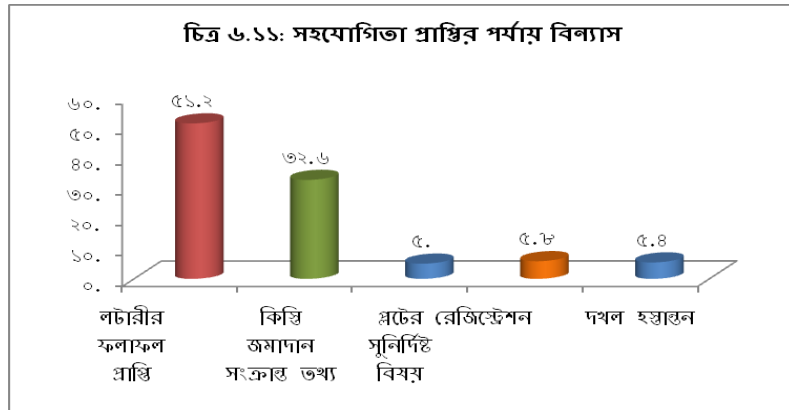
সারণি-৬.২৩: প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বর্ধিত জমির জন্য মূল্য পরিশোধ বিন্যাস

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২	৫০.০
না	২	৫০.০
মোট	৪	১০০.০

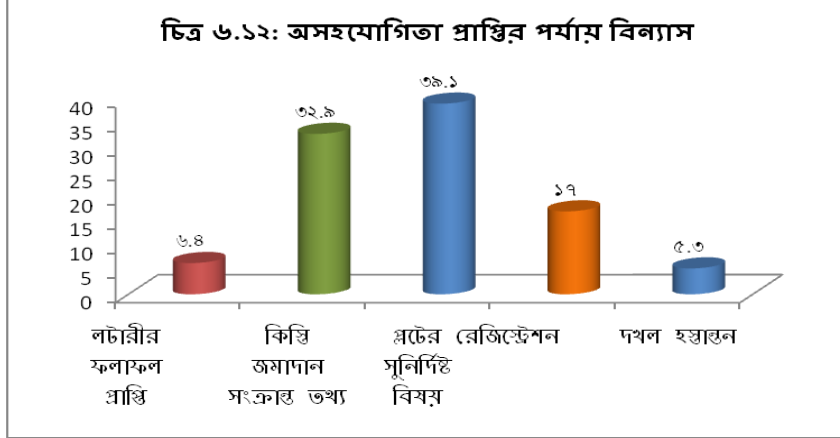
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের নমুনা খানা জরীপের প্লট প্রাপ্ত ও ধরণের সর্বমোট ২৬৬ জন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। চিত্র ৬.১০ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ২২১ জন (৮৩.০%) উত্তরদাতাই মনে করে রাজউক কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা পেয়েছেন এবং ৪৫ জন (১৭.০%) উত্তরদাতাই মনে করে রাজউক কর্তৃক কোন প্রকার সহযোগিতা পায়নি। বিস্তারিত পাই ছকে চিত্র ৬.১০ এ দেখানো হলো।



পূর্বাচল প্রকল্পের প্লটের আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত একই উত্তরদাতা রাজউক হতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসহযোগিতা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন। চিত্র ৬.১১ বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে ২২১ জন সহযোগিতা পেয়েছেন বলে মত দিয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১৩ জন (৫১.২%) মনে করে লটারীর ফলাফল প্রাপ্তিতে বেশি সহযোগিতা পেয়েছেন। কিন্তু জমাদান সংক্রান্ত বিষয়ে ৭২ জন (৩২.৬%), রেজিস্ট্রেশনে ১৩ জন (৫.৮%), দখল হস্তান্তরে ১২ জন (৫.৪%) এবং প্লটের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ১১ জন (৫.০%) উত্তরদাতা সহযোগিতা পেয়েছেন বলে মত দিয়েছেন।



পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের নমুনা খানা জরীপের প্লটের আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত ৯৪ জন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে অসহযোগিতার বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। তাদের ভাষ্য মতে প্রকল্পের আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করতে হয় এবং এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করতে গিয়ে রাজউক কর্তৃক কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন প্রকার সহযোগিতা পাননি, অসহযোগিতার স্বীকার হয়েছেন। চিত্র ৬.১২ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ৩৬ জন (৩৯.১%) উত্তরদাতা মনে করে প্লটের সুনির্দিষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে বেশি অসহযোগিতার স্বীকার হয়েছেন। কিন্তু জমাদান সংক্রান্ত তথ্য ৩১ জন (৩২.৯%), রেজিস্ট্রেশন ১৬ জন (১৭.০%), লটারীর ফলাফল প্রাপ্তি ৬ জন (৬.৪%) এবং দখল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে ৫ জন (৫.৩%) উত্তরদাতা মনে করে এই পর্যায়গুলোতে অসহযোগিতার স্বীকার হয়েছেন।



৬.১৮: ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্পের ভূমিকা

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে কতখানি ভূমিকা রাখবে এ প্রশ্নের জবাবে ২৬৫ উত্তরদাতা তথ্য প্রদান করেন। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৪৬ জন (৫৫.১%) উত্তরদাতাই মনে করেন ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্প অনেক বেশি ভূমিকা রাখবে। ১১৭ জন (৪৩.৮%) মনে করেন মোটামুটি ভূমিকা রাখবে এবং খুব অল্প সংখ্যক ২ জন (০.৮%) উত্তরদাতা মনে করেন বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে প্রকল্পটি সামান্য ভূমিকা রাখবে।

সারণি-৬.২৪: ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্পের ভূমিকার বিন্যাস

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
সামান্য	২	০.৮
মোটামুটি	১১৭	৪৩.৮
অনেক	১৪৬	৫৫.১
মোট	২৬৫	১০০.০

৬.১৯: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুযোগ সুবিধাসমূহ

নমুনা খানা জরীপের উত্তরদাতা দের মধ্যে ২৫৫ জনের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। তাদের ভাষ্য মতে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সবচেয়ে বেশি ১৩৮ জন (৫৪.১%) উত্তরদাতাই মনে করেন অনেক সুযোগ-সুবিধাদি বাড়বে। ১১১ জন (৪৩.৫%) মনে করেন মোটামুটি সুযোগ-সুবিধাদি বাড়বে এবং খুব কম সংখ্যক ৬ জন (২.৪%) উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ক্ষতিগ্রস্থদের সামান্য সুযোগ-সুবিধাদি বাড়বে।

সারণি-৬.২৫: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুযোগ সুবিধাসমূহের বিন্যাস

মতামত	সংখ্যা	শতকরা হার
সামান্য	৬	২.৪
মোটামুটি	১১১	৪৩.৫
অনেক	১৩৮	৫৪.১
মোট	২৫৫	১০০.০

৬.২০: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগনের ক্ষতি/ঝুঁকির মতামত

নমুনা খানা জরীপের মোট ৩০৮ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৬২ জন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগনের ক্ষতি/ঝুঁকির বিষয়ে তথ্য প্রদান করেন। সারণি-৬.২৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতার মধ্যে ১০৫ জন (৪০.১%) মনে করেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণ মোটামুটি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। ১১১ জন (৪৩.৫%) মনে করেন মোটামুটি এবং খুব কম সংখ্যক উত্তরদাতা ৬ জন (২.৪%) মনে করেন স্থানীয় জনগণ সামান্য ক্ষতি/ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন। ১৬ জন (৬.১%) উত্তরদাতা মনে করেন স্থানীয় জনগণ কোন ক্ষতি/ঝুঁকির সম্মুখীন হয়নি।

সারণি-৬.২৬: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগনের ক্ষতি/ঝুঁকির মতামত বিন্যাস

ক্ষতির পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার
হয়নি	১৬	৬.১
সামান্য	১০১	৩৮.৫
মোটামুটি	১০৫	৪০.১
অনেক	৪০	১৫.৩
মোট	২৬২	১০০.০

৬.২১: প্রকল্প বিলম্বের ফলে সামাজিক ক্ষতি/ঝুঁকির মতামত

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের নমুনা খানা জরীপের প্লট প্রাপ্ত ২৬৬ জনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যেহেতু ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং প্লট প্রাপ্তদের মধ্যে বেশকিছু সংখ্যক মারা গেছেন, তারা প্রকল্পের সফল ভোগ করতে/দেখে যেতে পারেনি। Allottee-দের মধ্যে অনেকেরই বয়স হয়েছে তাই তারাও এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও সফলের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছেন না। সারণি-৬.২৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়াতে সবচেয়ে বেশি ১৬০ জন (৬০.২%) উত্তরদাতাই মনে করে মোটামুটি ক্ষতি/ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন। ৪৬ জন (১৭.৩%) অনেক ক্ষতি/ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন, ৩৯ জন (১৪.৭%) সামান্য ক্ষতি/ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে এবং খুব সামান্য সংখ্যক ২১ জন (৭.৯%) উত্তরদাতা মনে করেন তারা কোন ক্ষতি/ঝুঁকির সম্মুখীন হয়নি।

সারণি-৬.২৭ : প্রকল্প বিলম্বের ফলে সামাজিক ক্ষতি/ঝুঁকির মতামত বিন্যাস

সামাজিক ক্ষতি/ঝুঁকি	সংখ্যা	শতকরা হার
হয়নি	২১	৭.৯
সামান্য	৩৯	১৪.৭
মোটামুটি	১৬০	৬০.২
অনেক	৪৬	১৭.৩
মোট	২৬৬	১০০.০

সপ্তম-অধ্যায়

প্রকল্পের সবলতা (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity) এবং ঝুঁকি (Threat) সমূহ পর্যালোচনা

প্রকল্পের সবলতা (Strength) বা ইতিবাচক দিকসমূহঃ

- ১। আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত পরিকল্পিত নগরায়নের বিবেচনায় রেখে অবকাঠামো কার্যক্রম চয়ন ও বাস্তবায়নে বিলম্বিত হলেও কাংখিত মাত্রা যুক্ত করেছে।
- ২। যানজটে অতিষ্ট ঢাকা নগরবাসীর জন্য ৩০০ ফুট প্রশস্ত (১৩.১৩ কিঃমিঃ) দীর্ঘ লিংক রোড নির্মাণ করে প্রকল্প এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।
- ৩। প্রকল্পের আওতায় ৩.১০ কিঃমিঃ দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং টাংগাইল সড়কসহ বিমানবন্দর, বসুন্ধারা আবাসিক এলাকাসহ প্রকল্প এলাকার ৩০০ ফুট প্রশস্ত লিংক রোডের সাথে সংযোগের মাধ্যমে রেলক্রসিং সংলগ্ন দীর্ঘস্থায়ী যানজট নিরসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে।
- ৪। প্রকল্প এলাকায় ৪৩কিঃমিঃ লেক, ৫.২ কিঃমিঃ খাল নির্মাণসহ প্রায় ৮ কিঃমিঃ লেক/খাল/নদীর তীর বাধাই করে সৌন্দর্য্য বর্ধনসহ পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।
- ৫। পরিকল্পিত নগরায়নের প্রয়াসে আবাসিক, রাস্তা প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প পার্ক, সবুজ ও উন্মুক্তস্থান, লেক ও খাল, ক্রীড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক অবকাঠামো আনুপাতিক হারে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে ঢাকা শহরের পাশের এলাকায় নতুন শহর সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধান করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হবে বলে আশা করা যায়।
- ৬। প্রকল্পের আওতায় ৬১৫০ একর জমিতে বিভিন্ন আকারের ২৬,০০০ টি আবাসিক প্লট এবং নাগরিক সুবিধাসহ ৬২,০০০টি এপার্টমেন্ট নির্মিত হবে যার মাধ্যমে বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধান করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে।
- ৭। সময়ের চহিদা অনুযায়ী আধুনিক ও টেকসই অবকাঠামোর ডিজাইন অ নুসরণের ব্যবস্থাসহ যার মূল্য স্বাভাবিকভাবে বেশী RDPPতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- ৮। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ২০ বছর পার হলেও প্রকল্প এলাকায় বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি এসত্ত্বেও জমির দাম বেড়েছে ২০ থেকে ২৫ গুন।

প্রকল্পের দুর্বল (Weakness) বা নেতিবাচক দিকসমূহঃ

- ১। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৯৫ ইং সনে শুরু হয়ে মার্চ ২০১৭ ইং পর্যন্ত প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি ৫৭% ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৩৫% যা অত্যন্ত হতাশাজনক।
- ২। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করাসহ ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধানকল্পে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টি করে ঢাকা শহরের পাশে এলাকায় নতুন আবাসিক এলাকা তৈরি

করা এ প্রকল্পের প্রদান উদ্দেশ্য হলেও দুর্ভাগ্য ক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত চূড়ান্ত ছাড়পত্র অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

৩। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক শুরুতে প্রকল্পে পানি ও পয়ঃব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আশ্বাস দিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে অপারগতা প্রকাশ করে যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় যা প্রকল্পের জন্য ক্ষতিকর।

৪। ডেসকো ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্তমান পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্যক্রম শুরু করে পরবর্তীতে তা বন্ধ করে দেয় যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

৫। বিল প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা (প্রকল্পের একটি বিল চূড়ান্ত অনুমোদন দিতে রাজউকের ৫২ টি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় বলে জানা যায়) যা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব সৃষ্টি করেছে।

প্রকল্পের সুযোগ (Opportunity)

১। প্রকল্পের আওতায় সকল প্রকার অবকাঠামোসহ লিংক রোড ও ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসন সমাধানসহ ঢাকা শহরের পাশের এলাকায় নতুন শহর সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধান করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। প্রকল্পটি সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাইল ফলক হিসেবে এ প্রকল্পটি বিবেচিত হবে এবং দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবে বাড়বে।

৩। প্রকল্পের শুরুতে ৩০০ ফুট চওড়া লিংক রোড এবং কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রস্তাবনা ছিলনা যা পরবর্তীতর অন্তর্ভুক্ত ও নির্মাণের ফলে প্রকল্প এলাকাসহ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে সেই সাথে প্রকল্প ও আশে পাশের জমির দাম বহুগুন বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

প্রকল্পের ঝুঁকি (Threat)

১। জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন না করেই জমি দখলে নেয়া এবং উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করার পাশাপাশি লটারীতে প্লট বরাদ্দ দেয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরূপ সম্পর্ক বিরাজ করেছে ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা ও ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

২। রাজউক কর্তৃক যখন প্রকল্পটি চয়নের করে তখন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতক বিষয়টি বিবেচনার গুরুত্ব ছিলনা কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া কাম্য ছিল যা প্রকল্পের জন্য ঝুঁকি হতে পারে।

৩। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে জটিলতা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমাপ্তকরণে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

৪। প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান জলাভূমি ভরাট করে প্লট তৈরী করার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির রিচার্জ ব্যহত হচ্ছে সেই সাথে বন্যার জন্য রিটেনশন পন্ডের পরিমাণ কমে যাওয়ায় প্রকল্প এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির অভাব ও বন্যা নিয়ন্ত্রনের অসুবিধার কারণে প্রকল্পের জন্য ঝুঁকি হতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল (Major Findings)

১। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত ফলাফলঃ

এপ্রিল ২০১৭ ইং পর্যন্ত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি-৫৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি-৩৫% পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত সময়ে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৫% হওয়ায় কথা ছিল। প্রকল্প পরিচালকের প্রদত্ত তথ্য মতে, প্রকল্পের আরডিপিতে পাওয়ার প্লান্ট ও বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ, কমন ইউটিলিটি ডাক্ট, গ্যাস, টেলিফোন, ইত্যাদি যাতে ধরা অর্থ (যার পরিমাণ ২৩৫০ কোটি টাকা) বাদ রেখে হিসেব করা হলে প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৫০.৪১% (প্রায়) এবং যার তুলনায় প্রকল্পের হাল নাগাদ বাস্তব অগ্রগতি দাঁড়ায় ৭০% (প্রায়)।

২। প্রকল্পের ক্রয় সম্পর্কিত ফলাফলঃ

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবীক্ষণকৃত ২৮টি প্যাকেজের বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, নমুনা প্যাকেজের পিপিআর-২০০৩, পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে দরপত্র আহবান করা হয়। এর মধ্যে ১টি প্যাকেজ ৭২.৪৬% উর্দ্ধ দরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। দরপত্র আহবান তারিখ থেকে ২১ দিন সময়ের মধ্যে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র খোলার সময় মোট ৩ জন সদস্যর মধ্যে কমপক্ষে ১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৬ সদস্য দ্বারা গঠিত হয়েছিল যার মধ্যে ১-২ জন সদস্য অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরিবীক্ষণ করে দেখা যায় যে, কার্যাদেশে যে সময়ের মধ্যে কার্যক্রম সম্পন্ন করার কথা থাকলেও তা যথাসময়ে সমাপ্ত না করে অতিরিক্ত সময়ে সম্পন্ন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কার্যাদেশ প্রদান করতেও বিলম্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্যাকেজের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ-

কুড়িল ফ্লাইওভারের কাজ ০৮-০৪-২০১০ ইং তারিখে আরম্ভ হয়ে ০৭-০৪-২০১২ ইং তারিখে সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ থাকলেও প্রায় ৩ বৎসর দেরীতে ৩১-০৩-২০১৫ ইং তারিখে ৯৭% কাজ সম্পন্ন হয়ে ফ্লাইওভারটি চালু হয়েছে। সৌন্দর্য্য বর্ধন ও ফুটওভারব্রীজ নির্মাণ কাজ অর্থাৎ ৩% কাজ বাকী রয়েছে যা এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জানা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে খাল খনন, বিআরটি, এমআরটি, রেল এক্সটেনশন, জেট ফুয়েল পাইপ লাইন, কমন ইউটিলিটি ডাক্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী ট্রান্সফার স্টেশন সহ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এমতাবস্থায়, ফ্লাইওভারের কাজ কবে নাগাদ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হবে তা রাজউক নিশ্চিত করতে পারেনি। পূর্বাচল লিংক রোডের কাজ ২৫-০১-২০১৪ ইং তারিখে শুরু হয় এবং ২৪-০৭-২০১৬ ইং তারিখে সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ নির্ধারিত ছিল পরবর্তীতে তা বর্ধিত করে ২৪-০৪-২০১৭ ইং তারিখে সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ নির্ধারণ হলেও নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ২০% কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে রাজউক তা নিশ্চিত করতে পারেনি।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% দেখানো হলেও প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণ এবং এতদসংক্রান্ত ব্যয় ঢাকা জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক পরিশোধ করা হয়েছে বলে রাজউক উল্লেখ করেছে। বাস্তবে রূপগঞ্জ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত জটিলতা কম পরিলক্ষিত হলেও কালিগঞ্জ ব্যাপক জটিলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থদের সংঘাত লেগেই রয়েছে। রাজউক কালিগঞ্জ অংশের ভৌত অবকাঠামো বাস্তবায়নে সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে পারেনি। ভূমি

উন্নয়নে বাস্তব অগ্রগতি ৮০% দেখানো হয়েছে বাকী ২০% কাজ জুন-২০১৭ ইং সালের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত সময় নির্ধারিত হলেও ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত জটিলতায় তা কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে নিশ্চিত নয়। লেক ও খালের উন্নয়ন কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩০% দেখানো হয়েছে। বাস্তবে লেকাংশের ভূমি উন্নয়ন কাজ ডিজাইন ও চুক্তিমোতাবেক শেষ না হওয়ায় বর্তমানে বাস্তবতার নিরীখে সেখানকার লেক উন্নয়ন ও রক্ষাকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত সংশোধিত ড্রয়িং-ডিজাইন ও এস্টিমেট অনুযায়ী কাজ চলছে। ২৫ কিঃমিঃ লেক ও তৎসংলগ্ন উন্নয়নমূলক কাজ সেনাবাহিনীর ডিজেল প্লান্ট কর্তৃপক্ষ করতে দরখাস্ত করেছে যা রাজউক এর বিবেচনাধীন রয়েছে। বাকী ৭০% কাজ জুন-২০১৭ ইং সময়ের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত সময়সীমা থাকলেও তা জুন-২০১৮ ইং সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে নিশ্চিত নয়।

অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৪০% দেখানো হয়েছে। বাকী ৬০% নির্মাণ কাজ জুন-২০১৮ ইং সালের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ থাকলেও তা সম্পন্ন হবে বলে নিশ্চিত নয়। ডেন ও ক্রস ডেন নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% দেখানো হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০% নির্মাণ কাজ জুন-২০১৮ ইং সময়ের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত সময়সীমা থাকলেও তা সম্পন্ন হবে নিশ্চিত নয়। গাজীপুর অংশের ১৫টি ব্রীজ, ৫১ কিঃমিঃ রাস্তা ও প্লট পিলার নির্মাণের কাজ নৌবাহিনীকে দেয়া হয়েছে যা অতিশীঘ্রই কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়। ব্রীজ নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি ৫০% দেখানো হলেও মোট ৬১টি ব্রীজের মধ্যে ৩২টি সমাপ্ত হয়েছে, ৮টি চলমান রয়েছে এবং ২১টির এখনও কর্যাদেশ দেয়া হয়নি। অবশিষ্ট ৫০% নির্মাণ কাজ জুন-২০১৮ ইং সময়ের মধ্যে সম্পাদনের পরিকল্পিত সময়সীমা থাকলেও তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় না। অন্যান্য অঙ্গসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনা প্রতিবেদনের ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

৩। প্রকল্পের খানা জরিপের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়নের ফলাফলঃ

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজের জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে ছে। পরিবীক্ষণ কাজের শুরুতেই তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট তৈরী করা হয়ে ছে। মাঠ পর্যায়ে থেকে দ্বৈবচয়নের (Random Sampling) মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাইমারি তথ্য যেমন ভৌত অবকাঠামো সমূহের পরিমাপ, কাজের বিবরণ, ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাবলীর তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ে ছে। প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি চেকলিস্ট এর মাধ্যমে সেকেন্ডারি তথ্য যেমন- আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ও বরাদ্দের ব্যবহার, ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে ৪০টি কেআইআই সাক্ষাৎকার এবং ৫টি এফজিডির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোসমূহের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য সর্বমোট ২৬টি ল্যাভে ও মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে যার বিস্তারিত বর্ণনা প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত ফলাফলে দেয়া হয়েছে। ৩০৮টি খানা জরিপ কার্যক্রম সম্পন্নের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, দখল ও প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১টি আঞ্চলিক কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের স্টেক হোল্ডারদের উপস্থিতিতে প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় মতামত ও সুপারিশমালা ৯ম অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে।

৪। ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, দখল ও প্লট বরাদ্দ সম্পর্কিত ফলাফলঃ

ক। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থরা প্রথমে আন্দোলন, হামলা ও মামলায় লিপ্ত থাকলেও এখন তাদের অধিকাংশই সব কিছু ভুলে গিয়ে উন্নয়নের পক্ষে মত দিয়েছেন এবং পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পক্ষে তারা অবস্থান নিয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে অঙ্গীকারকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে বার বার উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে যাতে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে এবং মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। আন্দোলন, হামলা ও মামলার কারণে সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন

প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি। একই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের অনেকে রাজউক বরাবরে প্লটের জন্য দরখাস্ত করতে পারেননি ফলে বাড়ী-ঘর, বসতভিটা ও জমি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু সংখ্যক নিঃস্ব ও মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাদের ক্রন্দন, আর্তনাদ ও আহাজারী রাজউকের নতুন শহর উন্নয়ন কর্মকান্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকগণ জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, উচ্ছেদ ও দখল প্রক্রিয়ায় রাজউকের পদ্ধতি ও নীতিগত বৈষম্য ও হয়রানির স্বীকার হয়েছেন যা প্রকল্পের সুপারিশমালায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

খ। রাজউকের এস্টেট ও ভূমি শাখায় জমির আইডি, কিস্তি প্রদান, রেজিস্ট্রেশন, প্লট হস্তান্তর ইত্যাদি কর্মকান্ডে এক শ্রেণীর কর্মচারী ও দালাল চক্রের কাছে অনেক প্লট মালিকগণ হয়রানির স্বীকার হয়েছেন বা প্রতিনিয়ত হচ্ছেন। প্লট প্রাপ্তির ২০ বৎসরেও প্রকল্প এলাকায় বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় এবং বসবাস করতে না পারায় প্লট মালিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বসবাসের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে জরুরী ভিত্তিতে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার। এ সংক্রান্ত যাবতীয় করণীয় বিষয়াদি প্রকল্পের সুপারিশমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫ | প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত ফলাফলঃ

কাজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য প্রকল্প এলাকা থেকে সর্বমোট ২৬টি ল্যাবে ও মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। নির্মিত কয়েকটি রাস্তার ক্ষেত্রে ডিসিপি টেস্ট করে রাস্তার বেজ টাইপের কম্পেকশন যাচাই করা হয় যাদের ৫টির মধ্যে ৩টির গুণগতমান আশানুরূপ পাওয়া যায় এবং ২টির ফলাফলে সামানে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। সেতু এবং ফ্লাইওভারের ক্ষেত্রে হ্যামার টেস্ট এর মাধ্যমে কংক্রিটের স্ট্রেন্থ যাচাই করা হয় এবং গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অনুযায়ী পাওয়া যায়। রাস্তার কাজে ব্যবহৃত খোয়া, স্টোন চিপস্, বালি, ইত্যাদির প্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ (ACV & TFV) এলজিইডি ল্যাবরেটরীতে করা হয় এবং ব্যবহৃত মালামালের গুণগত মানে সামান্য বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। রাস্তার বিটুমিনাস লেয়ারের এক্সট্রাকশন টেস্টের ফলাফল কাঙ্ক্ষিত পাওয়া যায়। Gradation এবং Proportion টেস্টের ফলাফলে কিছুটা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। ভূমি উন্নয়নের পরীক্ষনের জন্য ৮টি প্যাকেজে র বিভিন্ন স্পটের আরএল টেস্ট করা হয়। এর মধ্য ৬টি প্যাকেজের ফলাফল সঠিক পাওয়া যায় অবশিষ্ট ২টি প্যাকেজের মধ্যে সামান্য বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অবকাঠামোসমূহের ভৌত পরিমাপগুলো সঠিক রয়েছে কিনা তা মাঠ পর্যায়ে পরিমাপ করে দেখা হয়েছে এবং তাদের ফলাফল সঠিক পাওয়া গিয়েছে।

কুড়িল ফ্লাইওভারের এজিং লাইনিং, ফুটপাথ ও ডেনের অবস্থা ভালো পরিলক্ষিত হলেও লাইটিং এর অবস্থা ভালো নয়। এছাড়া ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজ অসমাপ্ত আছে। সেতু, রোড ও নদী রক্ষা বাঁধের আড়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে সিসি ব্লক ব্যবহৃত হয়েছে। লেক উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত সিসি ব্লক ভাংগা এবং নিম্ন মানের লক্ষ্য করা গেছে। ইন্টারনাল রোডের এজিং লাইনিং ঠিকমত করা হয়েছে। কয়েকটি বিটুমিনাস পেভমেন্ট রাস্তার Camber সঠিকভাবে নাই। কিছু কিছু রাস্তার বেহাল অবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছে। রাস্তার পট হোল, দেবে যাওয়া ও খানা-খন্দ লক্ষ্য করা গিয়েছে যা ৫ম অধ্যায়ে চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে।

রাস্তার পাশ দিয়ে ডেন নির্মিত হলেও ডেনেজ নেটওয়ার্ক অনুযায়ী সংযোগ স্থাপিত না হওয়ায় জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান হয়নি। কিছু কিছু ডেনে পানি জমে তা উপচে পড়ে রাস্তাগুলোতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে রাস্তাগুলোর স্থায়িত্বের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে এবং কিছু কিছু রাস্তা ইতিমধ্যে ভেঙে যাচ্ছে। প্রকল্পের আওতাধীন কিছু অঞ্জের বাস্তবায়ন কাজ এখনও শুরু হয়নি। এর মধ্যে গ্রেড সেপারেটর, স্টাফ কোয়ার্টার, মসজিদ, পাওয়ার প্লান্ট, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্যাস সরবরাহ, সোয়ারেজ সিস্টেম, টেলিকমিউনিকেশন এবং কমন ইউটিলিটি সার্ভিস ডাক্ট অন্যতমসর্বপরি, সময়ের তুলনায় পূর্ত কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। |

৬ | রাজউকের প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ফলাফলঃ

ক। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহ ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায়।

খ। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক, এস্টেট ও ভূমি শাখা, রাজউকের চেয়ারম্যানের মধ্যে স্বার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

গ। যদি স্বার্থক সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয় তাহলে প্রকল্প পরিচালককে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ করে দিলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়।

ঘ। নীতিগত সমস্যাগুলোর সমাধান না করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা বাড়িয়ে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন যথাসময়ে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই নীতিগত সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করা প্রয়োজন।

ঙ। প্রকল্পের মোট কার্যক্রম ৩টি অংশে বিভক্ত (যথা - (১) ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও দখল, প্লট বরাদ্দ; (২) প্রকল্পের Utility Services; (৩) প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন) করে ধাপে ধাপে (Phase-wise) তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে।

দুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণঃ

- রাজউক নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গাজীপুর অংশের ১৫টি ব্রীজ, ৫১ কিঃমিঃ রাস্তা ও প্লট পিলারের নির্মাণের কাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।
- লেক উন্নয়ন ও রক্ষাকল্পে প্রণীত সংশোধিত ড্রয়িং ডিজাইন ও এস্টিমেট অনুযায়ী সংশোধিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেনাবাহিনীর ডিজেল প্লট আগ্রহ প্রকাশ ও দরখাস্ত করেছে যা রাজউকের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

৭। পূর্বাচল নতুন শহরে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত ফলাফলঃ

ক। প্রকল্প এলাকায় দুত নাগরিক সুযোগ সুবিধাসমূহ (Utility Services) প্রদানপূর্বক মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে দুত নগরায়ণ প্রক্রিয়া (Township) শুরু হয়।

খ। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট মালিকদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা যেমন: পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা।

গ। প্রকল্পে পানি ও পয়ঃব্যবস্থার জন্য ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রথমে সম্মতি এবং পরবর্তীতে অপারগতা প্রকাশ করায় PPP পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্লটে বাড়ী নির্মাণ কাজ শুরু করা গেলে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুবিধাভোগীদের (Sufficient Consumer) মধ্যে PPP পদ্ধতিতে পানি ও পয়ঃব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিকভাবে গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, সেই সাথে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত হলে প্লট মালিকেরা নিজেদের উদ্যোগে পয়ঃব্যবস্থা নিজেরাই অন্যান্য প্রকল্প যেমন-উত্তরা, গুলশান, বনানী, নিকুঞ্জ ইত্যাদির মত গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

ঘ। প্রস্তাবিত কমন ইউটিলিটি ডাস্ট একটি আলাদা প্রকল্পের আওতায় এনে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। কমন ইউটিলিটি ডাস্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে ওভারহেড পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যাতে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ঙ। অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিস যথা-টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। যার ফলে প্রকল্পে বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

চ। প্লট মালিকেরা পূর্বাচলে বসবাস শুরু করলে অচিরেই গভীর নলকূপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির ঘাটতি দেখা দিবে। তাই অতি দ্রুত ভূ-উপরিভাগ পানির শোধন ব্যবস্থা করে তা সরবরাহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যাতে প্রকল্পে বসবাসের অসুবিধা না হয়।

ছ। পূর্বাচল নতুন শহরে যথেষ্ট সংখ্যক লোক বসবাস করা শুরু করলে PPP পদ্ধতিতে পয়ঃব্যবস্থার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা এরই মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় Formalities যেমন, Feasibility Study, ডিজাইন প্রক্রিয়া, ক্রয় প্রক্রিয়াসহ কার্যাদেশ পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করা যাতে প্রকল্পে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ বজায় থাকে।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল। এগুলোর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হলে প্রকল্পের দ্রুত ও সফল বাস্তবায়ন আশা করা যায়।

- নির্ধারিত সময়ে ভূমির অধিগ্রহণ, দখল ও প্লট বরাদ্দের কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হওয়া;
- ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সমূহ যথা- গাজীপুর অংশের (প্রায় ২৫%) জমি অধিগ্রহণ ও দখল যথাসময়ে বুঝে না পাওয়ায় (২০১২ ইং সনে পাওয়া যায়) প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় বিলম্বিত হওয়া;
- ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, দখল, প্লট বরাদ্দ ইত্যাদি কার্যক্রমে রাজউকের এস্টেট ও ভূমি শাখার আওতাধীন থাকায় প্রকল্প পরিচালক স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে ও স্বাধীনভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা;
- ক্ষতিগ্রস্থদের মামলার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম আদালতের আদেশে স্থগিত থাকা এবং পরিবেশ ছাড়পত্র সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত থাকা;
- প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে রাজউকের চেয়ারম্যান ও বোর্ডের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীলতা;
- আর্থিক Disbursement ক্ষমতা না থাকায় প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে না পারা;
- ১/১১ সময়কালীন সময়ে মালামাল পরিবহন ও অন্যান্য সমস্যার কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ থাকা;
- ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে বার বার উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার ফলে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ এবং ভূমি মালিকদের সাথে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সংঘর্ষ এবং মামলা মোকদ্দমার জট থাকা;
- প্রকল্পের শুরুর পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে অসম্মতি প্রদান করায় এ অঞ্চলের বাস্তবায়ন বেশিরভাগ অসম্পন্ন; প্রকল্প কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কারিগরী জনবলের অপ্রতুলতা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বরাদ্দ প্রাপ্ত সকল ধরনের প্লট মালিকদের দুর্দশা বাড়িয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

- বরাদ্দকৃত প্লট মালিকদের অনেকেই ইতিমধ্যে মারা গেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই আরও অনেকে মারা যাবেন বলে আশংকা করা হচ্ছে।
- স্বপ্নের শহর বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতায় হতাশাগ্রস্থ হয়ে অনেকে প্লট বিক্রি করে অন্যত্র আবাসন গড়েছেন।
- বিদেশী অনেক প্লট মালিক প্লট বিক্রি করে দিয়ে তাদের বিনিয়োগ অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন।
- বরাদ্দকৃত প্লট মালিকেরা আবাসন, বণিজ্য বা শিল্প গড়ে তুলতে না পেয়ে বিনিয়োগকৃত অর্থ অলসভাবে পড়ে আছে। ফলে নিজেরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে লোকসান ও হতাশায় ভোগছেন সেই সাথে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুচারু হচ্ছে না।

নবম-অধ্যায়

সুপারিশমালা

ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও দখল ও প্লট বরাদ্দ সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

- প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী পূর্বাচলের অধিবাসী সকল ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক যেন পূর্বাচলে বসবাস করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আন্দোলন, হামলা ও মামলার কারণে প্রকল্প এলাকায় জরিপকারীরা সঠিক তথ্য নির্ভর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনি। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন যেহেতু উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তাই রাজউক সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ কার্যক্রম পুনরায় পরিচালনা করা ও এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রকৃত তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত দরকার।
- পূর্বাচলের অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত যাদের ঘর-বাড়ী, বসতা-ভিটা ও জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা স্বরূপ প্লট বরাদ্দ দেয়া যাতে তারা পূর্বাচলে বসবাস করতে পারে। প্লট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব না হলে স্বল্প মূল্যে ফ্ল্যাট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।
- ন্যূনতম ৩১ শতক ভূমি অধিগ্রহণে জমির ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে ৩ কাঠার প্লট দেয়া হলেও ক্ষতিগ্রস্ত যাদের ১০০ বিঘা জমি ছিল এমন ১০ সন্তানসহ বাবা-মাকে ১টি ৩ কাঠার প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজউকের পুনর্বিবেচনার জোড় দাবী রাখে।
- সাধারণ ক্যাটেগরীতে প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত মালিককে প্লট বিক্রি করতে কোন জরিমানা দিতে হয় না অথচ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকেরা তাদের বরাদ্দকৃত প্লট বিক্রি করতে গেলে কাঠা প্রতি ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়। এ বৈষম্য নিরসন করা দরকার।
- ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণের যাদের অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ৩১ শতাংশের কম মালিকদের প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়নি। তারা রাজউকের নিয়ম অনুযায়ী প্লট বরাদ্দ লাভের অনুপযুক্ত হওয়ায় তাদের বহুতল ফ্ল্যাট করে সাশ্রয়ী মূল্যে ফ্ল্যাট এর মালিকানা প্রদান করা যেতে পারে।
- স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা প্রথমে আন্দোলন, মামলা ও হামলায় লিপ্ত থাকা র কারণে তাদের অনেকেই রাজউকের নির্ধারিত সময়ে প্লটের জন্য আবেদন করতে পারেননি বিধায় তাদেরকে পুনরায় আবেদনের সুযোগ করে দেয়া।
- ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আলাদা আলাদা জমির মালিকানার ক্ষেত্রে যদি পৃথকভাবে ৩১ শতাংশ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ হয়ে থাকে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের নামেই আলাদা আলাদা প্লট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত কবরস্থান, মসজিদ, প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদির ব্যাপারে রাজউকের দ্রুত এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্তদের বরাদ্দ প্রাপ্ত সুবিধাজনক প্লটের আইডি পরিবর্তন করে কিছু সুবিধাভোগীদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলে ভুক্তভোগীদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
- বসত ভিটা ও অন্যান্য আবাদী ও অনাবাদী জমির মূল্য অধিগ্রহণকালীন সময় একই বাজার দর অনুযায়ী পরিশোধ করা হয় যা ক্ষতিগ্রস্তরা যৌক্তিক ও ন্যায্য হয়েছে বলে মনে করেন না। বসত ভিটা জমির মূল্য বৃদ্ধি করে তা পরিশোধ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্তরা দাবী করেছেন।
- রাজউকের এস্টেট ও ভূমি শাখায় জমির আইডি, কিস্তি প্রদান, রেজিস্ট্রেশন, প্লট হস্তান্তর ইত্যাদি কর্মকান্ডে রাজউকের এক শ্রেণীর কর্মচারী ও দালাল চক্রের কাছে প্রায় সকল ধরনের প্লট মালিকগণ হয়রানির স্বীকার হয়েছেন বা প্রতিনিয়ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে রাজউকের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে হয়রানি বন্ধ করা দরকার।

রাজউকের প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

- ক. নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অসমাপ্ত ও অবশিষ্ট কাজগুলো পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে। এ ব্যাপারে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- খ. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক, এস্টেট ও ভূমি শাখা, রাজউকের চেয়ারম্যানের মধ্যে স্বার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন করা।
- গ. যদি স্বার্থক সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয় তাহলে প্রকল্প পরিচালককে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ করে দেয়া।
- ঘ. প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হলে প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
- ঙ. নীতিগত সমস্যাগুলোর সমাধান না করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা বাড়িয়ে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন যথাসময়ে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই নীতিগত সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান প্রয়োজন।
- চ. প্রকল্প পরিচালকের ভাষ্যমতে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বৎসর বৃদ্ধি করা হলে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ও সমাপ্তকরণ সম্ভব।

পূর্বাচল নতুন শহরে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

- ক. প্রকল্প এলাকায় দ্রুত নাগরিক সুযোগ সুবিধাসমূহ (Utility Services) প্রদানপূর্বক মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়া (Township) শুরু হয়।
- খ. পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট মালিকদের অতিশীঘ্রই বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা যেমন: পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- গ. প্রকল্পে পানি ও পয়ঃব্যবস্থার জন্য টাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রথমে সম্মতি এবং পরবর্তীতে অপারগতা প্রকাশ করায় PPP পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্লটে বাড়ী নির্মাণ কাজ শুরু করা গেলে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুবিধাভোগীদের (Sufficient Consumer) মধ্যে PPP পদ্ধতিতে পানি ও পয়ঃব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিকভাবে গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, সেই সাথে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত হলে প্লট মালিকেরা নিজেদের উদ্যোগে পয়ঃব্যবস্থা নিজেরাই অন্যান্য প্রকল্প যেমন-উত্তরা, গুলশান, বনানী, খিলক্ষেত ইত্যাদির মত গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।
- ঘ. প্রস্তাবিত কমন ইউটিলিটি ডাস্ট একটি আলাদা প্রকল্পের আওতায় এনে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা। কমন ইউটিলিটি ডাস্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে ওভারহেড পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ঙ. অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিস যথা-টেলিফোন, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- চ. প্লট মালিকেরা পূর্বাচলে বসবাস শুরু করলে অচিরেই গভীর নলকূপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির ঘাটতি দেখা দিবে। তাই অতি দ্রুত ভূ-উপরিভাগ পানির শোধন ব্যবস্থা করে তা সরবরাহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৬ লক্ষ লোকের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পয়ঃবর্জ্য শোধন করার জন্য পয়ঃবর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ ও তা পরিবেশসম্মত উপায়ে পরিচালনা করা দরকার। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ দেয়া দরকার।
- ছ. পূর্বাচল নতুন শহরে যথেষ্ট সংখ্যক লোক বসবাস করা শুরু করলে PPP পদ্ধতিতে পয়ঃব্যবস্থার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা এরই মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় Formalities যেমন, Feasibility Study, ডিজাইন প্রক্রিয়া, ক্রয় প্রক্রিয়াসহ কার্যাদেশ পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করা।
- জ. পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের আশে পাশের পুরো এলাকায় বিভিন্ন ধরনের হাউজিং সোসাইটি ও কমার্শিয়াল কার্যক্রম শুরু হয়েছে। রাজউকের বরাদ্দকৃত ২৭,০০০ প্লট এবং ৬২,০০০ ফ্লটসহ আশে পাশের কর্মকান্ড মিলিয়ে

প্রায় ২০ লক্ষ লোকের বর্জ্য নির্গমনের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। তাই নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সেনেটারী ল্যান্ডফিলের জন্য প্রয়োজনীয় জমি (কমপক্ষে ৩০ একর) দরকার। প্রকল্পে জমি সংকলন না হলে অধিগ্রহণ করে হলেও তা বরাদ্দ করা দরকার যাতে ঐ এলাকার জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিপর্যয় না ঘটে।

প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সু-সম্পন্নের জন্য বাস্তবতার নিরিখে কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার এবং সে আলোকে অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প এলাকায় কাজের পরিমানের তুলনায় জনবলের অপ্রতুলতা রয়েছে। ফলে প্রকল্প তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচিন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ওয়াসা, ডেসকো, তিতাস, বিটিসিএল জড়িত বিধায় এ সংস্থাগুলোর কার্যক্রম শুরু করাসহ, কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা দরকার। নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অসমাপ্ত ও অবশিষ্ট কাজগুলো পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচিন হবে। BRT ও MRT চালু হলে কুড়িল ফ্লাইওভার দিয়ে লিংকরোডের মাধ্যমে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে যা পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী করতে হলে ৩০০ ফুট চওড়া লিংক রোডের মাধ্যমের ৬০ ফুট রাস্তাকে Express নির্মাণ করা দরকার।

পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টি করা, ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধান করা এবং নতুন শহর উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি করার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা একটি উপযুক্ত এবং সমন্বয়যোগী উন্নয়ন প্রয়াস। এ ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। নতুন শহর প্রকল্প উন্নয়নের ফলে ঢাকাসহ নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের জনসংখ্যার চাপ কমবে, পরিবেশ বান্ধব, উন্নত ও টেকসই উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এলাকাগত ও কার্যক্রমগত সম্প্রসারণসহ এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সমকালীন ও ভবিষ্যত বাস্তবতার নিরিখে কাঙ্ক্ষিত এবং সমন্বয়যোগী বটে।

Exit Plan সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

রাজউক প্রধানত: আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি প্রচলিত আবাসন প্রকল্প থেকে ভিন্নতর। তাই পূর্বাচলের মত নতুন শহর প্রকল্প চয়ন ও বাস্তবায়নে বহু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বর্তমান সরকার প্রকল্পটিতে নতুন কারিগরী প্রযুক্তি সম্বলিত আধুনিক নগরায়ন সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। প্রস্তাবিত কমন ইউটিলিটি ডাক্ট নির্মাণ প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটিতে উন্নয়নের নতুন মাত্রা যুক্ত হতে যাচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম রাজউক পরিকল্পিত মেয়াদ জুন ২০১৮ ইং সালের মধ্যে সমাপ্ত করতে সক্ষম হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। তবে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে রাজউকের সমন্বয় ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার। এমতাবস্থায়, রাজউক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে Exit Plan হিসেবে Master Plan তৈরী করে বাস্তবায়নানুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবভিত্তিক প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন কর্মসূচী প্রনয়নের মাধ্যমে রাজউকের সদস্য (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে প্রধান প্রকৌশলীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে Master Plan অনুযায়ী তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ও সমাপ্তকৃত কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষনের ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যাতে প্রকল্প এলাকায় যথাশীঘ্র বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়

স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

গত ২২শে মে, ২০১৭ ইং রোজ সোমবার পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের সাইট অফিস (সেক্টর-৪) এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় কর্মশালার কার্যবিবরণী, উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা এবং তাদের মতামতসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো ।



আঞ্চলিক কর্মশালার কার্য বিবরণীঃ

গত ২২/০৫/২০১৭ ইং রোজ সোমবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের সাইট অফিস (সেক্টর-৪) এর কনফারেন্স রুমে একটি স্থানীয় কর্মশালা শুরু হয় । কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ফারুক আহমেদ, মেম্বার (প্রশাসন), রাজউক । কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আল মামুন , মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ সেক্টর, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১। জনাব মোঃ কাজী দেলোয়ার হোসেন, পরিচালক (পূর্ত), স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ২। জনাব এ এস এম রায়হানুল ফেরদৌস প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) রাজউক, ৩। জনাব মোঃ আব্দুল আওয়াল, প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এবং ৪। জনাব শাহিনুল ইসলাম, পরিচালক,এস্টেট ও ভূমি,রাজউক এবং ৫। জনাব উজ্জ্বল মল্লিক অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প ।

উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জন প্রতিনিধিবৃন্দ , স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, সুবিধাভোগী বা লটারীপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ, ঠিকাদারবৃন্দ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । প্রধান অতিথির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয় । সভার শুরুতে পরামর্শক সংস্থা এম আর কম্পালট্যান্টস এর টিম লিডার ড.ইঞ্জিঃ মোঃ নুরুল ইসলাম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মকবুল হোসেন প্রকল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন এবং পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক এযাবৎকৃত নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা দেন । আইএমইডির পরিচালক (পূর্ত), জনাব কাজী দেলোয়ার হোসেন নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন । পরবর্তীতে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মতামত ও প্রশ্ন আহবান করা হয়

এবং উক্ত কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুবিধা, অসুবিধা ও সুপারিশসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলোঃ

সুবিধা সমূহঃ

- ১ | স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা প্রথমে আন্দোলন, মামলা-মোকদ্দমা লিপ্ত থাকলেও এখন তারা প্রায় সকলেই সব কিছু ভুলে গিয়ে উন্নয়নের পক্ষে মত দিয়েছেন এবং পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পক্ষে তারা অবস্থান নিয়েছেন।
- ২ | ঢাকা শহরের পাশের এলাকায় অর্থাৎ পূর্বাচল এলাকায় একটি পরিকল্পিত নতুন আবাসিক এলাকা সৃষ্টি করা একটি বাস্তব সম্মত উদ্দ্যোগ বলে উপস্থিত অধিকাংশ সদস্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
- ৩ | পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প পরিকল্পিত নগরায়ন সফল-ভাবে বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসন সমস্যার সমাধানসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাবে, সেই সাথে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং টেকসই উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
- ৪ | কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ ও টাংগাইল সড়কসহ, বিমানবন্দর ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকাসহ, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের যানবাহন চলাচলে এবং যানজট নিরসনে ভূমিকা পালন করেছে।
- ৫ | ৩০০ ফুট প্রশস্ত লিংক রোড প্রকল্প এলাকাসহ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলা সমূহের যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করাসহ যানজট নিরসনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।
- ৬ | পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে তা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
- ৭ | পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বেকারত্ব হ্রাস পাবে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ পেতে শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা পেতে থাকবে।

অসুবিধা সমূহঃ

- ১ | প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লাগার কারণে প্রকল্পের স্টেক হোল্ডারগণ সকলেই কম বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।
- ২ | পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহে অনিশ্চয়তা ও জটিলতা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমাপ্তকরণে ব্যাপক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে।
- ৩ | ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত না করে বার বার উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুলিশের সাথে দ্বিমুখী সংঘর্ষ হয় যাতে হতাহতের ঘটনাও ঘটে এবং মামলা মোকদ্দমা হয়।
- ৪ | আন্দোলন, মামলা ও হামলার কারণে সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সহায় সম্বল হারিয়ে ভূমিহীন/নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের অনেক জমি ছিল (কারো কারো ১০০ বিঘার উপরে) যার পুরোটাই অধিগ্রহণ হয়েছে কিন্তু সে মোতাবেক তারা ক্ষতিপূরণ/প্লট বরাদ্দ পায়নি।
- ৫ | স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্তদের অবজ্ঞা করে লটারী প্রাপ্তদের প্লট প্রাপ্তির বিষয়/প্রক্রিয়াগত দিক সহজ করা হয়েছে।

সুপারিশমালা সমূহঃ

- ১। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পে জরুরী ভিত্তিতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ২। আন্দোলন ও মামলার কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের যারা প্লট বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করতে পারেনি পুনঃরায় তাদের দরখাস্ত করার সুযোগ করে দেয়া।
- ৩। প্লটের আইডি প্রদান ব্যাপারে তারিখ ২৮শে মে ২০১৭ ইং ঘোষণা দেয়া হয়েছে, সেই মোতাবেক তা বাস্তবায়ন ও জরুরী ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ৪। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত কবরস্থান, বাজার, মসজিদ, প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুলে ইত্যাদির ব্যাপারে রাজউকের দ্রুত এবং কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- ৫। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা যেন প্লট প্রাপ্তির কোন পর্যায়ে যেমন-প্লট আইডি ও রেজিস্ট্রেশনের সময় হয়রানির স্বীকার না হয় তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ৬। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আলাদা আলাদা জমির মালিকানার ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনের নামেই আলাদা আলাদা প্লট বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ৭। ৩১ শতাংশ পর্যন্ত জমির ক্ষতিগ্রস্ত মালিককে ৩ কাঠার প্লট দেয়া হলেও ক্ষতিগ্রস্ত যাদের ১০০ বিঘা জমি ছিল ১০ সন্তানসহ বাবা-মাকে ১টি ৩ কাঠার প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজউকের পুনর্বিবেচনায় দাবী রাখে।
- ৮। সাধারণ ক্যাটেগরীতে প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত মালিকেরা প্লট বিক্রি/হস্তান্তরে করতে কোন জরিমানা দিতে হয় না অথচ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকেরা তাদের বরাদ্দকৃত প্লট বিক্রি করতে গেলে কাঠাপ্রতি ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়। এ বিষয়ে রাজউকের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবী করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিকেরা।
- ৯। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণ তাদের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য কাঠাপ্রতি ৫ হাজার টাকা পেয়েছেন অথচ তাদের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও যারা প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন তারা লটারীতে প্লট প্রাপ্তদের চেয়ে বেশি মূল্য কাঠাপ্রতি ২ লক্ষ টাকা করে রাজউককে প্রদান করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত প্লট প্রাপ্তদের জমির মূল্য ১ লক্ষ টাকা বা তার চেয়েও কম হওয়া উচিত বলে ক্ষতিগ্রস্তরা দাবী করেছেন।
- ১০। আন্দোলন, মামলা ও হামলার কারণে প্রকল্প এলাকায় জরিপকারীরা সঠিক তথ্য নির্ভর জরিপ পরিচালনা করতে পারেনি। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন যেহেতু উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন তাই সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ কার্যক্রম পুনরায় পরিচালনা করা ও এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রকৃত তথ্য উপস্থাপনসহ তাদের প্রাপ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
- ১১। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক যেন পূর্বাচলে বসবাস করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অর্থাৎ, যাদের সমান্য (১-৩০ শতাংশ) পরিমানও জমি ছিল তাদেরকেও বিকল্প ব্যবস্থায় পূর্বাচলে বসবাসের ব্যবস্থা কর।

এফজিডি - স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিকগণএবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

উপকারিতাঃ

- ১। সর্বনিম্ন ৩১ শতাংশ জমির মালিকগণ রাজউক থেকে প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন।
- ২। রাজউক থেকে প্লট বরাদ্দ পেয়ে অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্তরা সন্তুষ্ট।
- ৩। পরিকল্পিত নগরায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।
- ৪। প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।
- ৫। যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।



অসুবিধাসমূহঃ

- ১। ৩১ শতাংশের নীচে যাদের জমি ছিল তাদের প্লট না দেওয়ায় অনেক পরিবার ভূমিহীন/বাস্তুহারা হয়েছেন।
- ২। একই পরিবারে প্রায় ১০০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করেও মাত্র ১টি ও কাঠার প্লট পাওয়া অথচ এ ব্যক্তির ৫ ছেলের ৪টি প্লট প্রাপ্তির দাবি রাখে। ছেলে/মেয়েদের নামে প্লট না দেয়া।
- ৩। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের নামে আলাদা আলাদা জমি থাকলেও তাহা অধিগ্রহণ পরবর্তীতে ১ জনের নামে প্লট দেওয়া হয়। (স্বামী-স্ত্রী ২ জনকেই প্লট না দেয়া)
- ৪। মামলা-মোকদ্দমা ও প্লট প্রাপ্তির প্রক্রিয়াগত দিক না বুঝে যারা সঠিক সময়ে আবেদন করেনি/করতে পারেনি তাদের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা না করা।
- ৫। স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিকদের প্লট বিক্রিতে কাঠা প্রতি ২ লক্ষ টাকা জরিমানা নেওয়া।

সুপারিশমালাঃ

- ১। ক্ষতিগ্রস্তরা রাজউক থেকে প্লট বরাদ্দ পেতে হয়রানির স্বীকার হয়েছেন যা কোন ক্রমেই কাম্য নয়; ভবিষ্যতে যাতে আর কোন হয়রানির স্বীকার হতে না হয় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ২। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের নামে আলাদা আলাদা জমি থাকলে দু'জনের নামেই ২ টি প্লট দেওয়া হয়।
- ৩। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন রাস্তা-ঘাট, লেক-খাল, ড্রেন ইত্যাদি দ্রুত সম্পন্ন করে অতিসত্বর পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ৪। রাজউকের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করা।
- ৫। ক্ষতিগ্রস্ত মালিকগণ যারা রাজউক থেকে প্লট বরাদ্দ পায়নি তাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা তা দ্রুত সিদ্ধান্তের দাবী।
- ৬। কিস্তি পরিশোধের পরেও যাদের প্লট রেজিস্ট্রি করা হয়নি দ্রুত তাদের প্লট রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা করা।
- ৭। লটারিতে প্রাপ্ত প্লট মালিকদের মত স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত প্লট বিক্রিতে জরিমানা না নেওয়া।

এফজিডিঃ লটারী প্রাপ্ত প্লট মালিকগণ

সুবিধাসমূহঃ

- ১। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দ পেয়ে তারা সন্তুষ্ট ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।
- ২। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হবে এবং টেকসই উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
- ৩। ঢাকা শহরের পাশের এলাকায় নতুন পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা তৈরি হচ্ছে সেই সাথে ঢাকার বিদ্যমান আবাসন সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হবে।
- ৪। পরিকল্পিত নতুন শহর উন্নয়নের ফলে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

অসুবিধাসমূহঃ

- ১। জমির আইডি, কিস্তি প্রদান ও রেজিস্ট্রেশন ও প্লট হস্তান্তরে রাজউকের এক শ্রেণীর কর্মচারীদের নিকট হতে হয়রানির স্বীকার।
- ২। প্লট প্রাপ্তির ২০ বছরেও প্রকল্প এলাকায় বসবাসের উপযোগী পরিবেশ না সৃষ্টি হওয়া এবং বসবাস করতে না পারা।
- ৩। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল না হওয়া এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যহত হওয়া।
- ৪। প্রকল্পে বসবাসের উপযোগী পরিবেশের জন্য অত্যন্ত জরুরী পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ না করা।

সুপারিশমালাঃ

- ১। প্রকল্পে বসবাসের জন্য উপযোগী পরিবেশের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ২। প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
- ৩। প্লট বরাদ্দ, জমির আইডি ও কিস্তি প্রদান, রেজিস্ট্রেশন ও প্লট হস্তান্তরে হয়রানি বন্ধ করা।



এফজিডি চেকলিস্টঃ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণ,যারা প্লট পায়নিএবং স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ

সুবিধাসমূহঃ

- ১। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকেরা প্রাথমিকভাবে আন্দোলন, মামলা ও হামলায় লিপ্ত থাকলেও পরবর্তীতে তারা উন্নয়নের পক্ষে এগিয়ে এসেছেন।
- ২। ক্ষতিপূরণ ও অঙ্গীকারকৃত আংশিক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে ও কিছু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণ বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করেছেন।

অসুবিধাসমূহঃ

- ১। বসতভিটা ও অন্যান্য জমির মূল্য তৎকালীন একই বাজার দর অনুযায়ী পরিশোধ করা হয়।
- ২। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণের অনেকে রাজউক বরাবরে প্লটের জন্য আবেদন করলেও ৩১ শতাংশের নীচে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়নি।
- ৩। আন্দোলন, মামলা ও হামলার কারণে সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি।
- ৪। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণের প্রাপ্য দাবী সম্পন্ন না করেই বার বার উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত ও পুলিশের সাথে দ্বিমুখী সংঘর্ষ হয় যাতে হতাহতের ঘটনাও ঘটে ও মামলা মোকদ্দমা হয়।



সুপারিশমালাঃ

- ১। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকগণ যারা আন্দোলন ও মামলার কারণে রাজউক বরাবর প্লট বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করতে পারেননি তাদের দরখাস্ত করার সুযোগ সহ জরুরী ভিত্তিতে প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।
- ২। আন্দোলন, মামলা ও হামলার কারণে সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ করা সম্ভব হয়নি বিধায় পুনরায় সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ৩। বসতভিটার জন্য অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা যায় কিনা তা যাচাই বাছাই করা।
- ৪। ৩১ শতাংশের নীচে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের জন্য প্লট বরাদ্দ দেয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে তাদের সহযোগিতা করা যায় কিনা অতিসত্তর রাজউককে সিদ্ধান্ত জানাতে বলা হয়েছে।

কেআইআই-সাক্ষাৎকার

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের পিডি, ডিপিডি, পিএম, রাজউকের এস্টেট শাখা ও সাইট অফিস, ডিওয়াসা, পিডিবি, তিতাস, বিটিসিএল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান, প্রকল্পের পরামর্শক, ঠিকাদার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সর্বমোট ৪০টি কেআইআই সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের ধারণা ও মতামত সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত সাক্ষাৎকার ও আলোচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের অগ্রগতি ও বিলম্বের কারণসমূহ, প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো, ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, দখল ও প্লট বরাদ্দ সম্পর্কিত মতামত, রাজউকের প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মতামত এবং পূর্বাচল নতুন শহরে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত, সর্বপরি প্রকল্প সম্পর্কে করণীয় ও সুপারিশমালা সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হল:-

১। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত মতামতঃ

এপ্রিল ২০১৭ ইং পর্যন্ত পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি-৫৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি-৩৫% পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য যে, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী উক্ত সময়ে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৫% হওয়ায় কথা ছিল। প্রকল্প পরিচালকের প্রদত্ত তথ্য মতে, প্রকল্পের আরডিপিতে পাওয়ার প্লান্ট ও বিদ্যুৎ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ, কমন ইউটিলিটি ডাক্ট, গ্যাস, টেলিফোন, ইত্যাদি যাতে ধরা অর্থ (যার পরিমাণ ২৩৫০ কোটি টাকা) বাদ রেখে হিসেব করা হলে প্রকল্পের সামগ্রিক আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৫০.৪১% (প্রায়) এবং যার তুলনায় প্রকল্পের হাল নাগাদ বাস্তব অগ্রগতি দাঁড়ায় ৭০% (প্রায়)।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হলে প্রকল্পের দ্রুত ও সফল বাস্তবায়ন আশা করা যায়।

৩। ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, দখল ও প্লট বরাদ্দ সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তরা প্রথমে আন্দোলন, হামলা ও মামলায় লিপ্ত থাকলেও এখন তাদের অধিকাংশই সব কিছু ভুলে গিয়ে উন্নয়নের পক্ষে মত দিয়েছেন এবং পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পক্ষে তারা অবস্থান নিয়েছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে অঙ্গীকারকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে বার বার উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও পুলিশের সাথে দ্বিমুখী সংঘর্ষ হয়েছে যাতে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে এবং মামলা মোকদ্দমা হয়েছে। আন্দোলন, হামলা ও মামলার কারণে সঠিক ও তথ্য নির্ভর জরীপ না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি। একই কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের অনেকে রাজউক বরাবর প্লট বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করতে পারেননি। বাড়ী-ঘর, বসতভিটা ও জমি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কিছু সংখ্যক নিঃশ্ব ও মানবতের জীবন যাপন করছেন। তাদের ক্রন্দন, আর্তনাদ ও আহাজারী রাজউকের নতুন শহর উন্নয়ন কর্মকান্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত মালিকগণ জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, উচ্ছেদ ও দখল প্রক্রিয়ায় রাজউকের পদ্ধতি ও নীতিগত বৈষম্য ও হয়রানির স্বীকার হয়েছেন যা চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। রাজউকের প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

কোন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কৌশলগত দক্ষতা থাকা দরকার হয়। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে তার ক্ষমতা বহুক্ষেত্রে সীমিত। বিশেষ করে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি যথা-ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ, দখল ও প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তে এস্টেট ও ভূমি শাখার উপর

দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালককে আর্থিক Disbursement ক্ষমতা প্রদান না করে রাজউকের চেয়ারম্যান প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা পালন করছেন। প্রকল্পের প্রয়োজনে নয় রাজউকের নিয়ম নীতি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের সঠিক কার্যক্রম পরিচালনায় একদিকে প্রকল্প পরিচালক, অন্যদিকে এস্টেট ও ভূমি শাখা, সর্বোপরি রাজউকের চেয়ারম্যান ও বোর্ড জড়িত থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে বহুলাংশে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে সেই সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা ও বিলম্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রকল্পে পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শুরুতে সম্মতি প্রদান করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অজুহাতে সে গুলোর কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় যার ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫। পূর্বাচল নতুন শহরে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত সুপারিশমালাঃ

প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সু-সম্পন্ন করার জন্য বাস্তবতার নিরিখে কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং সে আলোকে অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা দরকার। প্রকল্প এলাকায় কাজের পরিমানের তুলনায় জনবলের অপ্রতুলতা রয়েছে। ফলে প্রকল্প তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচিন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ওয়াসা, ডেসকো, তিতাস, বিটিসিএল জড়িত বিধায় এ সংস্থাগুলোর কার্যক্রম যথাশীঘ্র সম্ভব শুরু করাসহ, কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা একান্ত দরকার। নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অসমাপ্ত ও অবশিষ্ট কাজগুলো পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচিন হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত সহযোগি সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত দরকার। ইউটিলিটি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ ও অতিদ্রুত কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা সমীচিন হবে। এছাড়া এ জাতীয় প্রকল্প ধাপে-ধাপে (Phase-wise) বাস্তবায়ন করলে তা সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের রেফারকৃত সারণি সমূহ

সারণি-৬.৬: কিস্তিতে গ্রহণকৃত ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণ বিন্যাস

টাকার পরিমাণ	১ম কিস্তি		শেষ কিস্তি	
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার
০ হতে ৫০০০০	৩	১০.৩	২	৮.০
৫০০০১ হতে ১০০০০০	৪	১৩.৮	৩	১২.০
১০০০০১ হতে ১৫০০০০	৫	১৭.২	৪	১৬.০
১৫০০০১ হতে ২০০০০০	৭	২৪.১	৪	১৬.০
২০০০০১ হতে ২৫০০০০	৪	১৩.৮	৫	২০.০
২৫০০০০ টাকার বেশি	৬	২০.৭	৭	২৮.০
মোট	২৯	১০০.০	২৫	১০০.০

সারণি-৬.৮: কেন আবেদন করেননি বা করতে পারেননি

আবেদন না করার কারণ	সংখ্যা	শতকরা হার
জমির পরিমাণ কম ছিল	১	২৫.০
এ্যাওয়ার্ড কাগজ হারিয়ে গেছে	১	২৫.০
স্থানীয় দালালরা ধোকা দিয়েছে	১	২৫.০
কোনো কাগজপত্র জমা নেয়নি	১	২৫.০
মোট	৪	১০০.০

সারণি-৬.১১: পূর্বাচলের প্লটের জন্য আবেদনের(সাল) বিন্যাস

সাল	সংখ্যা	শতকরা হার
১৯৯৮	৩	১.০
১৯৯৯	১	০.৩
২০০০	২	০.৭
২০০১	৬২	২০.৪
২০০২	৮৪	২৭.৬
২০০৩	২৮	৯.২
২০০৪	৫২	১৭.১
২০০৫	৩	১.০
২০০৬	২	০.৭
২০০৮	৫৫	১৮.১
২০০৯	৮	২.৬
২০১১	২	০.৭
২০১২	২	০.৭
মোট	৩০৪	১০০.০

সারণি-৬.১২: আবেদনের সাথে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ(টাকা)

অর্থের পরিমাণ (টাকা)	কাঠা				মোট
	৩ কাঠা	৫ কাঠা	৭.৫ কাঠা	১০ কাঠা	
২০০০	১	০	০	০	১
	১.০	০.০	০.০	০.০	.৪
২৫০০	১	০	০	০	১
	১.০	০.০	০.০	০.০	.৪
৩০০০	০	১	০	০	১
	০.০	১.০	০.০	০.০	.৪
২০০০০	৫	০	০	০	৫
	৪.৮	০.০	০.০	০.০	২.১
২৫০০০	৫	০	০	০	৫
	৪.৮	০.০	০.০	০.০	২.১
৩০০০০	৪৫	৩৫	১	০	৮১
	৪৩.৩	৩৫.০	৪.৩	০.০	৩৩.৩
৪০০০০	১	০	০	০	১
	১.০	০.০	০.০	০.০	.৪
৫০০০০	৩০	২০	১	০	৫১
	২৮.৭	২০.০	৪.৩	০.০	২১.০
৬০০০০	০	১	০	০	১
	০.০	১.০	০.০	০.০	.৪
৭৫০০০	১৪	২২	০	০	৩৬
	১৩.৫	২২.০	০.০	০.০	১৪.৮
১০০০০০	১	১৫	১৩	০	২৯
	১.০	১৫.০	৫৬.৫	০.০	১১.৯
১০৫০০০	০	০	০	১	১
	০.০	০.০	০.০	৬.৩	.৪
১২৫০০০	০	৪	০	০	৪
	০.০	৪.০	০.০	০.০	১.৬
১৩০০০০	১	০	০	০	১
	১.০	০.০	০.০	০.০	.৪
১৫০০০০	০	১	৩	১১	১৫
	০.০	১.০	১৩.০	৬৮.৮	৬.২
১৭৫০০০	০	১	৪	০	৫
	০.০	১.০	১৭.৪	০.০	২.১
১৮৭৫০০	০	০	১	০	১
	০.০	০.০	৪.৩	০.০	.৪
২০০০০০	০	০	০	২	২
	০.০	০.০	০.০	১২.৫	.৮
৬০০০০০	০	০	০	২	২
	০.০	০.০	০.০	১২.৫	.৮
	১০৪	১০০	২৩	১৬	২৪৩
	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সারণি-৬.১৩: রাজউক কর্তৃক প্লটের জন্য নির্বাচিতসাল বিন্যাস

সাল	সংখ্যা	শতকরা হার
১৯৯৯	১	০.৪
২০০১	৪	১.৫
২০০২	৫৭	২১.৪
২০০৩	৪২	১৫.৮
২০০৪	৬৪	২৪.১
২০০৫	১১	৪.১
২০০৬	১১	৪.১
২০০৭	৩	১.১
২০০৮	৩৭	১৩.৯
২০০৯	১৫	৫.৬
২০১০	৩	১.১
২০১১	৫	১.৯
২০১২	৮	৩.০
২০১৪	৫	১.৯
মোট	২৬৬	১০০.০

সারণি-৬.১৪: নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের(সাল) বিন্যাস

সাল	সংখ্যা	শতকরা হার
২০০১	১	০.৪
২০০৪	৬	২.৫
২০০৫	৩২	১৩.৩
২০০৬	৩৪	১৪.২
২০০৭	১৮	৭.৫
২০০৮	১০	৪.২
২০০৯	২	০.৮
২০১০	৯	৩.৮
২০১১	২৫	১০.৪
২০১২	৩১	১২.৯
২০১৩	৮	৩.৩
২০১৪	১৩	৫.৪
২০১৫	১৫	৬.৩
২০১৬	২১	৮.৮
২০১৭	১৫	৬.৩

মোট	২৪০	১০০.০
-----	-----	-------

সারণি-৬.১৫: কিস্তি পরিশোধের তারিখ ও টাকার পরিমাণ

সারণি-৬.১৯: প্লট হস্তান্তরের/গ্রহণের তারিখ বিন্যাস			
সাল	সংখ্যা	শতকরা হার	
কিস্তি	গড় পরিমাণ (টাকা)	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
১ম	১৫২৯৭৫	৬৫০০০০	৩০০০
২য়	১৯৪৪৯২	৯৩৪০০০	২০০০
৩য়	১৮৭৭৩৪	৬৯৬০০০	১৫০০
২০০৪		২	১.৪
২০০৫		১	০.৭
২০০৬		৩	২.২
২০০৭		১৬	১১.৬
২০০৮		৯	৬.৫
২০০৯		১	০.৭
২০১০		৭	৫.১
২০১১		৪	২.৯
২০১২		১৫	১০.৯
২০১৩		৬	৪.৩
২০১৪		১০	৭.২
২০১৫		১১	৮.০
২০১৬		৩৫	২৫.৪
২০১৭		১৮	১৩.০
মোট		১৩৮	১০০.০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ
খানা জরিপ প্রশ্নমালা

১। সেক্টর নং-	২। প্লট নং-	৩। রোড নং-		
৪। নামঃ	৫। লিঙ্গঃ	ক) পুরুষ	খ) মহিলা	
৬। পিতা / মাতার / স্বামীর নামঃ	৭। ফোন/মোবাইলঃ			
৮। বয়স (বছর):	জন্ম তারিখঃ			
৯। পেশাঃ	ক) চাকুরীঃ সরকারী/ বেসরকারী/ স্বায়ত্বশাসিত	খ) ব্যবসা	গ) অন্যান্য	
১০। প্লট বরাদ্দের শ্রেণীঃ	ক) মন্ত্রী/উপমন্ত্রী/সাংসদ/সমতুল্য	খ) বিচারক	গ) সশস্ত্র বাহিনী	ঘ) স্বায়ত্বশাসিত
	ঙ) সরকারী	চ) অবসরপ্রাপ্ত	ছ) সাংবাদিক	জ) ব্যবসায়ী / শিল্পপতি
	ঝ) বেসরকারী	ঞ) আইনবিদ	ট) মুক্তিযোদ্ধা	ঠ) শিল্পী ও খেলোয়াড়
	ড) প্রবাসী	ঢ) ক্ষতিগ্রস্ত (যারা প্লট পায়নি/নেয়নি)	ণ) অন্যান্য	
১১। লাভবান/ক্ষতিগ্রস্তের শ্রেণীঃ	ক) আবাসিক প্লট মালিক (লটারীপ্রাপ্ত)	খ) স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত প্লট মালিক		
	গ) স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত (যারা প্লট পায়নি/নেয়নি)			
উত্তর 'ক' হলে (প্রশ্নঃ ২৫-৪৬);		উত্তর 'খ' হলে (প্রশ্নঃ ১৩, ১৪ ও ২০-২৪ বাদ);		উত্তর 'গ' হলে (প্রশ্নঃ ১২-২৪)
১২। প্লট বরাদ্দের শ্রেণীবসতভিটা ও জমি) :	ক) স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত	খ) সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত		
১৩। পাড়া/মহল্লাঃ	১৪। খানা/উপজেলাঃ			
১৫। প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত আপনার মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ও মূল্যঃ				
ক) শুধু বসতভিটাঃ	শতক/কাঠা ;	দরঃ	টাকা শতক/কাঠা প্রতি	
খ) বসতভিটাসহ জমিঃ	শতক/কাঠা ;	দরঃ	টাকা শতক/কাঠা প্রতি	
গ) শুধুমাত্র জমিঃ	শতক/কাঠা ;	দরঃ	টাকা শতক/কাঠা প্রতি	
ঘ) অন্যান্যঃ	শতক/কাঠা ;	দরঃ	টাকা শতক/কাঠা প্রতি	
১৬। রাজউক হতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও অজিকারকৃত সুযোগ-সুবিধাদি পেয়েছেন কি-না	হ্যাঁ	না		
১৭। হ্যাঁ হলে ক্ষতিপূরণ কিভাবে পেয়েছেন?	এককালীন		কিস্তিতে	
১৮। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির পরিমাণ ও তারিখঃ	টাকা		সাল	
	এককালীন			
	কিস্তিতে হলে ১ম কিস্তি			
	শেষ কিস্তি			
১৯। অধিগ্রহণ/অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিভিন্ন স্তরে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা প্রাপ্তিঃ				
ক) ডিসি অফিস	খ) উপজেলা ভূমি অফিস	গ) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ		
২০। রাজউক বরাবর প্লট প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছিলেন কি-নাঃ	হ্যাঁ	না		
২১। প্লটের জন্য আবেদন করে থাকলে প্লট না পাওয়ার কারণ কি?				

ক) বসতিভিত্তিক অতিরিক্ত জমি ছিলনা	খ) আবেদনপত্রে ত্রুটি ছিল	গ) জমির পরিমাণ কম ছিল
ঘ) সময়মত কিস্তির টাকা পরিশোধ না করার জন্য	ঙ) অন্যান্য	
২২ প্লটের জন্য আবেদন না করে থাকলে কেন আবেদন করেননি বা করতে পারেননি?		
২৩ জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের বিরোধ ঘটেছে কি-নাঃ	হ্যাঁ	না
২৪ প্লট না পাওয়ায় বা না নেওয়ায় আপনি বা আপনার পরিবার কি পরিমাণ ক্ষতি বা ব্যুকের সম্মুখীন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	সামান্য	মোটামুটি
	অনেক	হয়নি
২৫ বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ(কাঠা) :	৩ কাঠা	৫ কাঠা
	৭.৫ কাঠা	১০ কাঠা
২৬ পূর্বাচলের প্লটের জন্য কখনো আবেদন করেছিলেন (সাল)?		
২৭ আবেদনের সাথে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ কত ছিল (টাকা)?		
২৮ কোন সালে রাজউক কর্তৃক প্লটের জন্য নির্বাচিত হন?		
২৯ নির্ধারিত মূল্য কখন পরিশোধ সম্পন্ন করেছেন(সাল)?		
৩০ কিস্তি পরিশোধের তারিখ ঠাকার পরিমাণঃ	টাকা	সাল
	ক) ১ম কিস্তি	
	খ) ২য় কিস্তি	
	গ) ৩য় কিস্তি	
৩১ কাঠা প্রতি জমির মূল্য কত ছিল(টাকা)?		
৩২ কাঠা প্রতি বর্তমান বাজার মূল্য কত(টাকা)?		
৩৩ রাজউক হতে জমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র / আদেশপত্র বুঝে পেয়েছেন কি-নাঃ	হ্যাঁ	না
৩৪ ক) হ্যাঁ হলে প্লট হস্তান্তরের তারিখঃ		
	খ) প্লটের মালিকানা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কি-নাঃ	হ্যাঁ
	না	
	গ) নির্মাণ অনুমোদনের জন্য রাজউক বরাবর আবেদন করেছেন কি-নাঃ	হ্যাঁ
	না	
	ঘ) হ্যাঁ হলে আবেদনের তারিখঃ	
	ঙ) নির্মাণ অনুমোদন পেয়েছেন কি-নাঃ	হ্যাঁ
	না	
	চ) হ্যাঁ হলে অনুমোদনের তারিখঃ	
	ছ) নির্মাণ কাজের অগ্রগতিঃ	নির্মাণাধীন
		নির্মাণ সম্পন্ন
৩৫ রাজউক হতে এখনও আপনার জমি বুঝে না পেয়ে থাকলে কবোঁগাদ হস্তান্তর হবে বলে আপনি মনে করেন?		
	ক)সালে	খ) কোন ধারণা নেই
	গ) রাজউকে যোগাযোগ করেও এ বিষয়ে কোন সদুত্তর পাইনি	
	ঘ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....	
৩৬ প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়াসম্পন্ন জমির পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে কি-নাঃ	হ্যাঁ	না
৩৭ প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়াসম্পন্ন জমির পরিমাণ হ্রাস হয়ে থাকলে জমির মূল্য ফেরত	হ্যাঁ	না

পেয়েছেন কি-নাঃ			
ক) হ্যাঁ হলে কাঠা প্রতি কত টাকা ফেরত পেয়েছেন?			
৩৮	পল্লীসত্তর প্রক্রিয়ায় প্রকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে থাকলে বর্ধিত জমির জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন কি-নাঃ	হ্যাঁ	না
ক) হ্যাঁ হলে কাঠা প্রতি কত টাকা দিয়েছেন?			
৩৯	আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত রাজউকতে সহযোগিতা পেয়েছেন কি-নাঃ	হ্যাঁ	না
৪০ হ্যাঁ হলে কোন পর্যায়ে বেশি সহযোগিতাপেয়েছেন?			
ক) লটারীর ফলাফল প্রাপ্তি		খ) কিস্তি জমাদান সংক্রান্ত তথ্য	গ) প্লটের সুনির্দিষ্ট বিষয়
ঘ) রেজিস্ট্রেশন		ঙ) দখল হস্তান্তর	
চ) অন্যান্য			
৪১	আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত রাজউক কর্তৃক অসহযোগিতার স্বীকার হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
৪২ হ্যাঁ হলে কোন পর্যায়ে বেশি অসহযোগিতার সম্মুখী হয়েছেন?			
ক) লটারীর ফলাফল প্রাপ্তি		খ) কিস্তি জমাদান সংক্রান্ত তথ্য	গ) প্লটের সুনির্দিষ্ট বিষয়
ঘ) রেজিস্ট্রেশন		ঙ) দখল হস্তান্তর	
চ) অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....			
৪৩।	ঢাকা শহরের বিদ্যমানআবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্প কতখানি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আপনি মনে করেন?	সামান্য	মোটামুটি
			অনেক
৪৪।	এই প্রকল্পবাস্তবায়নের ফলে কেমন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র তৈরী হবে বলে আপনি মনে করেন?	সামান্য	মোটামুটি
			অনেক
৪৫।	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগন কতখানি ক্ষতির/ঝুঁকির সম্মুখিন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	সামান্য	মোটামুটি
			অনেক
৪৬।	এই প্রকল্প বিলম্বের ফলে আপনি কতখানি সামাজিক ক্ষতির/ঝুঁকির সম্মুখিন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	সামান্য	মোটামুটি
			অনেক
			হয়নি

সুপারভাইজারের নাম ও স্বাক্ষর
তারিখঃ
মোবাইল নম্বরঃ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখঃ
মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

কে আই আই চেকলিষ্ট : রাজউক কর্মকর্তা / কর্মচারী

নামঃ পদবিঃ

শাখাঃ দপ্তরঃ

ফোন/মোবাইলঃ তারিখঃ

১ | ১৫ বছর মেয়াদী প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই আরও ৮ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে | তারপরও প্রকল্পটির কার্যক্রম যথেষ্ট অগ্রগতি নেই | বিলম্বের কারণগুলো বলুন | আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন |

২ | প্রকল্পের মূল সময় সীমা ছিল জুলাই ১৯৯৫-২০১০, যা প্রকল্প মূল্য সময় সংশোধন করেই ১৯৯৫-২০১৩ করা হয় | পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করে জুন-২০১৮ পুনঃনির্ধারণ করা হয় | অথচ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৩২.৮৫% | ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৩৫% | এমতাবস্থায় যথাসময়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সুসম্পন্ন করার জন্য কোন বাস্তব সম্মত অজ্ঞাভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা আছে কি? থাকলে তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ব্যক্ত করুন | না থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি (অজ্ঞাভিত্তিক) বাস্তব সম্মত উপায়ে কবে নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন |

৩ | প্রকল্পের বেশ কিছু কার্যাদি (যেমন: পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, গ্যাস সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ইউটিলিটি ডাক্ট নির্মাণ) বহির্ভূত সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এতদসংক্রান্ত কার্যাদির অগ্রগতি নেই বললেই চলে | উক্ত কার্যাদি যথাসময়ে সুসম্পন্ন করার জন্য বাস্তব সম্মত অজ্ঞাভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা রয়েছে কি? থাকলে তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ব্যক্ত করুন | না থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি (অজ্ঞাভিত্তিক) বাস্তব সম্মত উপায়ে কবে নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন |

৪ | প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত / চলমান পণ্য, কার্য, ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ও পিপিআর) কি উপায়ে প্রতিপালন করা হয়েছে? ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন | আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন |

৫ | প্রকল্পের সময়সীমা বৃদ্ধির কারণে ও সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মানব-দিবস বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পের খরচ বেড়ে চলেছে | এই বাড়তি খরচ কিভাবে সমন্বয় করা হবে? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন |

৬ | প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায় পরবর্তীকালে Rate Schedule অনুসরণ করে ইতিমধ্যেই একবার প্রকল্প ব্যয় মূল DPPর তুলনায় প্রায় ১৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে | বিভিন্ন সময়ে পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে RDPP এর সময়কালীন নাকি সংগ্রহকালীন Rate Schedule অনুসরণ করেছেন? RDPP কালীন Rate Schedule পরবর্তী সময়ে অনুসরণ করা হয়ে থাকলে গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে? আর সংগ্রহ কালীন Rate Schedule অনুসরণ করে থাকলে বর্ধিত ব্যয় কিভাবে সমন্বয় করা হবে? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন |

৭ | প্রকল্পের খাতভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্থদের (যাদের নিকট হতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে) সংখ্যা কত? কত জন মোট কত টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন? কত জনের মোট কত টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান এখনও বাকি রয়েছে? সরকারী বিধিমালা অনুসরণ করে

যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে কি? ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজউক কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালা কি ছিল? উক্ত নীতিমালার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন। আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

৮। স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থদেরকে প্লট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাজউক এর নীতিমালা কি ছিল? উক্ত নীতিমালার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মোট কতজন ক্ষতিগ্রস্থ প্লটের জন্য আবেদন করেছেন, কতজন প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন, যারা পাননি তাদের ও আরও অন্যান্য আগ্রহী ক্ষতিগ্রস্থদেরকে প্লট বরাদ্দ দেয়ার আর কোন সুযোগ আছে কি? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

৯। জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকদের বিরোধ ঘটেছে কি? জমি প্রদানে মালিকদের কেউ রাজি না হয়ে থাকলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে বা হচ্ছে? বিস্তারিত বলুন। আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

১০। বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন category-র ও বিভিন্ন আকৃতির কতটি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ও কাঠা প্রতি ধার্যকৃত মূল্যহার কত? জমির বাস্তবিক আকৃতি পরিবর্তন হয়ে থাকলে কাঠা প্রতি ধার্যকৃত/ফেরত মূল্যহার কত? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

১১। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট মালিকদের কতজন মূল্য পরিশোধ করেছেন? কতজনের বাকি আছে? বিভিন্ন category-র ও বিভিন্ন আকৃতির কতটি প্লট এখনও বরাদ্দ দেয়া হয়নি? প্লট বিক্রয় হতে কত আয় হয়েছে? অপরিশোধিত কিস্তি ও অবিক্রিত প্লট হতে আরও কত টাকা আয় হবে? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

১২। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লট মালিকদের কতজন সরেজমিনে প্লট বুঝে পেয়েছেন? কতজন বুঝে পাওয়া জমি রেজিস্ট্রি করেছেন? কতজন building plan পাসের জন্য আবেদন করেছেন? কতটি পাস হয়েছে? কয়টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে ও কয়টি নির্মাণাধীন রয়েছে? অনুমোদন ছাড়া কোন ভবন বা কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে কি? আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

১৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন। এসকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সফলতা (success stories) থাকলে তা বর্ণনা করুন। আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

১৪। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা সহ এর আশেপাশের এলাকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে বা আসতে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ?

১৫। পরিকল্পিত এই নগরায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে ? পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি রাজউক মাস্টার প্ল্যানের (স্ট্রাকচার প্ল্যান/ ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান) সাথে সঙ্গতি রেখে করা হয়েছে কিনা বিস্তারিত জানান? যদি না হয়ে থাকে তাহলে, এই প্রকল্পের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যাতে ঢাকা শহরের পরিবেশগত ও পরিকল্পনাগত ভারসাম্য বজায় থাকে?

১৬। পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কি কি কার্যক্রম নেয়া হয়েছে ?

১৭। ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্প কতখানি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আপনি মনে করেন ?

১৮। প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ ব্যক্ত করুন।

১৯। প্রকল্পের আওতাভুক্ত আইসিটি কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করুন। উক্ত কার্যাদি পর্যাপ্ত ছিল কি। না হলে আরও কি কি করা উচিত ছিল বলে আপনি মনে করেন ?

২০। প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করুন।

২১। অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

২২। প্রকল্পটা Phase-wise করলে সময়মত / তুলনামূলক কম সময়ে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা যেত কি-না মতামত প্রদান করুন।

তথ্য সংগ্রহ কারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

কে আই আই চেকলিস্ট : সহযোগী সংস্থা(পিডিবি/ওয়সা/তিতাস/বিটিসিএল ইত্যাদি)

নামঃ পদবিঃ

শাখাঃ দপ্তরঃ

ফোন/মোবাইলঃ তারিখঃ

১। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে আপনার সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই রাজউকের সঙ্গে কোন চুক্তি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন কবে নাগাদ শেষ হবে? এ বিষয়ে সময় ও বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আছে কি? থাকলে তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন। না থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি (অজ্ঞাভিত্তিক) বাস্তবসম্মত উপায়ে কবে নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে?

২। প্রকল্পের অধীনে আপনার সংস্থার আওতাভুক্ত সম্পাদিত / চলমান পণ্য, কার্য, ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর) কি উপায়ে প্রতিপালন করা হয়েছে? ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

৩। প্রকল্পের অধীনে আপনার সংস্থার আওতাভুক্ত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন। এ সকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সফলতা (success stories) থাকলে তা বর্ণনা করুন।

৪। প্রকল্পের অধীনে আপনার সংস্থার আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ ব্যক্ত করুন।

৫। প্রকল্পের অধীনে আপনার সংস্থার আওতাভুক্ত আইসিটি কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করুন। উক্ত কার্যাদি পর্যাপ্ত ছিল কি? না হলে আরও কি কি করা উচিত ছিল?

৬। প্রকল্পের অধীনে আপনার সংস্থার আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের সাথে বিরোধ ঘটেছে কি? বিস্তারিত বলুন।

৮। এ কাজের জন্য রাজউকের নিকট প্রাঙ্কলিত ব্যয় কোন তারিখে পেশ করা এবং টাকার পরিমাণ কত?

৯। রাজউক হতে কত টাকা কোন কোন তারিখে অন্যান্য সংস্থাকে প্রেরণ করা হয়?

১০। প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন না হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?

১০। অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

তথ্য সংগ্রহ কারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

কে আই আই চেকলিষ্ট : ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান

নামঃ পদবিঃ

শাখাঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ফোন/মোবাইলঃ তারিখঃ

১। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে আপনার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই রাজউকের সঙ্গে কোন চুক্তি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন কবে নাগাদ শেষ হবে? এ বিষয়ে সময় ও বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আছে কি? থাকলে তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন। না থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি বাস্তবসম্মত উপায়ে কবে নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে?

২। প্রকল্পের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত সম্পাদিত / চলমান পণ্য, কার্য, ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ও পিপিআর) কি উপায়ে প্রতিপালন করা হয়েছে? ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

৩। প্রকল্পের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন। এ সকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সফলতা (success stories) থাকলে তা বর্ণনা করুন।

৪। প্রকল্পের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ ব্যক্ত করুন।

৫। প্রকল্পের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের সাথে বিরোধ ঘটেছে কি? বিস্তারিত বলুন।

৬। প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন না হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?

৭। অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

তথ্য সংগ্রহ কারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

কে আই আই চেকলিষ্ট : পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

নামঃ পদবিঃ

শাখাঃ দপ্তরঃ

ফোন/মোবাইলঃ তারিখঃ

১। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে আপনার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যেই রাজউকের সঙ্গে কোন চুক্তি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন কবে নাগাদ শেষ হবে? এ বিষয়ে সময় ও বিষয়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা আছে কি? থাকলে তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন। না থাকলে সংশ্লিষ্ট কার্যাদি বাস্তবসম্মত উপায়ে কবে নাগাদ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে?

২। প্রকল্পের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত সম্পাদিত / চলমান পণ্য, কার্য, ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ও পিপিআর) কি উপায়ে প্রতিপালন করা হয়েছে? ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

৩। প্রকল্পের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন। এ সকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সফলতা (success stories) থাকলে তা বর্ণনা করুন।

৪। প্রকল্পের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত কার্যক্রমসমূহের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ ব্যক্ত করুন।

৫। জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের বিরোধ ঘটেছে কি? ঘটে থাকলে তার দরুন আপনার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত ঘটেছে কি? বিস্তারিত বলুন।

৬। প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন না হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?

৭। প্রকল্পটা Phase-wise করলে সময়মত / তুলনামূলক কম সময়ে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা যেত কি-না মতামত প্রদান করুন।

৮। অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

তথ্য সংগ্রহ কারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ
কেআইআই চেকলিষ্ট: স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

নামঃ

ঠিকানাঃ

ফোন/মোবাইলঃ তারিখঃ

১ | এই প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ রাজউক হতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও অজিকারকৃত সুযোগ -সুবিধাদি পেয়েছে কি | মতামত দিন :

২ | প্রকল্পটি ২০১০ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল | দুই ধাপে প্রকল্পের মেয়াদ ৮ বছর বাড়ানো হয়েছে | কিন্তু এখন পর্যন্ত যথেষ্ট অগ্রগতি নেই | এই সংক্রান্ত আপনার কোন মতামত থাকলে তা ব্যক্ত করুন :

৩ | পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাসহ এর আশেপাশের এলাকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে বা আসতে যাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন ?

৪ | পরিকল্পিত এই নগরায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে ?

৫ | প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব পড়েছে কি-না। পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কি কি কার্যক্রম নেয়া হয়েছে ?

৬ | ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্প কতখানি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আপনি মনে করেন ?

৭ | প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সে গুলোর সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করুন।

৮ | স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা রাজউক হতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও অজিকারকৃত সুযোগ-সুবিধাদি পেয়েছেন কি ? মতামত দিন |

৯ | রাজউক হতে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের দেয়া ক্ষতিপূরণ ও অজিকারকৃত সুযোগ-সুবিধাদি কি যথেষ্ট ছিল বলে মনে করেন? না হলে এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন |

১০ | জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের বিরোধ ঘটেছে কি? বিস্তারিত বলুন।

১১। প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন না হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?

১২। অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

এফজিডি চেকলিষ্ট: আবাসিক প্লট মালিকগণ

- ১। কখন পূর্বাচলের প্লটের জন্য আবেদন করেছিলেন ?
- ২। কখন রাজউক কর্তৃক প্লটের জন্য নির্বাচিত হন ?
- ৩। কখন নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সম্পন্ন করেন ?
- ৪। কাঠা প্রতি জমির মূল্য কত ছিল ?
- ৫। কাঠা প্রতি বর্তমান বাজার মূল্য কত ?
- ৬। রাজউক হতে জমির মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে বুঝে পেয়েছেন কি ?
- ৭। হ্যাঁ হলে কবে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে ?
- ৮। রাজউক হতে এখনও জমি বুঝে না পেয়ে থাকলে কবে নাগাদ হস্তান্তর সম্পন্ন হবে ?
- ৯। আনুসঙ্গিক সুবিধাদি সমূহের কোন কোনটির নির্মাণ/গুনগত মান নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট নন ?

i. রাস্তা	iv. বিদ্যুৎ সরবরাহ	vii. টেলিযোগাযোগ
ii. ডেন	v. পানি সরবরাহ	viii. গ্যাস সংযোগ
iii. ফুটপাথ	vi. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	ix. সড়ক বাতি

- ১০। নির্মাণ অনুমোদনের জন্য রাজউক বরাবর আবেদন করেছেন কি ?
- ১১। হ্যাঁ হলে অনুমোদন পেয়েছেন কি ?
- ১২। হ্যাঁ হলে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি : নির্মানাধীন / নির্মাণ সম্পন্ন
- ১৩। প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বাস্তবিক জমির পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে কি ? - হ্যাঁ / না
- ১৪। প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বাস্তবিক জমির পরিমাণ হ্রাস হয়ে থাকলে জমির মূল্য ফেরত পেয়েছেন কি ? কাঠা প্রতি ফেরত মূল্য কত ছিল ?
- ১৫। প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বাস্তবিক জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে থাকলে বর্ধিত জমির জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন কি ? বর্ধিত জমির জন্য কাঠাপ্রতি মূল্য কত ছিল ?
- ১৬। আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে আনুসঙ্গিক সুবিধাদি সহ প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত রাজউকের কোন কর্মকর্তা / কর্মচারী কর্তৃক কোন রূপ সহযোগিতা/অসহযোগিতার স্বীকার হয়েছেন কি? হ্যাঁ / না
- ১৭। হ্যাঁ হলে কোন পর্যায়ে বেশি সহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক) লটারীর ফলাফল প্রাপ্তি খ) কিস্তি জমাদান সংক্রান্ত তথ্য গ) প্লটের সুনির্দিষ্ট বিষয় ঘ) রেজিস্ট্রেশন ঙ) দখল হস্তান্তর

চ) অন্যান্য (.....)

১৮। হ্যাঁ হলে কোন পর্যায়ে বেশি অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক) লটারীর ফলাফল প্রাপ্তি খ) কিস্তি জমাদান সংক্রান্ত তথ্য গ) প্লটের সুনির্দিষ্ট বিষয় ঘ) রেজিস্ট্রেশন ঙ) দখল হস্তান্তর

চ) অন্যান্য (.....)

১৯। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাসহ এর আশেপাশের এলাকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে বা আসতে যাচ্ছে বলে আপনারা মনে করেন ?

২০। পরিকল্পিত এই নগরায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরণের ভূমিকা পালন করবে ?

২১। পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কি কি কার্যক্রম নেয়া হয়েছে ? এ বিষয়ে আপনাদের কিছু জানা থাকলে বলুন।

২২। ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্প কতখানি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আপনারা মনে করেন ?

২৩। অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

মডারেটরের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

র্যা পোরটিয়ারের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

এফজিডি চেকলিষ্ট: স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্তপ্লট মালিকগণ

- ১। রাজউক হতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও অঙ্গিকারকৃত সুযোগ-সুবিধাদি পেয়েছে কি? মতামত দিন।
- ২। রাজউক হতে অঙ্গিকারকৃত সুযোগ-সুবিধাদি ও প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণে আপনারা কি সন্তুষ্ট? না হলে এ বিষয়ে মতামত দিন।
- ৩। প্রকল্পে অধিগ্রহণ কৃত আপনাদের মালিকানাধীন জমির পরিশোধিত ও তৎকালীন বাজার দরঃ
- ক) বসতিভিটাঃ পরিশোধিত দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
- তৎকালীন বাজার দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
- খ) অন্যান্য জমিঃ পরিশোধিত দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
- তৎকালীন বাজার দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
- ৪। জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের বিরোধ ঘটেছে কি? বিস্তারিত বলুন।
- ৫। কখন পূর্বাচলের প্লটের জন্য আবেদন করেছিলেন?
- ৬। কখন রাজউক কর্তৃক প্লটের জন্য নির্বাচিত হন?
- ৭। কখন নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ সম্পন্ন করেন?
- ৮। কাঠা প্রতি জমির মূল্য কত ছিল?
- ৯। কাঠা প্রতি বর্তমান বাজার মূল্য কত?
- ১০। রাজউক হতে জমির মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে বুঝে পেয়েছেন কি?
- ১১। হ্যাঁ হলে কবে হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে?
- ১২। রাজউক হতে এখনও জমি বুঝে না পেয়ে থাকলে কবে নাগাদ হস্তান্তর সম্পন্ন হবে?
- ১৩। আনুসঙ্গিক সুবিধাদি সমূহের কোন কোনটির নির্মাণ/গুনগত মান নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট নন?

i. রাস্তা	iv. বিদ্যুৎ সরবরাহ	vii. টেলিযোগাযোগ
ii. ডেন	v. পানি সরবরাহ	viii. গ্যাস সংযোগ
iii. ফুটপাথ	vi. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	ix. সড়ক বাতি

১৪। নির্মাণ অনুমোদনের জন্য রাজউক বরাবর আবেদন করেছেন কি ?

১৫। হ্যাঁ হলে অনুমোদন পেয়েছেন কি ?

১৬। হ্যাঁ হলে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি : নির্মাণাধীন / নির্মাণ সম্পন্ন

১৭। প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বাস্তবিক জমির পরিমাণ হ্রাস / বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেছে কি ? - হ্যাঁ / না

১৮। প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বাস্তবিক জমির পরিমাণ হ্রাস হয়ে থাকলে জমির মূল্য ফেরত পেয়েছেন কি ? কাঠা প্রতি ফেরত মূল্য কত ছিল ?

১৯। প্লট হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় বাস্তবিক জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে থাকলে বর্ধিত জমির জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন কি ? বর্ধিত জমির জন্য কাঠাপ্রতি মূল্য কত ছিল ?

২০। আবেদন প্রক্রিয়া হতে শুরু করে আনুসংগিক সুবিধাদি সহ প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত রাজউকের কোন কর্মকর্তা / কর্মচারী কর্তৃক কোন রূপ সহযোগিতা/অসহযোগিতার স্বীকার হয়েছেন কি? হ্যাঁ / না

২১। হ্যাঁ হলে কোন পর্যায়ে বেশি সহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক) লটারীর ফলাফল প্রাপ্তি খ) কিস্তি জমাদান সংক্রান্ত তথ্য গ) প্লটের সুনির্দিষ্ট বিষয় ঘ) রেজিস্ট্রেশন ঙ) দখল হস্তান্তর

চ) অন্যান্য (.....)

২২। হ্যাঁ হলে কোন পর্যায়ে বেশি অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক) লটারীর ফলাফল প্রাপ্তি খ) কিস্তি জমাদান সংক্রান্ত তথ্য গ) প্লটের সুনির্দিষ্ট বিষয় ঘ) রেজিস্ট্রেশন ঙ) দখল হস্তান্তর

চ) অন্যান্য (.....)

২৩। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাসহ এর আশেপাশের এলাকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে বা আসতে যাচ্ছে বলে আপনারা মনে করেন ?

২৪। পরিকল্পিত এই নগরায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে ?

২৫। পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কি কি কার্যক্রম নেয়া হয়েছে ? এ বিষয়ে আপনাদের কিছু জানা থাকলে বলুন।

২৬। ঢাকা শহরের বিদ্যমান আবাসিক সমস্যার সমাধানে এই প্রকল্প কতখানি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আপনারা মনে করেন?

২৭। এই প্রকল্পবিলম্বের ফলে জনগন কি ধরনের সামাজিক ক্ষতির/ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

২৮। অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

মডারেটরের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

র্ষা পোরটিয়ারের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পূর্বাচল নতুন শহর (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

এফজিডি চেকলিষ্ট: স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থজমির মালিকগণ, যারা প্লট নেননি বা পাননি

- ১ | রাজউক হতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও অঙ্গিকারকৃত সুযোগ-সুবিধাদি পেয়েছে কি ? মতামত দিন ।
- ২ | রাজউক হতে অঙ্গিকারকৃত সুযোগ-সুবিধাদি ও প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণে আপনারা কি সন্তুষ্ট ? না হলে এ বিষয়ে মতামত দিন ।
- ৩ | প্রকল্পে অধিগ্রহণ কৃত আপনাদের মালিকানাধীন জমির পরিশোধিত ও তৎকালীন বাজার দরঃ
 - ক) বসতভিটাঃ পরিশোধিত দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
তৎকালীন বাজার দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
 - খ) অন্যান্য জমিঃ পরিশোধিত দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
তৎকালীন বাজার দরঃটাকা শতক/কাঠা প্রতি
- ৪ | জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রাজউক কর্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয়/সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকদের বিরোধ ঘটেছে কি? বিস্তারিত বলুন।
- ৫ | রাজউক বরাবর প্লটের জন্য আবেদন করেছিলেন কি?
- ৬ | প্লটের জন্য আবেদন করে থাকলে কেন প্লট পাননি?
- ৭ | প্লটের জন্য আবেদন না করে থাকলে কেন আবেদন করেননি বা করতে পারেননি?
- ৯ | অন্য কোন মন্তব্য / মতামত থাকলে বলুন :

মডারেটরের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

র্যা পোরটিয়ারের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রস্তুতকৃত পরিবীক্ষণ ছক

ভূমি উন্নয়ন : পরিবীক্ষণ ছক (১)

ভূমি উন্নয়ন কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	উন্নয়নের জন্য ভূমির এরিয়া			
২	প্লটসমূহের সীমানা / পরিচিতি অবস্থা			
৩	ভূমি উন্নয়নের ফরমেশন লেভেলের অবস্থা			
৪	বন্যা / বৃষ্টির কারণে ভূমি জলাবদ্ধতার অবস্থা			
৫	ভূমির উপর পতিত বন্যা / বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের অবস্থা			
৬	ভূমি উন্নয়ন কাজের গুণগত অবস্থা			
৭	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			
৮	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

লেক / খাল : পরিবীক্ষণ ছক (২)

লেক / খালের কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	লেক / খালের উন্নয়ন কাজের ধরণ			
২	লেক / খালের পরিমাপ (দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/ গভীরতা)			
৩	ভূমি থেকে পানি লেক / খালে পড়ে কিনা			
৪	খালের পাড় সুরক্ষাজনিত ব্যবস্থা			
৫	লেক / খালের উন্নয়ন কাজের গুনগত অবস্থা			
৬	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			
৭	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

রাস্তা : পরিবীক্ষণ ছক (৩.১)

রাস্তার কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	রাস্তার ধরণ			
২	রাস্তার পরিমাপ (দৈর্ঘ্য/ প্রস্থ)			
৩	মাটির / ইমব্যাংকম্যান্ট কাজের অবস্থা			
৪	সাবগ্রেড থেকে টপ-লেয়ার পর্যন্ত কাজের অবস্থা			
৫	কাজের মালামালের অবস্থা			
৬	রাস্তার আড়-ঢালের অবস্থা			
৭	রাস্তার সোল্ডারের অবস্থা			
৮	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (পার্শ্ব-ড্রেন অবস্থা)			
৯	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			
১০	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

ডেন : পরিবীক্ষণ ছক (৩.২)

ডেনের কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	ডেনের ধরণ			
২	ডেনের পরিমাপ (দৈর্ঘ্য/প্রস্থ/ গভীরতা)			
৩	ডেনের ঢালের অবস্থা			
৪	কাজের মালামালের অবস্থা			
৫	আর.সি.সি. কাজের গুনগত অবস্থা			
৬	ব্রিক ওয়ার্ক কাজের গুনগত অবস্থা			
৭	প্লাস্টারের গুনগত অবস্থা			
৮	ডেনের কভার স্ল্যাবের অবস্থা			
৯	ডেনের পানি নিষ্কাশনের অবস্থা			
১০	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			
১১	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

ব্রীজ : পরিবীক্ষণ ছক (৩.৩)

ব্রীজের কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	ব্রীজের ধরণ			
২	ব্রীজের পরিমাপ (দৈর্ঘ্য/প্রস্থ)			
৩	ব্রীজের রেলিং এর অবস্থা			
৪	ব্রীজের উইংওয়ালের অবস্থা			
৫	ব্রীজের এপ্রোচের অবস্থা			
৬	ব্রীজের পানি নিষ্কাশন পথের অবস্থা			
৭	কাজের মালামালের অবস্থা			
৮	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)			
৯	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

স্কুল : পরিবীক্ষণ ছক (৩.৪)

স্কুলের কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	স্কুলের বিবরণ			
২	স্কুলের পরিমাপ (দৈর্ঘ্য/ প্রস্থ/ফ্লোর এরিয়া)			
৩	আর.সি.সি. কাজের গুনগত অবস্থা			
৪	ব্রিক ওয়ার্ক কাজের গুনগত অবস্থা			
৫	প্লাস্টারের গুনগত অবস্থা			
৬	দরজা / জানালার অবস্থা			
৭	বেঞ্চ -অন্যান্য আসবাবপত্র			
৮	পানি সরবরাহ এর অবস্থা			
৯	টয়লেটের অবস্থা (ছাত্র -ছাত্রী)			
১০	বৈদ্যুতিক কাজের (লাইন, বাতি, পাখার) অবস্থা			
১১	স্কুলের পানি নিষ্কাশনের অবস্থা			
১২	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			

১৩	অন্যান্য পরিবীক্ষণ		
----	--------------------	--	--

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : পরিবীক্ষণ ছক (৩.৫)

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিবরণ			
২	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিমাপ (দৈর্ঘ্য/ প্রস্থ/ফ্লোর এরিয়া)			
৩	আর.সি.সি. কাজের গুনগত অবস্থা			
৪	ব্রিক ওয়ার্ক কাজের গুনগত অবস্থা			
৫	প্লাস্টারের গুনগত অবস্থা			
৬	দরজা / জানালার অবস্থা			
৭	পানি সরবারহ এর অবস্থা			
৮	ওজুখানার অবস্থা			
৯	টয়লেটের অবস্থা			

১০	বৈদ্যুতিক কাজের (লাইন, বাতি, পাখার) অবস্থা			
১১	মসজিদের পানি নিষ্কাশনের অবস্থা			
১২	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			
১৩	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

লিংক রোড : পরিবীক্ষণ ছক (৪)

রাস্তার কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	রাস্তার ধরণ			
২	রাস্তার পরিমাপ (দৈর্ঘ্য/ প্রস্থ)			
৩	মাটির / ইমব্যাংকম্যান্ট কাজের অবস্থা			
৪	সাবগ্রেড থেকে টপ-লেয়ার পর্যন্ত কাজের অবস্থা			
৫	কাজের মালামালের অবস্থা			
৬	রাস্তার আড়-ঢালের অবস্থা			
৭	রাস্তার ফুটপাথের/পথচারি চলাচলের ব্যবস্থা			
৮	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (পার্শ্ব-ড্রেন অবস্থা)			
৯	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			
১০	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

কুড়িল ফ্লাইওভার : পরিবীক্ষণ ছক (৫)

কুড়িল ফ্লাইওভার কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

পরিবীক্ষণের কাজের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	ফ্লাইওভার (দৈর্ঘ্য / প্রস্থ)			
২	ফুটপাথের/পথচারি চলাচলের ব্যবস্থা			
৩	রেলিং এর অবস্থা			
৪	পানি নিষ্কাশন পথের অবস্থা			
৫	লাইটিং সুবিধার অবস্থা			
৬	ফ্লাইওভারের নীচে চলাচলের অবস্থা			
৭	ফ্লাইওভারে বর্তমানে ট্রাফিক চলাচলের অবস্থা			
৮	কাজের গুণগত মান			

৯	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রযোজ্যক্ষেত্রে)			
১০	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

পরিবীক্ষণ ছক : সাধারণ

অংগের নাম :

পরিবীক্ষণের অবস্থান (সেক্টর নং) :

কাজের প্যাকেজ নং / পরিচিতি :

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের পরিকল্পিত তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের বর্তমান অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদন অনুসারে করণীয়	মাঠপর্যায় প্রকৃত সম্পাদনের অবস্থা	মন্তব্য
১	কাজের ধরণ			
২	কাজের পরিমাপগত তথ্য			
৩	কাজের বর্তমান অবস্থা			
৪	সম্পাদিত কাজের তথ্য			
৫	অসম্পাদিত কাজের তথ্য			
৬	কাজের গুনগত অবস্থা			
৭	কাজ সম্পাদনে বিলম্বের কারন (প্রয়োজ্যক্ষেত্রে)			
৮	অন্যান্য পরিবীক্ষণ			

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	দরপত্র বিত্রির সংখ্যা	দরপত্র জমার সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির আহবায়ক / সভাপতির নাম (পদবীসহ)	মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বর্হি : ভূর্ত কয়জন এবং কোন সংস্থার সদস্য	দরপত্র মূল্যায়নের সর্বশেষ তারিখ	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	Non- Responsive দরপত্রের সংখ্যা এবং এর কারণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	কার্যাদেশকৃত দর	চুক্তি সম্পাদনের / কার্যাদেশকৃত তারিখ	কার্যাদেশের বিপরীতে পরিশোধিত বিল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৬	১৭

ভৌত ও অন্যান্য কাজের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	প্যাকেজ / চুক্তি নং	কাজের নাম	অংগের নাম	কাজ শুরুর তারিখ	কার্যাদেশকৃত সমাপ্তির সময়	সমাপ্তির প্রকৃত সময়	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য	কাজের বাহ্যিক অগ্রগতি	কাজের আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম	পজিশন / ডিসিপ্লিন	চুক্তি অনুযায়ী জনবল	নিয়োগকৃত জনবল (২০১৬ পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	দরপত্র বিত্রির সংখ্যা	দরপত্র জমার সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির আহবায়ক / সভাপতির নাম (পদবীসহ)	মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বর্হি : ভূর্ত কয়জন এবং কোন সংস্থার সদস্য	দরপত্র মূল্যায়নের সর্বশেষ তারিখ	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	Non- Responsive দরপত্রের সংখ্যা এবং এর কারণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	কার্যাদেশকৃত দর	চুক্তি সম্পাদনের / কার্যাদেশকৃত তারিখ	কার্যাদেশের বিপরীতে পরিশোধিত বিল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৬	১৭

ভেত ও অন্যান্য কাজের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	প্যাকেজ / চুক্তি নং	কাজের নাম	অংগের নাম	কাজ শুরুর তারিখ	কার্যাদেশকৃত সমাপ্তির সময়	সমাপ্তির প্রকৃত সময়	চুক্তি মূল্য	সংশোধিত মূল্য	কাজের বাহ্যিক অগ্রগতি	কাজের আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩

প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম	পজিশন / ডিসিপ্লিন	চুক্তি অনুযায়ী জনবল	নিয়োগকৃত জনবল (২০১৬ পর্যন্ত)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

ক্রমিক নং	স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত সমূহ	স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহিত কার্যক্রম সমূহ
৪.১	নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্পের আওতায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা হতে পিছিয়ে পড়া স্কিমের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটি আরো নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে;	প্রকল্পের আওতায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা হতে পিছিয়ে পড়া স্কিমের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নং ২৪ - ২৫ তে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.২	প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি ও প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যাদি তথ্যসহ উপস্থাপন করতে হবে;	প্রতিবেদনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নং ৫৮ - ৬১ তে তথ্যসহ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.৩	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্বের বিষয়সমূহ প্রকৃত তথ্য প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্বের বিষয়সমূহ প্রতিবেদনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নং ৭৬ - ৭৭ তে তথ্যসহ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.৪	পরিকল্পিত কার্যক্রমের সাথে বাস্তব অবস্থার তুলনা সহ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করতে হবে;	পরিকল্পিত কার্যক্রমের সাথে বাস্তব অবস্থার তুলনা সহ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রতিবেদনের দশম অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নং ৮২ তে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.৫	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন পরিসেবা (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন) সরবরাহের সর্বশেষ বাস্তব অবস্থার আলোকে বাস্তবায়ন উপযোগী সুপারিশ প্রদান করতে হবে;	বাস্তব অবস্থার আলোকে বাস্তবায়ন উপযোগী সুপারিশমালা প্রতিবেদনের দশম অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নং ৮১- ৮২ তে প্রদান করা হয়েছে।

৪.৬	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত দুর্বলতা এবং আর্থিক ক্ষমতা বন্টন (ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার) অনুযায়ী রাজউকে বিদ্যমান অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দিতে হবে;	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্ত দুর্বলতা এবং আর্থিক ক্ষমতা বন্টন (ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার) অনুযায়ী রাজউকে বিদ্যমান অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সংযুক্তি-১ এর পৃষ্ঠা নং ৭ এবং ৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.৭	ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মাণ কাজের নমুনা পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণটি সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্যভাবে উল্লেখ করতে হবে;	ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মাণ কাজের নমুনা পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল ও বিশ্লেষণটি সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্যভাবে প্রতিবেদনের পঞ্চম অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নং ৫৪ -৫৬ তে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.৮	নির্বাহী সারসংক্ষেপটি আরো সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে;	নির্বাহী সারসংক্ষেপটি আরো সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।
৪.৯	স্টিয়ারিং ও টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ প্রতিপালন বিষয়ক ছকটি পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত করা যেতে পারে; বিশুদ্ধ বানান ও ভাষা রীতি অনুসরণপূর্বক খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে হবে;	স্টিয়ারিং ও টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ প্রতিপালন বিষয়ক ছকটি প্রতিবেদনের শুরুতে যুক্ত করা হয়েছে। বিশুদ্ধ বানান ও ভাষা রীতি অনুসরণপূর্বক খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪.১০	স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া প্রতিবেদনটি অবিলম্বে সংশোধন করে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে।	স্টিয়ারিং কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধন করে আইএমইডিতে দাখিল করা হয়েছে।

২২/০৬/২০১৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কর্মশালা ও টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশমালার আলোকে গৃহিত পদক্ষেপসমূহঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত সমূহ	সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহিত কার্যক্রম সমূহ
৪.১	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ আরও সংক্ষিপ্ত হতে হবে;	নির্বাহী সারসংক্ষেপটি আরও সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।
৪.২	উপসংহার আলাদা অধ্যায় হিসেবে প্রতিবেদনে থাকার দরকার নেই;	উপসংহার নামের অধ্যায় বাদ দিয়ে প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.৩	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্বের বিষয়সমূহ প্রকৃত তথ্য প্রমাণাদিসহ উল্লেখ করতে হবে;	প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ে বিলম্বের বিষয়সমূহ প্রতিবেদনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পৃষ্ঠা নং ৭৬ - ৭৭ তে তথ্যসহ বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪.৪	প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যানটি আরও সুনির্দিষ্ট ও উহাতে	পরিকল্পিত কার্যক্রমের সাথে বাস্তব

	বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা থাকতে হবে;	অবস্থার তুলনাসহ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যানটি আরও সুনির্দিষ্ট ও উহাতে বাস্তবসম্মত দিক নির্দেশনা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।
৪.৫	জাতীয় কর্মশালা ও টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ প্রতিপালন বিষয়ক ছকটি পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত করা যেতে পারে; বিশুদ্ধ বানান ও ভাষা রীতি অনুসরণপূর্বক খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে হবে;	জাতীয় কর্মশালা ও টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ প্রতিপালন বিষয়ক ছকটি প্রতিবেদনের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। বিশুদ্ধ বানান ও ভাষা রীতি অনুসরণপূর্বক খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪.৬	জাতীয় কর্মশালা ও টেকনিক্যাল কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া প্রতিবেদনটি অবিলম্বে সংশোধন করে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে।	জাতীয় কর্মশালা ও টেকনিক্যাল কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে খসড়া প্রতিবেদনটি সংশোধন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন আইএমইডিতে দাখিল করা হলো ।